দেবীপুরাণোক্ত
শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা পদ্ধতি
পণ্ডিত শ্রীশ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য

সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডলম্

১ঃ স্থাপনী মুদ্রা ২ঃ তত্ত্ব মুদ্রা ৩ঃ ধেনু মুদ্রা ৪ঃ যোনী মুদ্রা ৫ঃ নারাচ মুদ্রা ৬ঃ লেলিহামুদ্রা ৭ঃ বরমুদ্রা ৮ঃ সংহার মুদ্রা ৯ঃ অঙ্কুশ মুদ্রা ১০ঃ অবগুণ্ঠন মুদ্রা ১১ঃ সন্নিধাপনী মুদ্রা ১২ঃ আবহনী মুদ্রা ১৩ঃ কূর্ম্মমুদ্রা ১৪ঃ সন্নিবোধনী মুদ্রা ১৫ঃ গালিনী মুদ্রা ১৬ঃ পরমীকরণ মুদ্রা ১৭ঃ মৎস্য মুদ্রা ১৮ঃ সম্মুখীকরণ মুদ্রা

সর্বতোভদ্রমণ্ডল প্রস্তুত বিধি—পঞ্চগুঁড়ির সাহায্যে দৈর্ঘ্যে প্রস্থে এক হস্ত প্রমাণ সমচতুষ্কোণ মণ্ডল প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে কোণাকুণি দুইটি রেখা অঙ্কন করিবেন। ইহাতে চারিটি কোষ্ঠা হইবে। অতঃপর পুনরায় উক্ত চারিটি ঘরে কোণাকুণি রেখা করিয়া লইলে অঙ্কন সহজ হইবে। অতঃপর উত্তর হইতে দক্ষিণে এবং পূর্ব হইতে পশ্চিমে দুইটি দুইটি করিয়া রেখাঙ্কন করিবেন। এইরূপে বারবার কোণাকুণি রেখা ও মধ্যরেখা অঙ্কন করিয়া সর্বশুদ্ধ ২৫৬টি কোষ্ঠায় ভাগ করিবেন। এবার মধ্যস্থলের ৩৬টি কোষ্ঠা লইয়া একটি পদ্ম অঙ্কন করিয়া, তাহার বাহিরের পঙক্তিতে বীথি, তাহার বাহিরে দ্বারের শোভা ও কোণ প্রস্তুত করিবেন। অতঃপর পদ্মের বাহিরের দ্বাদশাংশ ত্যাগ করিয়া অবশিষ্টাংশকে সমান তিনভাগে বৃত্তদ্বারা বিভাগ করিবেন। ইহার ১ম ভাগে কর্ণিকা, ২য় ভাগে কেশর এবং ৩য় ভাগে পদ্মের দল সকল অঙ্কন করিবেন। এইরূপে ৮টি দল অঙ্কন করিবেন। প্রতিটি পত্রের মূলভাগে দুইটি করিয়া ১৬টি কেশর হইবে। পরে চারিকোণে তিনটি তিনটি কোষ্ঠায় পীঠকোণ অঙ্কিত করিবেন। অতঃপর পীঠক্ষেত্রের অবশিষ্টাংশ কোষ্ঠায় পীঠপত্র অঙ্কন করিবেন। বাহিরের পঙক্তি দুইটিতে বীথিস্থান প্রস্তুত করিবেন। অতঃপর চতুর্দিকের একেবারে বাহিরের পঙক্তি দুইটির মধ্যস্থলে চারিটি কোষ্ঠা ও তাহার উপরের পঙক্তির দুইটি কোষ্ঠা এই ছয় কোষ্ঠা দ্বারা দ্বার অঙ্কন করিবেন। এবার ৩ +১ চারি কোষ্ঠায় শোভা; পুনরায় ৩ +১ চারি কোষ্ঠায় উপশোভা অঙ্কন করিবেন। অতঃপর ছয় কোষ্ঠার চারিটি কোষ্ঠা দ্বারা দ্বার অঙ্কন করিবেন। এবার ৩ + ১ চারি কোষ্ঠায় উপশোভা অঙ্কন করিবেন। অবশেষে ৬ কোষ্ঠায় চারিটি কোণ আঁকিবেন। এইরূপে চতুর্দিকে চতুর্দ্বার, দ্বারের উভয় পার্শ্বে দুইটি করিয়া শোভা, শোভা দুইটির পাশে আবার দুইটি করিয়া উপশোভা অঙ্কন করিবেন। ইহাতে মোট চারিটি দ্বার, আটটি শোভা এবং আটটি উপশোভা অঙ্কিত হইবে। অতঃপর সর্ববাহিরে তিনটি রেখা অঙ্কন করিবেন। উহার একটি শ্বেতবর্ণ; দ্বিতীয়টি রক্তবর্ণ ও তৃতীয়টি কৃষ্ণবর্ণ হইবে।

পঞ্চগুঁড়ি— শ্বেতবর্ণ, রক্তবর্ণ, পীতবর্ণ, নীলবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ।

সর্বতোভদ্রমণ্ডলে পঞ্চগুঁড়ি ব্যবহার—প্রথমতঃ এক অঙ্গুলি উচ্চ শ্বেতবর্ণের এক হাত পরিমিত মণ্ডল করিবেন। কর্ণিকায় পীতবর্ণ, পত্র শুক্লবর্ণ, রক্তবর্ণ কেশর, পত্রসন্ধি নীলবর্ণ, দ্বার শ্বেতবর্ণ, কোণ কৃষ্ণবর্ণ, শোভা রক্তবর্ণ, উপশোভা পীতবর্ণ, পীঠগর্ভ কৃষ্ণবর্ণ, পীঠ শ্বেতবর্ণ ও সর্ববর্ণে অঙ্কিত করিবেন।

তন্ত্রোক্ত মতে—কর্ণিকা—পীতবর্ণ, পত্র—রক্তবর্ণ, সন্ধি— কৃষ্ণবর্ণ, কেশর—পীত ও রক্তবর্ণ।

দুর্গোৎসবের ফর্দমালা

কল্পারম্ভ—সিন্দুর, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চপল্লব, পঞ্চগব্য, পঞ্চরত্ন, পঞ্চশস্য, ঘট ১, দ্বারঘট ২, কুশুহাঁড়ি ১, দর্পণ ১, তেকাঠা ১, তীর ৪, একসরা আতপ চাউল, সশীষ ডাব ৩, ঘটাচ্ছাদন গামছা ১, কল্পারম্ভের শাড়ী ১, চণ্ডীর শাড়ী ১, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দুর্বা, বিল্বপত্র, তুলসী, ধূপ-দীপ, লালসুতা, কর্পূর, ধুনা, চন্দ্রমাল্য ১, পুষ্পমাল্য ১, দধি, মধু, ঘৃত, চিনি, নৈবেদ্য ৩, কুচানৈবেদ্য ১, আসনাঙ্গুরীয় ২, মধুপর্ক বাটি ২, ভোগের দ্রব্যাদি, আরতির দ্রব্য।

নবপত্রিকার দ্রব্যাদি—কলাগাছ ১, কচুগাছ ১, হলুদ গাছ ১, জয়ন্তী গাছ ১, বিল্ব ডাল ১, ডালিম ডাল ১, অশোক ডাল ১, মানকচু গাছ ১, ধানগাছ ১, শ্বেত অপরাজিতা লতা, রক্তসূত্র, আলতা, বন্ধন জন্য কলাপেটো, পাটের রজ্জু ৯ গাছি, পাঁচফল, যুগ্ম বিল্ব।

বিঃ দ্রঃ— প্রতিপদ হইতে পঞ্চমী যাবৎ প্রত্যহ নিম্নোক্ত কয়টি দ্রব্য দিবেন। যথা—প্রতিপদে মাথাঘষা, সুবাসিত তৈল, আতর, চিরুনি ১, গোলাপ জল। দ্বিতীয়াতে—মাথা বাঁধিবার পট্টডোর ১। তৃতীয়াতে—দর্পণ, সিন্দুর, আলতা,। চতুর্থীতে—মধুপর্ক, কাংস্যবাটি ১, তিলক, অঞ্জন। পঞ্চমীতে—অঙ্গরাগ, পট্টবস্ত্র, যথাশক্তি অলঙ্কার।

বোধনের দ্রব্য—সিন্দুর, যুগ্মফলসহ বিল্বডাল ১, ঘট ১, কুণ্ডহাঁড়ি ১, বোধনের শাড়ী ১, বিল্ববৃক্ষের ধুতি ১, আসনাঙ্গুরীয় ২, মধুপর্ক বাটি ২, দধি, মধু, ঘৃত, চিনি, পুষ্প, দূর্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ, দীপ, ধুনা, তিল, হরীতকী, নৈবেদ্য ২, কুচানৈবেদ্য ১, ছুরি ১, পুষ্পমাল্য ১, চন্দ্রমাল্য ১, শ্বেত সরিষা, মাষকলাই, আরতির দ্রব্য।

অধিবাস ও আমন্ত্রণের দ্রব্য—তিল, হরীতকী, দর্পণ, আসনাঙ্গুরীয় ২, মধুপর্কবাটী ২, মধু, দধি, চিনি, ঘৃত, পুষ্প, দূর্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ, দীপ, ধুনা, দেবীর শাড়ী ১, বিল্ববৃক্ষের ধুতি ১, নৈবেদ্য ২, কুচানৈবেদ্য ১, আরতির দ্রব্য।

অধিবাস ডালা—মহী (গঙ্গামৃত্তিকা অথবা শুদ্ধমৃত্তিকা), গন্ধ, শিলা (নুড়ি), ধান্য, দূর্বা, পুষ্প, ফল (অখণ্ড কদলী), দধি, ঘৃত, স্বস্তিক (পিটুলি নির্মিত), সিন্দুর, শঙ্খ, কজ্জ্বল, গোরোচনা, সিদ্ধার্থ (শ্বেতসর্ষপ), কাঞ্চন (স্বর্ণ), রৌপ্য, তাম্র, দর্পণ, চামর, আলতা ৪, হরিদ্রাসূত্র, লোহা, দীপ আরতি।

সপ্তমী পূজার দ্রব্য—(গুরুবরণ, নারায়ণ বরণ, পুরোহিত বরণ), পূজকবরণ ১, তন্ত্রধারক বরণ ১, দেবীমাহাত্ম্য পাঠক বরণ ১, বরণাঙ্গুরীয় ৩, বরণের আসন ৩, যজ্ঞোপবীত ৪, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্বা তুলসী, ঘট ২, সশীষ ডাব ২, দুই সরা আতপ চাউল, কুণ্ডহাঁড়ি ১, তেকাঠা, দর্পণ ১, ধূপ-দীপ , ধুনা, প্রধান দীপ।

মহাস্নানের দ্রব্য—তৈল, হরিদ্রা, কলস ৮, সহস্রধারা ১, পঞ্চগব্য, পঞ্চকষায়, পঞ্চামৃত, শিশিরোদক, ইক্ষুরস, বেশ্যাদ্বার মৃত্তিকা, গজদন্ত মৃত্তিকা, বরাহদন্ত মৃত্তিকা, চতুষ্পথ মৃত্তিকা, রাজদ্বার মৃত্তিকা, গঙ্গামৃত্তিকা, বল্মীক মৃত্তিকা, বৃষশৃঙ্গ মৃত্তিকা, নদীর উভয়কুল মৃত্তিকা, পর্বত মৃত্তিকা, তিল তৈল, বিষ্ণু তৈল, উষ্ণোদক, নারিকেলোদক, সর্বৌষধি, মহৌষধি, পঞ্চরত্ন মিশ্রিত জল, সাগরোদক, পদ্মরেণুদক, দুগ্ধ, মধু, কর্পূর, অগুরু, চন্দন, কুঙ্কুম, বৃষ্টিজল,

ফলোদক (ডাবের জল), সরস্বতী নদীর জল, নির্ঝরোদক, সপ্তসমুদ্রের জল।

সপ্তমী পূজা—পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চরত্ন, পঞ্চশস্য, পঞ্চপল্লব, সিন্দুর, ঘটাচ্ছাদন গামছা ২, আরতির গামছা ১, শ্বেত সরিষা, মাষকলাই, জবাপুষ্প, কুচানৈবেদ্য ১, আসনাঙ্গুরীয় ১৬, অষ্টাঙ্গুল রজতাসন ১৬, অঙ্গুরীয় ১৬, মধুপর্কের কাংস্যবাটি ১৬, দধি, মধু, ঘৃত, চিনি, নৈবেদ্য ৩৭, প্রধান নৈবেদ্য ১, নবপত্রিকার পরিধেয় শাড়ী ১, দুর্গার শাড়ী, ১, লক্ষ্মীর শাড়ী ১, সরস্বতীর শাড়ী ১, চণ্ডীর শাড়ী ১, নবপত্রিকা পূজার শাড়ী ৯ বা ১, কার্তিকেয়ের ধুতি ১, সিংহের ধুতি ১, শিবের ধুতি ১, বিষ্ণুর ধুতি ১, ময়ূরের ধুতি ১, মূষিকের ধুতি ১, সিংহের ধুতি ১, অসুরের ধুতি ১, নাগপাশের ধুতি ১, জয়ার শাড়ী ১, বিজয়ার শাড়ী ১, অর্ঘ্যদূর্বা ১০৮, চন্দ্রমাল্য ৮, থালা, ঘড়া বা ঘটী ১, শক্তি বিষয়ে অষ্টগন্ধ, লোহা ২, শাঁখা ২, নথ ১, সিন্দুর চুবড়ী ৪, পুষ্পমাল্য, রচনাদ্রব্যাদি, ফলমূলাদি, ভোগের দ্রব্যাদি, বলির দ্রব্য, আরতি, জায়ফল, লবঙ্গ, কক্কোল চূর্ণ, শ্যামাঘাস, অপরাজিতা (শ্বেত), পদ্ম।

অষ্টমী পূজা—দন্তকাষ্ঠ ১, মহাস্নান দ্রব্য, পুষ্প, দূর্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ-দীপ, ধুনা, বস্ত্রাদি (পূর্বদিনের ন্যায়), আসনাঙ্গুরী এবং মধুপর্ক বাটী (পূর্বদিনের ন্যায়), দধি, মধু, ঘৃত, চিনি, নৈবেদ্য ৩৭, প্রধান নৈবেদ্য ১, জায়ফল, লবঙ্গ, কক্কোল চূর্ণ, শ্যামাঘাস, পদ্ম, অপরাজিতা, ও পদ্ম, কুচানৈবেদ্য ১, অষ্টগন্ধ, চন্দ্রমাল্য, পুষ্পমাল্য, বিল্বপত্রমাল্য, থালা ১, ঘড়া বা ঘটী ১, লোহা ১, শাঁখা ২, নথ ১, রচনা, সিন্দুর চুবড়ী ১।

সন্ধিপূজা—পুষ্প, দূর্বা, বিল্বপত্র, ধূপ-দীপ, ধুনা, স্বর্ণাসন ও অঙ্গুরীয় ১, মধুপর্ক কাংস্যবাটী ১, শ্বেতসরিষা, যব, তিল, মাষকলাই, অষ্টগন্ধ, জায়ফল, লবঙ্গ, কক্কোল চূর্ণ, শ্যামাঘাস, পদ্ম, অপরাজিতা, দধি, চিনি, মধু, ঘৃত, চেলীর শাড়ী ১, প্রধান নৈবেদ্য ১, কুচানৈবেদ্য ১, রচনাদ্রব্য, ফলমূলাদি, থালা ১, ঘড়া বা ঘটী ১, লোহা ১, শাঁখা ২, নথ ১, শয্যাদ্রব্য, চন্দ্রমাল্য ১, পুষ্পমাল্য ১, ভোগের দ্রব্যাদি, বলির দ্রব্য, আরতি, কুমারী পূজার দ্রব্য, প্রদীপ ১০৮।

নবমী পূজা—মহাস্নান দ্রব্য, দন্তকাষ্ঠ ১, পুষ্প, দূর্বা ১০৮, বিল্বপত্র, ধূপ-দীপ, ধুনা, বস্ত্র (সপ্তমী পূজার ন্যায়), কুমারী পূজার শাড়ী ১, আসনাঙ্গুরীয় ও মধুপর্ক বাটি (সপ্তমী পূজার ন্যায়)। দধি, মধু, চিনি, রচনাদ্রব্য, শ্বেত সরিষা, মাষকলাই, তিল, যব, শ্যামাঘাস, অপরাজিতা, পদ্ম, জায়ফল, লবঙ্গ, কঙ্কোল চূর্ণ, নৈবেদ্য ৩৭, প্রধান নৈবেদ্য ১, কুচানৈবেদ্য ১, থালা ঘটী বা ঘড়া ১, সিন্দুর চুবড়ী ১, লোহা ১, শাঁখা ২, নথ ১, চন্দ্রমাল্য, পুষ্পমাল্য, বিল্বপত্রমাল্য, রচনাদ্রব্য, পান, পানমশলা, ভোগের দ্রব্যাদি, বলির দ্রব্য, হোমের দ্রব্য, আরতি।

হোমের দ্রব্য—বালি, কাষ্ঠ, খোড়কে, গোময়, কুশ, হোমের ঘৃত ৫০০ গ্রাম, হোমের বিল্বপত্র ১০৮, পূর্ণপাত্র ১।

দশমীর দ্রব্য—সকলের দশোপচারে পূজা, গন্ধ, পুষ্প, দূর্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ-দীপ, ধুনা নৈবেদ্য, কুচানৈবেদ্য ১, দধি, মুড়কী, যাত্রামঙ্গল দ্রব্য, মিষ্টান্ন, সিদ্ধি, আরতি, পর্য্যুষিত অন্ন (পান্তাভাত)।

দেব্যাগমনাগমনে যান কথন ঃ—রবি-শশী গজারূঢ়া শনি ভৌমস্তুরঙ্গমে। গুরৌ শুক্রে চ দোলায়াং বুধে নৌকা প্রকীর্তিতাঃ॥

অস্যার্থ ঃ রবি এবং সোমবার হইলে—গজে আগমন ও গমন। শনি এবং মঙ্গলবার হইলে—ঘোটকে আগমন ও গমন। বৃহস্পতি ও শুক্রবার হইলে—দোলায় গমন ও আগমন। বুধবার হইলে—নৌকায় আগমন ও গমন।

দেব্যা যান ফলম্—গজে চ জলদা দেবী ছত্রভঙ্গস্তুরঙ্গমে। নৌকায়াং সর্বসৌখ্যানি দোলায়াং মড়কং ভবেৎ॥

অস্যার্থ ঃ—গজে আগমন বা গমন হইলে—সুবৃষ্টি হয় এবং তার ফলে পৃথিবী শস্যপূর্ণা হয়। ঘোটকে আগমন ও গমন হইলে—ছত্রভঙ্গ। নৌকায়—মিত্রতা বৃদ্ধি হয় এবং দোলায়—মড়ক হয়।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দেবীপুরাণোক্ত শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা পদ্ধতি

কল্পারম্ভ বিধি—কৃষ্ণানবমী, প্রতিপদ, ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী, কেবল মহাষ্টমী এবং কেবল মহানবমী। এই সপ্তবিধ কল্পারম্ভের বিধি আছে। তন্মধ্যে কুলাচার অনুযায়ী যাঁহাদের যেদিন কল্পারম্ভের বিধি আছে তাঁহারা সেইদিনই কল্পারম্ভ করিবেন।

প্রয়োগ—প্রাতে স্নানান্তে নিত্যক্রিয়া সমাপন পূর্বক যজমান শুদ্ধাসনে পূর্বাস্যে বা উত্তরাস্যে বসিয়া কুশাঙ্গুরীয় ধারণ পূর্বক আচমন করিবেন।

আচমন—''গোকর্ণাকৃতি হস্তেন মাষমগ্ন জলং পিবেৎ। তন্ন্যূনমধিকং বাপি পিবেচ্চেদ্রুধিরন্তু তৎ॥'' অর্থাৎ দক্ষিণ হস্তের করতল গরুর কর্ণের মত করিয়া একটি মাষকলাই ডুবিতে পারে এই পরিমাণ জল তিনবার লইয়া তিনবার মন্ত্র পাঠ পূর্বক পান করিবেন। তাহার অধিক বা অল্প জল পান করিলে শোণিত পানের ফল হয়। মন্ত্র, যথা—''ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ, বিষ্ণুঃ।'' অনন্তর বিষ্ণুস্মরণ করিবেন।

বিষ্ণুস্মরণ—''ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং, সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্॥ ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ॥'' অতঃপর গন্ধাদির অর্চনা করিবেন।

যজমান ব্রাহ্মণ না হইলে—''নমো বিষ্ণুঃ, নমো বিষ্ণুঃ, নমো বিষ্ণুঃ, মন্ত্রে আচমন পূর্বক, করযোড়ে পাঠ করিবেন, যথা—''নমঃ অপবিত্র, পবিত্রো বা সর্বাবস্থাং গতো হৃপি বা। যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ॥'' ''নমঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ॥''

গন্ধাদির অর্চনা—''বং এতেভ্যো গন্ধাদি পঞ্চকেভ্যো নমঃ'' মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া তিনবার কুশোদক দ্বারা গন্ধপুষ্পাদি অভ্যুক্ষণ করিবেন। অতঃপর গন্ধপুষ্প লইয়া—''এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ (নমো) শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।'' ''এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানেভ্যো পূজনীয় দেবদেবীভ্যোঃ নমঃ॥'' অনন্তর গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন। যথা—''এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ (নমো) গণেশায় নমঃ। এইক্রমে—শ্রীগুরবে নমঃ। শ্রীবিষ্ণবে নারায়ণায় নমঃ। সর্বেভ্যো

দেবদেবীভ্যো নমঃ। ব্রহ্মণে নমঃ। ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ॥'' অতঃপর স্বস্তিবাচন করিবেন।

স্বস্তিবাচন—তাম্রাদিপাত্রে অথবা কুশীতে আতপ তণ্ডুল লইয়া দক্ষিণ হস্তে রাখিয়া বাম হস্তে আচ্ছাদিত করিয়া—''ওঁ কর্তব্যেঽস্মিন্ বার্ষিকশরৎকালীন দুর্গামহাপূজাকর্ম্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু। ওঁ পুণ্যাহং, ওঁ পুণ্যাহং, ওঁ পুণ্যাহং॥ ওঁ কর্তব্যেঽস্মিন্ বার্ষিকশরৎকালীন দুর্গামহাপূজাকর্মণি, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু। ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি॥ ওঁ কর্তব্যেঽস্মিন্ বার্ষিকশরৎকালীন দুর্গামহাপূজাকর্মণি, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু। ওঁ ঋধ্যতাম্, ওঁ ঋধ্যতাম্, ওঁ ঋধ্যতাম্॥'' অতঃপর নিম্নলিখিত স্বস্তিসূক্ত পাঠ পূর্বক ঘণ্টাবাদ্য সহকারে আতপ তণ্ডুল বিকিরণ করিবেন।

স্বস্তিসূক্ত (সামবেদীয়)—''ওঁ সোমং রাজানং বরুণ-মগ্নিমন্বার ভামহে। আদিত্যং বিষ্ণুং সূর্য্যং ব্রহ্মাণঞ্চ বৃহস্পতিম্॥ ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি॥''

যজুর্বেদীয়—''ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ। স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দ্দধাতু॥ ওঁ গণানান্ত্বা গণপতিগুঁ হবামহে। ওঁ প্রিয়াণান্ত্বা প্রিয়পতিগুঁ হবামহে, ওঁ নিধীনান্ত্বা নিধিপতিগুঁ হবামহে বসো মম॥ ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি॥''

ঋগ্বেদীয়—''ওঁ স্বস্তি নো মিমীতামশ্বিনা ভগঃ স্বস্তি দেব্যদিতিরণর্বণঃ। স্বস্তি পূষা অসুরো দধাতু নঃ॥ স্বস্তি দ্যাবা পৃথিবী সুচেতুনা। স্বস্তয়ে বায়ুমুপ ব্রুবামহৈ, সোমং স্বস্তি ভুবনস্য যস্পতিঃ॥ বৃহস্পতি সর্বগণং স্বস্তয়ে স্বস্তয়। আদিত্যাসো ভবন্তু নঃ॥ বিশ্বে দেবা নো অদ্যা স্বস্তয়ে। বৈশ্বানরো বায়ুরগ্নিঃ স্বস্তয়ে॥ দেবা অবন্তৃভবঃ স্বস্তয়ে, স্বস্তি নো রুদ্রঃ পাত্বং হসঃ। স্বস্তি মিত্রাবরুণা, স্বস্তি পথ্যে রেবতী। স্বস্তি ন ইন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ। স্বস্তি নো অদিতে কৃধি॥ স্বস্তি পন্থা-মনু চরেম॥ সূর্য্যাচন্দ্র মসাবিব। পুনর্দ্দদতাঘ্নতা জানতা সঙ্গমেমহি। স্বস্ত্যয়নং তার্ক্ষ্যমরিষ্টনেমিং, মহদ্ভুতং বায়সং দেবতানাম্॥ অসুরঘ্নমিন্দ্রসখং সমৎসু বৃহদ যশো নাবমিবারুহেম। অংহোমুচমাঙ্গিরসং গয়ঞ্চ স্বস্ত্যাত্রেয়ং মনসা চ তার্ক্ষ্যং॥ প্রযতপাণিঃ শরণং প্রপদ্যে। স্বস্তি সম্বাধেম্বভয়ং নো অস্তু। ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ

স্বস্তি॥'' অতঃপর করযোড়ে সাক্ষ্যমন্ত্র পাঠ করিবেন। (ইহা সর্ববেদীর পাঠ্য)।

সাক্ষ্যমন্ত্র—''**ওঁ সূর্য্যঃ** সোমো যমঃ কালঃ সন্ধ্যে ভূতান্যহঃ ক্ষপা। পবনো দিক্‌পতির্ভূমিরাকাশং খচরামরা। ব্রাহ্মং শাসনমাস্থায় **কল্পধ্বমিহ সন্নিধিম্**॥'' **অতঃপর সূর্য্যার্ঘ্য দিবেন। শেষে পুনরায় বিষ্ণুস্মরণ করিবেন।**

সূর্য্যার্ঘ্য—তাম্রপাত্রে রক্তচন্দন, জবাপুষ্প বা রক্তবর্ণ পুষ্প, আতপ তণ্ডুল, দূর্বা, কুশত্রিপত্র লইয়া মন্ত্র পাঠান্তে কপালে ঠেকাইয়া সূর্য্যোদ্দেশে তাম্রটাটে দিবেন। মন্ত্র, যথা—

(সাম)—''ওঁ বিবস্বতে ব্রহ্মণ্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে। সূচয়ে সবিত্রে জগৎ সবিত্রে কর্মদায়িণে॥ ইদমর্ঘ্যং ওঁ হ্রীং হ্রীং ভগবতে শ্রীসূর্য্যায়॥'' **(যজুঃ ও ঋক্)**—''ওঁ এহি সূর্য্যঃ সহস্রাংশো তেজরাশে জগৎপতে। অনুকম্পয় মাং ভক্তং গৃহাণার্ঘ্যং দিবাকরম্॥ এষোঽর্ঘ্যং ওঁ হ্রীং হ্রীং ভগবতে শ্রীসূর্য্যায় নমঃ॥''

''**ওঁ তদ্বিষ্ণো পরমং পদং** সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্॥ ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ॥'' (শূদ্রপক্ষে—যজুর্বেদীয় মন্ত্রে সূর্য্যার্ঘ্য দিবেন এবং ''ওঁ বিষ্ণুঃ স্থলে ''নমো বিষ্ণুঃ'' বলিবেন। অতঃপর সঙ্কল্প করিবেন।

সঙ্কল্প—উত্তরাস্যে দক্ষিণজানু পাতিত করিয়া বীরাসনে বসিয়া তাম্রপাত্রে অর্থাৎ কোশা বা কুশীতে জল, তিল, হরীতকী, কুশত্রিপত্র, আতপ তণ্ডুল ও পুষ্পাদি লইয়া বামহস্তে রাখিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া সঙ্কল্প মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—(কৃষ্ণানবম্যাদিকল্পে) বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ অদ্য আশ্বিনে মাসি কৃষ্ণেপক্ষে নবম্যাং তিথাবারভ্য মহানবমীং যাবৎ প্রত্যহম্ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা সর্বাপচ্ছান্তি পূর্বক দীর্ঘায়ুষ্ট্বসর্বপাপপ্রণাশন পরমৈশ্বর্য্যাতুলধনধান্যপুত্রপৌত্রাদ্যনবচ্ছিন্নসন্ততিমিত্র বর্দ্ধনশত্রুক্ষয়োত্তররাজসম্মানাদ্যভীষ্টসিদ্ধর্থ্যমমুত্র দেবীলোক প্রাপ্তয়ে চ (শ্রীভগবদ্দুর্গাপ্রীতি কামো বা) বার্ষিক শরৎকালীন দেবীপুরাণোক্তবিধিনা শ্রীভগবদ্দুর্গা পূজা কর্মাহং করিষ্যে। (পরার্থে—''অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুক দেবশর্মণঃ দাসঃ বা বলিবেন এবং

''করিষ্যে'' স্থলে ''করিষ্যামি'' বলিবেন) সঙ্কল্প বাক্য পাঠান্তে ঈশান কোণে কিঞ্চিৎ সঙ্কল্প জল ফেলিয়া পাত্রটি তাম্রটাটে উপুড় করিয়া দিয়া তদুপরি তণ্ডুল ও পুষ্পাদি বিকিরণ করিতে করিতে স্ববেদোক্ত সঙ্কল্পসূক্ত পাঠ করিবেন। এইরূপ (প্রতিপদাদি কল্পে) ''শুক্লেপক্ষে প্রতিপদি তিথাবারভ্য'' ॥ (ষষ্ঠ্যাদিকল্পে) ''শুক্লেপক্ষে ষষ্ঠ্যাং তিথাবারভ্য ॥'' (সপ্তম্যাদিকল্পে) ''শুক্লেপক্ষে সপ্তম্যান্তিথাবারভ্য ॥'' (কেবল মহাষ্টমী কল্পে) ''শুক্লেপক্ষে মহাষ্টম্যান্তিথৌ ॥'' (কেবল মহানবমী কল্পে) ''শুক্লেপক্ষে মহানবম্যাং তিথৌ ॥'' বলিবেন।

সঙ্কল্পসূক্ত (সাম) ''ওঁ দেবো বো দ্রবিণোদাঃ পূর্ণাং বিবষ্ট্যাসিচম্। উদ্বা সিঞ্চধ্ব-মূপ বা পৃণধ্ব মাদিদ্বো দেব ওহতে॥''

(যজু) ''ওঁ যজ্জাগ্রতো দূর-মুদৈতি দৈবং, তদু সুপ্তস্য তথৈবৈতি। দূরঙ্গমং জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকং, তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্প মস্তু॥''

(ঋক্) ''ওঁ যাগুঙ্গূর্যা সিনীবালী যা রাকা যা সরস্বতী। ইন্দ্রাণীমহ্ব উতয়ে, বরুণানীং স্বস্তয়ে॥''

অনন্তর তাম্রটাটে পুষ্প দিয়া বলিবেন—''ওঁ সঙ্কল্পিতে হস্মিন্ কর্মণি সিদ্ধিরস্তু'' ''ওঁ অস্তু'' (প্রতিবচন) ''ওঁ অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু।'' ''ওঁ ভবতু'' (প্রতিবচন)। অতঃপর বরণ কার্য্য করিবেন।

বরণ—যজমান স্বয়ং পূজা করিতে অসমর্থ বা অনধিকারী হইলে পূজক, তন্ত্রধারকাদি বরণ করিবেন। যজমান পূর্বাস্যে এবং পূজকাদি উত্তরাস্যে বসিয়া যজমান করযোড়ে বলিবেন—''ওঁ সাধু ভবানাস্তাম্।'' পূজক—''ওঁ সাধ্বহমাসে।'' যজমান ''ওঁ অর্চয়িষ্যামো ভবন্তম্।'' পূজক বলিবেন—''ওঁ অর্চয়।'' অতঃপর যজমান গন্ধপুষ্প বস্ত্রাঙ্গুরীয় ও যজ্ঞোপবীত লইয়া বলিবেন—''এতানি গন্ধপুষ্প বস্ত্রাঙ্গুরীয়ক যজ্ঞোপবীতানি ওঁ পূজক ব্রাহ্মণায় নমঃ।'' মন্ত্র পাঠ পূর্বক পূজককে দান করিবেন। পূজক—''ওঁ স্বস্তি'' বলিয়া গ্রহণ করিবেন। অতঃপর যজমান কিঞ্চিৎ আতপ তণ্ডুল লইয়া পূজকের দক্ষিণ জানু ধারণ পূর্বক বলিবেন—''বিষ্ণুরোম্ (শূদ্রপক্ষে—বিষ্ণুর্নমো হৃদ্য) আশ্বিনে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা (শূদ্রপক্ষে—শ্রীঅমুক দাস)

মৎসঙ্কল্পিত বার্ষিক শরৎকালীন দেবীপুরাণোক্ত -বিধিনা সপরিবার শ্রীভগবদ্দুর্গামহাপূজা কর্মণি পূজক- কর্মকরণায় অমুক গোত্রং শ্রীঅমুক দেবশর্মাণং গন্ধাদিভিরভ্যর্চ্চ ভবন্তমহং বৃণে। পূজক বলিবেন—''ওঁ বৃতো হস্মি।'' যজমান বলিবে—''ওঁ যথাবিহিত পূজককর্ম কুরু।'' পূজক বলিবেন—''ওঁ যথাজ্ঞানং করবাণি।''

এইরূপে তন্ত্রধারকেরও বরণ করিবেন, সমস্তই একই প্রকার। শুধুমাত্র ''অমুকগোত্রং শ্রীঅমুক দেবশর্মাণং তন্ত্রধারককর্মকরণায় ভবন্তমহং বৃণে'' বলিবেন। চণ্ডী পাঠকের বরণও এই প্রকার, বিশেষ হইল অমুকগোত্রং শ্রীঅমুক দেবশর্মাণং দেবীমাহাত্ম্য পাঠ কর্মণায় ভবন্তমহং বৃণে বলিবেন।

চণ্ডীপাঠ সঙ্কল্প—চণ্ডীপাঠক স্বয়ং আচমন ও বিষ্ণুস্মরণাদি সমাপণ পূর্বক সঙ্কল্প করিবেন। যথা—(কৃষ্ণানবম্যাদি কল্পে) বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য আশ্বিনে মাসি কৃষ্ণেপক্ষে নবম্যাং তিথাবারভ্য মহানবমীং যাবৎ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা (পরার্থে—অমুক গোত্রস্য শ্রীঅমুক দেবশর্মণঃ দাসো বা) মৎসঙ্কল্পিত বার্ষিকশরৎকালীন দুর্গামহাপূজায়াং সর্ববিঘ্নোপশমনপূর্বকম্ অতুলধনধান্যসুতান্বিতত্ত্বকামঃ (শ্রীভগবদ্দুর্গা প্রীতিকামো বা) শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নাভিধান মহর্ষি বেদব্যাস প্রোক্ত জয়াখ্য মার্কণ্ডেয়পুরাণান্তর্গত— ''সাবর্ণিঃ সূর্য্যতনয়ঃ'' ইত্যারভ্যঃ ''সাবর্ণির্ভবিতা মনুঃ'' ইত্যন্ত দেবীমাহাত্ম্যস্য পঞ্চদশকৃত্বঃ পাঠ কর্মাহং করিষ্যে।'' (পরার্থে—করিষ্যামি।) (প্রতিপদাদিকল্পে) পঞ্চদশকৃত্বঃ স্থলে ''নবকৃতঃ'' (ষষ্ঠ্যাদিকল্পে, সপ্তম্যাদি কল্পে) '' চতুঃকৃত্বঃ'' ও ''ত্রিঃ কৃত্বঃ'' (মহাষ্টমী, কেবল মহাষ্টমী, কেবল মহানবমী কল্পে) ''সকৃৎ'' বলিবেন। অতঃপর চণ্ডীর পূজা পূর্বক প্রত্যহ চণ্ডীপাঠ করিবেন। পরে পঞ্চগব্য শোধন করিবেন।

পঞ্চগব্য শোধন ঃ (সাম)—গোমূত্র—গায়ত্রী। গোময়—''ওঁ গাবশ্চিদ্ ঘা সমন্যবঃ সজাত্যেন মরুতঃ সবন্ধবঃ। রিহতে ককুভো মিথঃ॥ **দুগ্ধ**—ওঁ গব্যো ষু ণো যথা পুরাশ্বয়োত রথয়া। রবিবস্যা মহোনাম্॥ দধি—''ওঁ দধিক্রাব্ণো অকারিষং, জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ। সুরভি নো মুখা করৎ। **প্র ণ** আয়ুংসি তারিষৎ॥ ঘৃত—''ওঁ ঘৃতবতী ভুবনানামভিশ্রিয়োর্বী পৃথ্বী মধুদুঘে সুপেশসা। দ্যাবাপৃথিবী বরুণস্য ধর্মণা, বিষ্কভিতে অজরে ভুরিরেতসা॥ **কুশোদক**—ওঁ

দেবস্য ত্বা সবিতু প্রসবে হশ্বিনো র্বাহুভ্যাং পুষ্ণো হস্তাভ্যাং গৃহ্নামি ॥'' অতঃপর গায়ত্রী পাঠান্তে একীকরণ করিবেন।

(যজুঃ) গোমূত্র—গায়ত্রী। গোময়—ওঁ গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্টাং করিষিণীম্। ঈশ্বরীং সর্বভূতানাং ত্বামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ম্ ॥ দুগ্ধ—ওঁ আ প্যায়স্ব সমেতু তে বিশ্বতঃ সোম বৃষ্ণ্যম্। ভবা বাজস্য সঙ্গথে ॥ দধি—ওঁ দধিক্রাব্ণো অকারিষং জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ। সুরভি নো মুখা করৎ, প্র ণ আয়ুংষি তারিষৎ ॥ ঘৃত—ওঁ তেজো হসি শুক্রমস্যমৃতমসি ধাম নামাসি। প্রিয়ং দেবানামনাধৃষ্টং দেবযজনমসি ॥ কুশোদক— ওঁ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবে হশ্বিনোর্বাহুভ্যাং পুষ্ণো হস্তাভ্যামাদদে ॥ অতঃপর গায়ত্রীপাঠ পূর্বক একীকরণ করিবেন।

(ঋক) গোমূত্র-গায়ত্রী। গোময়—ওঁ গাবশ্চিদ্ গা সমন্যবঃ সজাত্যেন মরুতঃ সবন্ধবঃ। রিহতে ককুভো মিথঃ ॥ দুগ্ধ—ওঁ আপো অদ্যান্বচারিষং, রসেন সমগস্মহি। পয়স্বানগ্ন আগহি, তং মা সংসৃজ বর্চসা ॥ দধি—ওঁ উদ্‌ব্যুধ্বধ্যং সমনসঃ সখায়, সমগ্নিমিন্ধং বহবঃ সনীড়াঃ। দধিক্রামগ্নিমুষসঞ্চ দেবী-মিন্দ্রাবতো হবসে নিহ্বয়ে বঃ ॥ ঘৃত—ওঁ অগ্নিরশ্মি জন্মনা জাতবেদা, ঘৃতং মে চক্ষুরমৃতং ম আসন্। অর্কস্ত্রিধাতু রজসো-বিমানো হজস্রো ঘর্মো হবিরস্মিনাম্ ॥ কুশোদক—ওঁ যোগে যোগে তবস্তরং, বাজে বাজে হবামহে। সখায় ইন্দ্রমুতয়ে আয়ুষে প্রজায়ৈ ॥'' অতঃপর গায়ত্রী পাঠান্তে একীকরণ করিয়া পূজাস্থানাদি শোধন করতঃ সামান্যার্ঘ্য স্থাপন করিবেন।

অঙ্কুশমুদ্রা

ধেনুমুদ্রা

সামান্যার্ঘ্য স্থাপন—সম্মুখের ভূমিতে একটি নিম্নমুখ ত্রিকোণ মণ্ডল তদুপরি বৃত্ত, তদুপরি চতুষ্কোণ মণ্ডল জল দ্বারা আঁকিয়া তদুপরি পূজা করিবেন। যথা—''এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ।'' এইক্রমে—''ওঁ কূর্মায় নমঃ, ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ।'' তৎপরে ''ফট্'' মন্ত্রে কোশা প্রক্ষালন পূর্বক মণ্ডলে স্থাপন করিয়া ''নমঃ'' মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক কোশা জলপূর্ণ করিবেন। অতঃপর অঙ্কুশ মুদ্রা দ্বারা সূর্য্যমণ্ডল হইতে কোশার জলে তীর্থাবাহন করিবেন। মন্ত্র, যথা—''ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরী সরস্বতি। নর্মদে সিন্ধু কাবেরি জলে হস্মিন্ সন্নিধিং কুরু ॥'' তদনন্তর কোশার উপর গন্ধপুষ্প-বিল্বপত্র ও দূর্বার দ্বারা অর্ঘ্য সাজাইয়া ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন পূর্বক মৎস্যমুদ্রা দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া ''ওঁ'' মন্ত্র উহাতে আটবার জপ করিবেন। অতঃপর দ্বারদেবতাগণকে আবাহন পূর্বক পূজা করিবেন।

দ্বারপূজা—''ফট্'' মন্ত্রে সামান্যার্ঘ্যের জল দ্বারা দ্বারদেশ অভ্যুক্ষণ করতঃ আবাহন্যাদি পঞ্চমুদ্রাদ্বারা দ্বারদেবতাগণের আবাহন করিবেন। মন্ত্র, যথা—''ওঁ দ্বারদেবতাঃ ইহাগচ্ছত, ইহাগচ্ছত, ইহতিষ্ঠত, ইহতিষ্ঠত ইহসন্নিধত্ত, ইহসন্নিরুধ্যধ্বম, অত্রাধিষ্ঠানং কুরুতঃ, মম পূজাং গৃহ্নীত।'' তৎপরে গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন। যথা—''এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গণেশায় নমঃ।'' এইরূপে—''ওঁ মহালক্ষ্মৈ নমঃ, ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ, ওঁ বিঘ্নায় নমঃ, ওঁ গঙ্গায়ৈ নমঃ, ওঁ যমুনায়ৈ নমঃ, ওঁ ক্ষেত্রপালায় নমঃ, ওঁ অস্ত্রায় নমঃ। ''অশক্তপক্ষে—''ওঁ দ্বারদেবতাভ্যো নমঃ।'' মন্ত্রে একত্রে পূজা করিবেন। অতঃপর বিঘ্নাপসারণ করিবেন।

বিঘ্নাপসারণ—''ঐং হ্রীং শ্রীং (অথবা—''হ্রীং'') মূলমন্ত্রে দিব্যদৃষ্টি দ্বারা দিব্যবিঘ্ন এবং ''অস্ত্রায় ফট্'' মন্ত্র দ্বারা কুশোদক দিয়া অন্তরীক্ষের বিঘ্ন এবং বামপদের গোড়ালী দ্বারা ভূমিতে তিনবার আঘাত করতঃ ভৌমবিঘ্ন অপসারণ করিয়া মাষভক্ত বলি দিবেন।

মৎস্য মুদ্রা

মাষভক্ত বলি—নিজের বামভাগে নিম্নমুখ ত্রিকোণ মণ্ডল জলদ্বারা অঙ্কন পূর্বক আবাহন্যাদি পঞ্চমুদ্রা দ্বারা ভূতগণের আবাহন করিবেন। যথা—"ওঁ

আবাহনী মুদ্রা

স্থাপনী মুদ্রা

সন্নিধাপনী মুদ্রা

সম্মুখীকরণী মুদ্রা

সন্নিরোধনী মুদ্রা

ভূতাদয়ঃ ইহাগচ্ছত , ইহাগচ্ছত, ইহতিষ্ঠত, ইহতিষ্ঠত, ইহসন্নিধত্ত, ইহসন্নিরুধ্যধবম্, অত্রাধিষ্ঠানং কুরুতঃ, মম পূজাং গহ্নীত।" অনন্তর নব মৃৎপাত্র, কদলীপত্র

বা বিল্বপত্রে মাষকলাই, দধি, আতপ তণ্ডুল এবং ঘৃতাদি মিশাইয়া সাজাইয়া "বং এতস্মৈ মাষভক্তবলয়ে নমঃ।" তিনবার বলিয়া তিনবার কুশোদকে অভ্যুক্ষণ করতঃ "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতস্মৈ মাষভক্ত বলয়ে নমঃ" "এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ।" "এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানেভ্য ওঁ ভূতাদিভ্যো নমঃ।" মন্ত্রে অর্চনা পূর্বক "এষ মাষভক্তবলিঃ ওঁ ভূতাদিভ্যো নমঃ।" মন্ত্রে কুশোদক দ্বারা উৎসর্গ করিয়া করযোড়ে মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—"ওঁ ভূতাঃ প্রেতাঃ পিশাচাশ্চ যে বসন্ত্যত্র ভূতলে। তে গৃহ্নন্তু ময়া দত্তো বলিরেষঃ প্রসাধিতঃ॥ পূজিতা গন্ধপুষ্পাদ্যৈর্বলিভিস্তর্পিতাস্তথা। দেশাদস্মাদ্বিনিঃসৃত্য পূজাং পশ্যন্তু মৎকৃতাম্॥" অতঃপর "ওঁ ভূতাদয়ঃ ক্ষমধবম্।" মন্ত্রে এক গণ্ডুষ জল দিয়া, শ্বেত সর্ষপ অথবা আতপ তণ্ডুলাদি লইয়া "ফট্" মন্ত্রে সাতবার অভিমন্ত্রিত করিয়া মন্ত্র পাঠ পূর্বক চারিদিকে বিকিরণ করিবেন। যথা—"ওঁ অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা ভূবি সংস্থিতাঃ॥ ভূতানামবিরোধেন দুর্গাপূজাং করোম্যহম্॥ ওঁ বেতালাশ্চ পিশাচাশ্চ রাক্ষসাশ্চ সরীসৃপাঃ। অপসর্পন্তু তে সর্বে চণ্ডিকাস্ত্রেণ তাড়িতাঃ॥" অনন্তর আসনশুদ্ধি করিবেন।

নারাচ মুদ্রা

আসনশুদ্ধি—আসনের নিম্নে নিম্নমুখ ত্রিকোণ মণ্ডল জল দ্বারা আঁকিয়া তদুপরি গন্ধপুষ্পদ্বারা পূজা করিবেন। যথা—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীং আধারশক্তয়ে কমলাসনায় নমঃ।" তৎপরে আসন ধরিয়া মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—"ওঁ আসনমন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠঋষিঃ সুতলং ছন্দঃ কূর্মো দেবতা আসনোপবেশনে বিনিয়োগঃ। ওঁ পৃথ্বি ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবি ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা। ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরুচাসনম্॥" অনন্তর গুরুপঙক্তি প্রণাম করিবেন।

গুরুপঙক্তি প্রণাম—(বামে) ''ওঁ গুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরমগুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরাপর গুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরমেষ্ঠী গুরুভ্যো নমঃ। (দক্ষিণে) ওঁ গণেশায় নমঃ। (সম্মুখে) ওঁ শ্রীভগবদ্দুর্গায়ৈ নমঃ॥'' অতঃপর দিগ্বন্ধন করিবেন।

দিগ্বন্ধন—''ফট্'' মন্ত্রে একটি সচন্দন পুষ্প দুই করতলে পেষণ পূর্বক আঘ্রাণ করিয়া ঈশান কোণে ফেলিয়া সামান্যার্ঘ্য জলে হস্ত প্রক্ষালন পূর্বক বাম করতলে দক্ষিণ হস্তের তর্জনী ও মধ্যমা দ্বারা তিনটি তালি দিবেন এবং ছোটিকা (তুড়ি) দ্বারা ''ওঁ ফট্'' মন্ত্রে দশদিক বন্ধন করিবেন। অনন্তর পুষ্পশুদ্ধি করিবেন।

পুষ্পশুদ্ধি—পুষ্পপাত্রে নারাচমুদ্রা প্রদর্শন করিয়া—''হ্রীং হুং ফট্'' মন্ত্রে পুষ্পাদি অবলোকন পূর্বক পুষ্পস্পর্শ করতঃ পাঠ করিবেন। যথা—''ওঁ পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে সুপুষ্পে পুষ্পসম্ভবে। পুষ্পচয়াবকীর্ণে চ হুং ফট্ স্বাহা॥'' অতঃপর ভূতশুদ্ধি করিবেন।

ভূতশুদ্ধি—''রং'' ইতি জলধারয়া আত্মানং বেষ্টয়িত্বা, বহ্নিপ্রাকারং বিচিন্ত্য, স্বাঙ্কে উত্তানৌ করৌ কৃত্বা, ''হংসঃ'' ইতি মন্ত্রেণ হৃদয়স্থং জীবাত্মানং দীপ কলিকাকারং মূলাধারস্থিত-কুলকুণ্ডলিন্যাসহ সুষুম্না বর্ত্মনা মূলাধার-স্বাধিষ্ঠানমণিপুরকানাহত বিশুদ্ধাজ্ঞাখ্য-ষট্চক্রাণি ভিত্বা শিরোঽবস্থিতাধোমুখসহস্রদল-কমল-কর্ণিকান্তর্গত পরমাত্মনি সংযোজ্য, তত্রৈব পৃথিব্যপ্তেজোবায্বাকাশ-গন্ধ-রস-রূপ-স্পর্শ-শব্দ, নাসিকা-জিহ্বা-চক্ষু-ত্বক্-শোত্র, বাক্-পাণি-পাদ-পায়ুপস্থ প্রকৃতিমনোবুদ্ধ্যাহঙ্কাররূপ চতুর্বিংশতিতত্বানি লীনানি বিভাব্য, (দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠেন) দক্ষিণনাসাপুটং ধৃত্বা, ''যং'' ইতি বায়ুবীজং ধূম্রবর্ণং বামনাসাপুটে বিচিন্ত্য, তস্য (যং বীজস্য) ষোড়শবার জপেন বায়ুনা দেহমাপূর্য্য (কনিষ্ঠানামিকাভ্যাং) বামনাসাপুটমপিধৃত্বা, তস্য (যং বীজস্য) চতুঃষষ্টিবারজপেন কুম্ভকং কৃত্বা, বামকুক্ষিস্থ কৃষ্ণবর্ণ পাপপুরুষেণ সহ দেহং সংশোধ্য দক্ষিণ নাসাপুটং ত্যক্ত্বা তস্য (যং বীজস্য) দ্বাত্রিংশদ্বারজপেন দক্ষিণনাসয়া বায়ুং রেচয়েৎ। ততো দক্ষিণনাসাপুটে ''রং'' ইতি বহ্নিবীজং রক্তবর্ণং ধ্যাত্বা, তস্য, (রং বীজস্য) চতুঃষষ্টিবার জপেন কুম্ভকং কৃত্বা, পাপপুরুষেণ সহ দেহং দগ্ধা বামনাসাপুটং ত্যক্ত্বা তস্য (রং বীজস্য) দ্বাত্রিংশদ্বার জপেন বামনাসয়া ভস্মনা সহ বায়ুং রেচয়েৎ। ততঃ ''ঠং'' ইতি চন্দ্রবীজং শুক্লবর্ণং বামনাসাপুটে ধ্যাত্বা, তস্য (ঠং বীজস্য) ষোড়শবার জপেন ললাটে চন্দ্রং নীত্বা, বামনাসাপুটং ধৃত্বা, ''বং'' ইতি বরুণবীজস্য চতুঃষষ্টিবার জপেন কুম্ভকং কৃত্বা, তস্মাৎ ললাটচন্দ্রাদ্গলিতসুধয়া মাতৃকাবর্ণাত্মিকয়া সমস্তদেহং বিরচর্য্য, দক্ষিণ নাসাপুটাং ত্যক্ত্বা ''লং'' ইতি পৃথ্বিবীজস্য দ্বাত্রিংশদ্বারজপেন দেহং সুদৃঢ়ং বিচিন্ত্য, দক্ষিণ নাসয়া বায়ুং রেচয়েৎ ততঃ ''সোঽহং'' ইতি মন্ত্রেণ জীবাত্মানং স্বহৃদয়ম্ আনীয়, কুলকুণ্ডলিন্যাং পৃথিব্যাদিনি চ যথাস্থানে স্থাপয়েৎ॥ অসামর্থে সংক্ষিপ্ত ভূতশুদ্ধি করিবেন।

সংক্ষেপ ভূতশুদ্ধি—''রং'' মন্ত্রে আপনার চতুর্দিকে জলধারা দিয়া নিজেকে বহ্নিপ্রাচীর বেষ্টিত কল্পনা করিবেন। অতঃপর দুই নাসাপুট রুদ্ধ করিয়া পাঠ করিবেন। যথা—''ওঁ মূলশৃঙ্গাটাচ্ছিরঃ সুষুম্নাপথেন জীবশিবং পরম শিবপদে যোজয়ামি স্বাহা॥১॥ ওঁ যং লিঙ্গশরীরং শোষয় শোষয় স্বাহা॥২॥ ওঁ রং সঙ্কোচশরীরং দহ দহ স্বাহা॥ ৩॥ ওঁ পরমশিব সুষুম্নাপথেন মূলশৃঙ্গাট মুল্লসোল্লস জ্বল জ্বল প্রজ্বল প্রজ্বল হংসঃ সোঽহং স্বাহা॥ ৪॥'' অনন্তর ন্যাসাদি করিবেন।

মাতৃকান্যাস—''অস্য মাতৃকামন্ত্রস্য ব্রহ্মাঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো, মাতৃকাসরস্বতী দেবতা, হলো বীজানি, স্বরাঃ শক্তয়ো লিপিন্যাসে বিনিয়োগঃ—(শিরসি) ওঁ ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ, (মুখে) ওঁ গায়ত্রী ছন্দসে নমঃ, (হৃদি) ওঁ মাতৃকাসরস্বত্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ, (গুহ্যে) ওঁ হলভ্যো বীজেভ্যো নমঃ, (পাদয়ো) ওঁ স্বরেভ্যঃ শক্তিভ্যো নমঃ, (সর্বাঙ্গে) ওঁ অব্যক্তায় কীলকায় নমঃ॥''

করন্যাস—''অং কং খং গং ঘং ঙং আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং তর্জনীভ্যাং স্বাহা। উং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং মধ্যমাভ্যাং বষট্। এং তং থং দং ধং নং ঐং অনামিকাভ্যাং হুং। ওং পং ফং বং ভং মং ঔং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট। অং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং অং অঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যামস্ত্রায় ফট্।''

অঙ্গন্যাস—"অং কং খং গং ঘং ঙং আং হৃদয়ায় নমঃ। ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং শিরসে স্বাহা। উং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং শিখায়ৈ বষট্। এং তং থং দং ধং নং ঐং কবচায় হুং। ওং পং ফং বং ভং মং ঔং নেত্রত্রয়ায় বৌষট। অং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং অং অঃ অস্ত্রায় ফট॥"

অন্তর্মাতৃকান্যাস—ওঁ আধারে লিঙ্গ-নাভৌ হৃদয়সরসিজে তালুমূলে ললাটে। দ্বিপত্রে ষোড়শারে দ্বিদশ দশদলে দ্বাদশার্দ্ধে চতুষ্কে। বাসান্তে বালমধ্যে ড-ফ ক-ঠ-সহিতে কণ্ঠদেশে স্বরানাং, হং ক্ষং, তত্ত্বার্থযুক্তং সকলদলগতং বর্ণরূপং নমামি॥ অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৠং ৯ং ৡং এং ঐং ওং ঔং অং অঃ (ইতি কণ্ঠে)। কং খং গং ঘং ঙং চং ছং জং ঝং ঞং টং ঠং নমঃ (ইতি কণ্ঠে) ডং ঢং ণং তং থং দং ধং নং পং ফং (ইতি নাভৌ)। বং ভং মং যং রং লং নমঃ (ইতি লিঙ্গ মূলে)। বং শং ষং সং নমঃ (ইতি মূলাধারে)। হং ক্ষং (ইতি ভ্রূমধ্যে)।"

বাহ্যমাতৃকান্যাস—"ওঁ পঞ্চাশল্লিপিভির্বিভক্ত মুখদোঃ-পন্মধ্যবক্ষঃস্থলাং, ভাস্বন্মৌলিনিবদ্ধ চন্দ্রশকলামাপীনতুঙ্গস্তনীম্। মুদ্রাক্ষগুণং সুধাঢ্য কলসং বিদ্যাঞ্চ হস্তাম্বুজৈ র্বিভ্রাণাং বিশদপ্রভাং, ত্রিনয়নাং বাগ্‌দেবতামাশ্রয়ে॥"

অং নমঃ (ললাটে), আং নমঃ (মুখবৃত্তে); ইং নমঃ (দক্ষিণনেত্রে), ঈং নমঃ (বামনেত্রে), উং নমঃ (দক্ষিণকর্ণে), ঊং নমঃ (বামকর্ণে), ঋং নমঃ (দক্ষিণ নাসাপুটে), ৠং নমঃ (বামনাসাপুটে), ৯ং নমঃ (দক্ষিণগণ্ডে), ৡং নমঃ (বামগণ্ডে), এং নমঃ (ওষ্ঠে), ঐং নমঃ (অধরে), ওং নমঃ (ঊর্দ্ধদন্তপংক্তৌ), ঔং নমঃ (অধোদন্তপংক্তৌ), অং নমঃ (মস্তকে), অঃ নমঃ (মুখে), কং নমঃ (দক্ষিণবাহুমূলে), খং নমঃ (কূর্পরে), গং নমঃ (মণিবন্ধে), ঘং নমঃ (অঙ্গুলিমূলে), ঙং নমঃ (অঙ্গুল্যগ্রে), চং নমঃ (বামবাহুমূলে), ছং নমঃ (কূর্পরে), জং নমঃ (মণিবন্ধে), ঝং নমঃ (অঙ্গুলিমূলে), ঞং নমঃ (অঙ্গুল্যগ্রে), টং নমঃ (দক্ষিণ পাদমূলে), ঠং নমঃ (জানুনি) ডং নমঃ (গুলফে), ঢং নমঃ (অঙ্গুলিমূলে), ণং নমঃ (অঙ্গুল্যগ্রে), তং নমঃ (বামপাদমূলে), থং নমঃ (জানুনি), দং নমঃ (গুলফে), ধং নমঃ (অঙ্গুলিমূলে), নং নমঃ (অঙ্গুল্যগ্রে), পং নমঃ (দক্ষিণপার্শ্বে), ফং নমঃ (বামপার্শ্বে), বং নম। (পৃষ্ঠে), ভং নমঃ (নাভৌ), মং নমঃ (উদরে), যং নমঃ (হৃদি)

রং নমঃ (দক্ষিণস্কন্ধে), লং নমঃ (ককুদি), বং নমঃ। (বামস্কন্ধে), শং নমঃ (হৃদাদিদক্ষিণকরাগ্রে), ষং নমঃ (হৃদাদিবামকরাগ্রে), সং নমঃ (হৃদাদিদক্ষিণপাদে) হং নমঃ (হৃদাদিবামপাদে), লং নমঃ (হৃদাদিজঠরে) ক্ষং নমঃ (হৃদাদিমুখে)॥"

সংহারমাতৃকান্যাস—"ওঁ অক্ষস্রজং হরিণপোতমুদগ্রটঙ্কং বিদ্যাং করৈরবিরতং দধতীং ত্রিনেত্রাম। অর্দ্ধেন্দুমৌলিমরুণামরবিন্দবাসাং, বর্ণেশ্বরীং প্রণমত স্তনভারনম্রাম্॥" (ইতি ধ্যাত্বা বিলোম-মাতৃকান্যাসং কুর্য্যাৎ)। যথা—

ক্ষং নমঃ (হৃদাদিমুখে), লং নমঃ (হৃদয়াদিজঠরে), হং নমঃ (হৃদয়াদিবামপাদাগ্রে) সং নমঃ (হৃদয়াদিদক্ষিণপাদাগ্রে), ষং নমঃ (হৃদয়াদিবামকরাগ্রে), শং নমঃ (হৃদয়াদি-দক্ষিণকরাগ্রে), বং নমঃ (বামস্কন্ধে), লং নমঃ (ককুদি), রং নমঃ (দক্ষিণস্কন্ধে), যং নমঃ (হৃদি), মং নমঃ (উদরে), ভং নমঃ (নাভৌ), বং নমঃ (পৃষ্ঠে), ফং নমঃ (বামপার্শ্বে), পং নমঃ (দক্ষিণপার্শ্বে), নং নমঃ (বামপাদস্য-অঙ্গুল্যগ্রে), ধং নমঃ (অঙ্গুলিমূলে), দং নমঃ (গুল্‌ফে), থং নমঃ (জানুনি), তং নমঃ (বামোরুমূলে), ণং নমঃ (দক্ষিণপাদস্য-অঙ্গুল্যগ্রে), ঢং নমঃ (অঙ্গুলিমূলে), ডং নমঃ (গুল্‌ফে), ঠং নমঃ (জানুনি), টং নমঃ (দক্ষিণোরুমূলে), ঞং নমঃ (বামবাহোঅঙ্গুল্যগ্রে), ঝং নমঃ (অঙ্গুলিমূলে), জং নমঃ (মণিবন্ধে), ছং নমঃ (কূর্পরে), চং নমঃ (বামবাহুমূলে), ঙং নমঃ (দক্ষিণবাহোঃ-অঙ্গুল্যগ্রে), ঘং নমঃ (অঙ্গুলিমূলে), গং নমঃ (মণিবন্ধে), খং নমঃ (কূর্পরে), কং নমঃ (দক্ষিণবাহুমূলে), অঃ নমঃ (মুখে), অং নমঃ (মস্তকে), ঔং নমঃ (অধোদন্তপংক্তৌ), ওং নমঃ (ঊর্দ্ধদন্তপংক্তৌ) ঐং নমঃ (অধরে), এং নমঃ (ওষ্ঠে), ৡং নমঃ (বামগণ্ডে), ৯ং নমঃ (দক্ষিণগণ্ডে), ৠং নমঃ (বামনাসাপুটে), ঋং নমঃ (দক্ষিণনাসাপুটে), ঊং নমঃ (বামকর্ণে), উং নমঃ (দক্ষিণকর্ণে), ঈং নমঃ (বামনেত্রে), ইং নমঃ (দক্ষিণনেত্রে), আং নমঃ (মুখে), অং নমঃ (ললাটে)॥"

প্রাণায়াম—দক্ষিণ নাসাপুট ধারণ করিয়া "ঐং হ্রীং শ্রীং" অথবা "হ্রীং" মূলমন্ত্র ষোড়শবার জপপূর্বক বায়ুপূরণ অর্থাৎ পূরক করিবেন। অতঃপর উভয় নাসাপুট রুদ্ধ করিয়া উক্ত মূলমন্ত্র চতুঃষষ্টি (৬৪) বার জপ দ্বারা কুম্ভক অর্থাৎ বায়ুরুদ্ধ করিবেন। অতঃপর উক্ত বীজ দ্বাত্রিংশদ্বার (৩২) বার জপদ্বারা

দক্ষিণনাসাপুটে রেচক অর্থাৎ বায়ুত্যাগ করিবেন। এইরূপে দক্ষিণ নাসাপুটে ষোড়শবার (১৬) বার জপ করিতে করিতে বায়ুপূরণ অর্থাৎ পূরক, উভয় নাসাপুট রুদ্ধ করতঃ চতুঃষষ্টিবার (৬৪) বার জপ করিতে করিতে বায়ুরোধ অর্থাৎ কুম্ভক, এবং দ্বাত্রিংশদ্বার (৩২) উক্ত বীজ জপ করিতে করিতে বামনাসাপুট দ্বারা বায়ুত্যাগ অর্থাৎ রেচক করিবেন। পুনরায় বামনাসাপুট দ্বারা ষোড়শবার (১৬) মূলমন্ত্র জপান্তে বায়ুপূরণ অর্থাৎ পূরক। উভয় নাসাপুট ধারণ করিয়া চতুঃষষ্টি (৬৪) বার উক্ত বীজ জপান্তে বায়ুত্যাগ অর্থাৎ রেচক করিবেন। অশক্তপক্ষে একবার করিবেন, এবং ষোড়শবার স্থলে চারিবার, চতুঃষষ্টিবার স্থলে ষোড়শবার, দ্বাত্রিংশদ্বার স্থলে আটবার জপ করিবেন। অতঃপর পীঠন্যাস করিবেন।

পীঠন্যাস—অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা ন্যাস করিবেন। (হৃদয়ে) ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ, ওঁ প্রকৃত্যৈ নমঃ, ওঁ কূর্মায় নমঃ, ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ ওঁ ক্ষীরসমুদ্রায় নমঃ, ওঁ শ্বেতদ্বীপায় নমঃ, ওঁ মণিমণ্ডপায় নমঃ, ওঁ কল্পবৃক্ষায় নমঃ, ওঁ মণিবেদিকায়ৈ নমঃ। ওঁ রত্নসিংহাসনায় নমঃ। (দক্ষিণস্কন্ধে)—ওঁ ধর্মায় নমঃ। (বামস্কন্ধে)—জ্ঞানায় নমঃ। (বামোরু)—ওঁ বৈরাগ্যায় নমঃ। (দক্ষিণোরু)—ওঁ ঐশ্বর্য্যায় নমঃ। (মুখে)—ওঁ অধর্মায় নমঃ। (বামপার্শ্বে)—ওঁ অজ্ঞানায় নমঃ। (নাভৌ)—ওঁ অবৈরাগ্যায় নমঃ, (দক্ষিণপার্শ্বে)—ওঁ অনৈশ্বর্য্যায় নমঃ। (পুনর্হৃদয়ে)—ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ পদ্মায় নমঃ, ওঁ অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ, ওঁ উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ, ওঁ মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ, সং সত্ত্বায় নমঃ, রং রজসে নমঃ, তং তমসে নমঃ, আং আত্মনে নমঃ, অং অন্তরাত্মনে নমঃ, পং পরমাত্মনে নমঃ, হ্রীং জ্ঞানাত্মনে নমঃ। (হৃৎপদ্মে)—আং প্রভায়ৈ নমঃ, ঈং মায়ায়ৈ নমঃ, উং জয়ায়ৈ নমঃ, ঐং বিশুদ্ধায়ৈ নমঃ, ওং নন্দিন্যৈ নমঃ, ঔং সুপ্রভায়ৈ নমঃ, অং বিজয়ায়ৈ নমঃ, অঃ সর্বসিদ্ধিদায়ৈ নমঃ। (মধ্যে)—ওঁ বজ্রনখদংষ্ট্রায়ুধায় মহাসিংহায় হুং ফট্ নমঃ॥"

ঋষ্যাদিন্যাস—"অস্য শ্রীদুর্গামন্ত্রস্য নারদঋষির্গায়ত্রীছন্দঃ শ্রীদুর্গাদেবতাঃ মম সর্বাভীষ্টসিদ্ধ্যর্থং দুর্গাপূজায়াং বিনিয়োগঃ। (শিরসি)—ওঁ নারদঋষয়ে নমঃ। (মুখে) —ওঁ গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ। (হৃদি)—ওঁ দুর্গায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ॥"

করন্যাস—"ওঁ দুর্গে অঙ্গুষ্ঠাভ্যং নমঃ। ওঁ দুর্গে তর্জনীভ্যাং স্বাহা। ওঁ দুর্গায়ৈ মধ্যমাভ্যাং বষট্। ওঁ ভূতরক্ষণি অনামিকাভ্যাং হুং। ওঁ দুর্গে কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। ওঁ দুর্গে করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।"

অঙ্গন্যাস—"ওঁ দুর্গে হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ দুর্গে শিরসি স্বাহা। ওঁ দুর্গায়ৈ শিখায়ৈ বষট্। ওঁ ভূতরক্ষণি কবচায় হুং। ওঁ দুর্গে নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। ওঁ দুর্গে অস্ত্রায় ফট্॥"

ব্যাপকন্যাস—উভয় হস্ত প্রসারিত করিয়া "ঐং হ্রীং শ্রীং" অথবা "হ্রীং" মূলমন্ত্রে সাতবার শিরোদেশ হইতে পাদদেশ পর্যন্ত সর্বাঙ্গে সঞ্চালন পূর্বক ব্যাপকন্যাস করিবেন। অতঃপর যোনিমূদ্রা প্রদর্শন করাইবেন। তৎপর কূর্মমুদ্রায় সচন্দন পুষ্প-বিল্বপত্র লইয়া দেবীর ধ্যান করিবেন।

যোনিমুদ্রা

কূর্মমুদ্রা

ধ্যান—"ওঁ জটাজুট সমাযুক্তামর্দ্ধেন্দুকৃত শেখরাং। লোচনত্রয় সংযুক্তাং পূর্ণেন্দুসদৃশাননাং॥ তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভাং সুপ্রতিষ্ঠাং সুলোচনাং। নবযৌবন সম্পন্নাং সর্বাভরণভূষিতাম্॥ সুচারুদশনাং দেবীং পীনোন্নত পয়োধরাং। ত্রিভঙ্গস্থানসংস্থানাং মহিষাসুরমর্দিনীং॥ মৃণালায়ত সংস্পর্শ দশবাহুসমন্বিতাং। ত্রিশূলং দক্ষিণে ধ্যেয়ং খড়্গাং চক্রং ক্রমাদধঃ॥ তীক্ষ্ণবাণং তথা শক্তি দক্ষিণে সন্নিবেশয়েৎ। খেটকং পূর্ণচাপঞ্চ পাশমঙ্কুশমেব চ॥ ঘণ্টাং বা পরশুং বাপি বামতঃ সন্নিবেশয়েৎ। অধস্তান্মহিষং তদ্বদ্বিশিরস্কং প্রদর্শয়েৎ॥ শিরোশ্ছেদোদ্ভবং তদ্বদ্দানবং খড়্গপাণিনম্। হৃদিশূলেন নির্ভিন্নং নির্যদন্ত্রবিভূষিতং॥ রক্তারক্তিকৃতাঙ্গঞ্চ রক্তবিস্ফুরিতেক্ষণং। বেষ্টিতং নাগপাশেন ভ্রূকুটিভীষণাননম্॥ সপাশবামহস্তেন ধৃতকেশঞ্চ দুর্গয়া। বমদ্রুধিরবক্ত্রঞ্চ দেব্যাঃ সিংহং প্রদর্শয়েৎ॥ দেব্যাস্তু দক্ষিণং

পাদং সমং সিংহোপরিস্থিতম্। কিঞ্চিদূর্দ্ধং তথা বামমঙ্গুষ্ঠং মহিষোপরি॥ স্তূয়মানঞ্চ তদ্রূপমমরৈঃ সন্নিবেশয়েৎ। উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডা চ চণ্ডোগ্রা চণ্ডনায়িকা। চণ্ডা চণ্ডবতী চৈব চণ্ডরূপাতি চণ্ডিকা॥ অষ্টাভিঃ শক্তিভিষ্টাভিঃ সততং পরিবেষ্টিতাং। চিন্তায়েজ্জগতাং ধাত্রীং ধর্মকামার্থ মোক্ষদাম্॥"

এইরূপ ধ্যানান্তে পুষ্পটি নিজ মস্তকে দিয়া মানসোপচারে পূজা করিবেন। যথা—

মানসোপচারে পূজা—দেবীং ধ্যাত্বা স্ব শিরসি পুষ্পং দত্বা, হৃৎপদ্মে পীঠোন্যাসোক্ত কল্পিতপীঠে তেজোময়ং দেবীরূপং বিচিন্ত্য হৃৎপদ্মং মানসং দদ্যাৎ, সহস্রারচ্যুতামৃতৈঃ। পাদ্যং চরণয়োর্দদ্যাৎ মনস্ত্বর্ঘ্যং প্রকল্পয়েৎ। আচামমৃতেনৈব স্নানীয়ং তেন চ স্মৃতম্॥ আকাশতত্ত্বং বস্ত্রং স্যাৎ গন্ধঃ স্যাৎ ক্ষিতিতত্ত্বকম্। চিত্তং প্রকল্পয়েৎ পুষ্পম্ ধূপম্ প্রাণ প্রকল্পয়েৎ। তেজস্তত্ত্বং চ দীপার্থং নৈবেদ্যং সাৎ সুধাম্বুধিঃ। অনাহত ধ্বনি ঘণ্টা বায়ুস্তত্ত্বঞ্চ চামরম্॥ সহস্রারং ভবেৎ ছত্রম্ শব্দতত্ত্বং চ গীতকং। নৃত্যম্ ইন্দ্রিয় কর্মাণি পূজাং ইত্থন্ প্রকল্পয়েৎ॥

অস্যার্থ—দেবীর ধ্যানান্তে নিজ মস্তকে পুষ্প প্রদান করিয়া পীঠোন্যাসোক্ত কল্পিতপীঠে তেজোময় দেবীরূপ চিন্তা করতঃ সহস্রারচ্যুত অমৃত, কুলকুণ্ডলিনী পাত্রস্থ বারিকে পাদ্য, মনকে অর্ঘ্য, আচমনীয় ও স্নানীয় দিবেন। আকাশতত্ত্বকে বস্ত্র, ক্ষিতিতত্ত্বরূপ গন্ধ, অহিংসাদি নির্মল গুণসকলকে পুষ্প, প্রাণকে ধূপ, তেজস্তত্ত্বরূপ দীপ, সহস্রারচ্যুত অমৃতরূপ নৈবেদ্য, অনাহত ধ্বনিরূপ ঘণ্টা, বায়ুতত্ত্বরূপ চামর, সহস্রদল পদ্মকে ছত্র, শব্দতত্ত্বরূপ গীতবাদ্য, ইন্দ্রিয়কর্মসকলকে নৃত্যস্বরূপ নিবেদন করিবেন। অনন্তর বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিবেন।

বিশেষার্ঘ্য স্থাপন—স্ববামে ত্রিকোণ মণ্ডল অঙ্কন করতঃ তদুপরি ত্রিপদিকা স্থাপন পূর্বক "ফট্" মন্ত্রে শঙ্খ প্রক্ষালন করতঃ "নমঃ" মন্ত্রে তাহাতে গন্ধ, পুষ্প, দূর্বা অক্ষতাদি দ্বারা অর্ঘ্য সাজাইয়া, বিলোমমাতৃকা পাঠ পূর্বক জল দ্বারা একভাগ শঙ্খ পূর্ণ করিবেন। যথা—"ওঁ ক্ষং হং সং ষং শং বং লং রং যং মং ভং বং ফং পং নং ধং দং থং তং ণং ঢং ডং ঠং টং ঞং ঝং জং ছং চং ঙং ঘং গং খং কং অঃ অং ঔং ওং ঐং এং ৯ৃং ৯ং ঋৃং ঋং ঊং উং ঈং ইং আং অং॥"

অনন্তর "হ্রীং" মূলমন্ত্রে অবশিষ্ট তিনভাগ পূরণ করিয়া শঙ্খের উপর পূজা করিবেন। যথা—(ত্রিপদিকাতে)—"ওঁ মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ।" (শঙ্খে)—"ওঁ অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ।" (জলে)—"ওঁ উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ।" অতঃপর অঙ্কুশ মুদ্রা যোগে (পৃঃ ১৮) জলে তীর্থাবাহন করিবেন। যথা— "ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি। নর্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেহস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥" তারপর শঙ্খজলে আবাহন্যাদি পঞ্চমুদ্রায় দেবীর আবাহন করিবেন। যথা—"ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বর্ভগবতি দুর্গে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ, ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ॥" অতঃপর "হুং" মন্ত্রে অবগুণ্ঠন মুদ্রা, "বৌষট্" মন্ত্রে গলিনীমুদ্রা প্রদর্শন করাইয়া শঙ্খজলে গন্ধপুষ্প দ্বারা দেবীর ষড়ঙ্গের পূজা করিবেন। যথা—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ দুর্গে হৃদয়ায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ দুর্গে শিরসি স্বাহা, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ দুর্গায়ৈ শিখায়ৈ বষট্, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ভূতরক্ষণি কবচায় হুং, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ দুর্গে নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ দুর্গে অস্ত্রায় ফট্॥"

অবগুণ্ঠন মুদ্রা

এইরূপে পূজা করিয়া মৎস্যমুদ্রায় (পৃঃ ১৯) শঙ্খ আচ্ছাদিত করিয়া উহাতে "হ্রীং" মূলমন্ত্র দশবার জপান্তে "বং" মন্ত্রে ধেনুমুদ্রা (পৃঃ ১৮) প্রদর্শন করাইয়া প্রোক্ষণীপাত্রে শঙ্খস্থ জল কিঞ্চিৎ ঢালিয়া সেই জলদ্বারা নিজেকে এবং পূজোপকরণ তিনবার প্রোক্ষণ করতঃ "এষ পুষ্পাঞ্জলি হ্রীং ওঁ ভগবদ্দুর্গায়ৈ নমঃ" মন্ত্রে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি দিয়া পীঠপূজা করিবেন।

পীঠপূজা—পঞ্চগুঁড়ির দ্বারা নির্মিত সর্বতোভদ্রমণ্ডলে বা অষ্টদল পদ্মে পীঠদেবতাগণের আবাহন করিবেন। যথা—"ওঁ পীঠদেবতাঃ ইহাগচ্ছত ইহাগচ্ছত, ইহতিষ্ঠত ইহতিষ্ঠত, ইহসন্নিধত্ত, ইহসন্নিরুধ্যধ্বম্, অত্রাধিষ্ঠানং

কুরুতঃ, মম পূজাং গৃহীত॥'' অনন্তর মণ্ডলমধ্যে পূজা করিবেন। যথা—''এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ।'' এইক্রমে—''ওঁ প্রকৃত্যৈ নমঃ, ওঁ কূর্মায় নমঃ, ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ, ওঁ ক্ষীরসমুদ্রায় নমঃ, ওঁ শ্বেতদ্বীপায় নমঃ, ওঁ মণিমণ্ডপায় নমঃ, ওঁ কল্পবৃক্ষায় নমঃ, ওঁ মণিবেদিকায়ৈ নমঃ, ওঁ রত্নসিংহাসনায় নমঃ।'' (অগ্ন্যাদি কোণচতুষ্টয়ে)—''ওঁ ধর্মায় নমঃ, ওঁ জ্ঞানায় নমঃ, ওঁ বৈরাগ্যায় নমঃ, ওঁ ঐশ্বর্য্যায় নমঃ।''(পূর্বাদি চতুর্দিকে)—''ওঁ অধর্মায় নমঃ, ওঁ অজ্ঞানায় নমঃ, ওঁ অবৈরাগ্যায় নমঃ, ওঁ অনৈশ্বর্য্যায় নমঃ, (মধ্যে)—''ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ পদ্মায় নমঃ।, ওঁ অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ, ওঁ উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ, ওঁ মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ, ওঁ সং সত্বায় নমঃ, ওঁ রং রজসে নমঃ, ওঁ তং তমসে নমঃ, ওঁ আং আত্মনে নমঃ, ওঁ অং অন্তরাত্মনে নমঃ, ওঁ পং পরমাত্মনে নমঃ, ওঁ হ্রীং জ্ঞানাত্মনে নমঃ।'' (পূর্বাদি কেশরে)—''ওঁ আং প্রভায়ৈ নমঃ, ওঁ ঈং মায়ায়ৈ নমঃ, ওঁ উং জয়ায়ৈ নমঃ, ওঁ এং সূক্ষ্মায়ৈ নমঃ।, ওঁ ঐং বিশুদ্ধায়ৈ নমঃ, ওঁ ওং নন্দিন্যৈ নমঃ, ওঁ ঔং সুপ্রভায়ৈ নমঃ, ওঁ অং বিজয়ায়ৈ নমঃ, ওঁ অঃ সর্বসিদ্ধিদায়ৈ নমঃ।'' (পুনর্মণ্ডল মধ্যে)—''ওঁ বজ্রনখদংষ্ট্রায়ুধায় মহাসিংহায় হুং ফট্ নমঃ॥''

এইরূপে পীঠপূজা সমাপ্ত করিয়া দেবীর পুনর্ধ্যান পূর্বক আবাহন্যাদি পঞ্চমুদ্রাদ্বারা দেবীর আবাহন করিবেন। যথা—''ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বর্ভগবতি দুর্গে স্বকীয় গণসহিতে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃহাণ।'' আবাহনান্তে দেবীর ষড়ঙ্গের পূজা করিবেন। যথা—''এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ দুর্গে শিরসে স্বাহা, এইক্রমে— ওঁ দুর্গায়ৈ শিখায়ৈ বষট্, ওঁ ভূতরক্ষণি কবচায় হুং, ওঁ দুর্গে অস্ত্রায় ফট্।'' অতঃপর স্বশাখোক্ত মন্ত্রে ঘটস্থাপন করিবেন।

ঘটস্থাপন (সাম)—ভূমিস্পর্শে—''ওঁ মহীত্রীণামবরস্ত দ্যুক্ষং মিত্রসার্য্যমনঃ। দুরাধর্ষং বরুণস্য॥'' **ধান্য—**''ওঁ ধানাবন্তং করম্ভিণমপূপবন্ত মুকথিনম্। ইন্দ্র প্রাতর্জুষম্ব নঃ।'' **ঘট—** ''ওঁ আবিশন্ কলশং সূতো, বিশ্বা অর্ষন্নভিশ্রিয়ঃ। ইন্দুরিন্দ্রায় ধীয়তে।'' **জল—**''ওঁ আ নো মিত্রাবরুণা, ঘৃতৈর্গব্যুতি মুক্ষতম্। মধ্বা রজাংসি সুক্রতু॥'' **পল্লব—**''ওঁ অয়মূর্জাবতো বৃক্ষ, উর্জীব ফলিনী ভব। পর্ণং বনস্পতে নুত্বা, নুত্বা চ সূয়তাং রয়িঃ॥'' **ফল (ডাব)—**''ওঁ ইন্দ্র নরো নেমধিতা হবন্তে, যৎ পার্য্যা যুনজতে ধিয়স্তাঃ। শূরো নৃষাতা শ্রবসশ্চকামঃ, আ গোমতি ব্রজে ভজা ত্বং নঃ॥'' **বস্ত্র—**''ওঁ যুবা সুবাসাঃ পরিবীত আগাৎ, স উ শ্রেয়ান্ ভবতি জায়মানঃ। তং ধীরাসঃ কবয়ঃ উন্নয়ন্তি, স্বাধ্যো মনসা দেবয়ন্তঃ॥'' **সিন্দুর—**''ওঁ সিন্ধোরুচ্ছ্বাসে পতয়ন্তমুক্ষণং। হিরণ্যপাবাঃ পশুমপ্সু গৃভ্ণতে॥'' ওঁ কাণ্ডাৎ কাণ্ডাৎ প্ররোহন্তী পুরুষঃ পুরুষঃ পরি। এবা নো দূর্বে প্রতনু সহস্রেন শতেন চ॥'' **স্থিরীকরণ—**''ওঁ ত্বাবতঃ পুরূবসো বয়মিন্দ্র প্রণেতঃ। স্মসি স্থাতর্হরীণাম্॥'' **পুষ্প—**''ওঁ পবমান ব্যশ্নুহি রশ্মিভির্বাজসা তমঃ। দধৎ স্তোত্রে সুবীর্য্যম্॥'' **তীর্থাবাহন—**''ওঁ গঙ্গাদ্যাঃ সরিতঃ সর্বাঃ সমুদ্রাশ্চ সরাংসি চ। আয়ান্তু যজমানস্য দূরিত ক্ষয়কারকাঃ॥'' অনন্তর কৃতাঞ্জলিপুটে পাঠ করিবেন। ''ওঁ সর্বতীর্থোদ্ভবং বারি সর্ব দেবসমন্বিতম্। ইমং ঘটং সমারুহ্য তিষ্ঠ দেবি গণৈঃ সহ॥''

ঘটস্থাপন (যজুঃ)—ভূমি—''ওঁ ভূরসি ভুমিরস্যদিতিরসি, বিশ্বধায়া বিশ্বস্য ভুবনস্য ধর্ত্রী। পৃথিবীং যচ্ছ পৃথিবীং দৃগুংহ পৃথিবীং মা হিগুংসী॥'' ধান্য—''ওঁ ধান্যমসি ধিনুহি দেবান্ ধিনুহি যজ্ঞম্। ধিনুহি যজ্ঞপতিং মাং যজ্ঞন্যম্॥'' **ঘট—** ''ওঁ আজিঘ্র কলশং মহ্যা ত্বা বিশন্তিন্দবঃ। পুনরুর্জা নিবর্তস্য, সা নঃ সহস্রং ধুক্ষোরুধারা পয়স্বতী, পুনর্মা বিশতাদ্রয়িঃ॥'' **জল—**''ওঁ বরুণস্যোত্তম্ভনমসি, বরুণস্য স্কম্ভসর্জনীস্থঃ বরুণস্য ঋতসদন্যসি। বরুণস্য ঋতসদনমসি বরুণস্য ঋতসদনমাসীদ॥'' **পল্লব—**''ওঁ ধন্বনা গা ধন্বনাজিং জয়েম ধন্বনা তীব্রাঃ সমদো জয়েম। ধনুঃ শত্রোরপকামং কৃণোতি ধন্বনা সর্বাঃ প্রদিশো জয়েম॥'' **ফল (ডাব)—**ওঁ যা ফলিনীর্যা অফলা অপুষ্পা যাশ্চ পুষ্পিনীঃ। বৃহস্পতি প্রসূতা স্তা নো মুঞ্চন্তং হসঃ॥'' **বস্ত্র—**''ওঁ যুবা সুবাসা পরিবীত আগাৎ স উ শ্রেয়ান ভবতি জায়মানঃ। তং ধীরাস কবয়ঃ উন্নয়ন্তি, স্বাধ্যে মনসা দেবয়ন্ত। **সিন্দুর—**''ওঁ সিন্ধোরিব প্রাধ্বনে শূঘনাসো বাতঃ প্রমিয়ঃ পতয়ন্তি যহ্বাঃ। ঘৃতস্য ধারা অরুষো ন বাজী কাষ্ঠা ভিন্দন্নুর্মিভিঃ পিন্বমানঃ॥'' **দূর্বা—**''ওঁ কাণ্ডাৎ কাণ্ডাৎ প্ররোহন্তী পুরুষঃ পুরুষঃ পরি। এবা নো দূর্বে প্রতনু সহস্রেণ শতেন চ॥''

স্থিরীকরণ—"ওঁ স্থিরো ভব বীড়ঙ্গ আশুর্ভব বাজ্যর্বন্। পৃথুর্ভব সুষদস্তমগ্নেঃ পুরীষবাহনঃ॥" **পুষ্প**—"ওঁ শ্রীশ্চ তে লক্ষ্মীশ্চ পত্ন্যাবহোরাত্রে পার্শ্বে নক্ষত্রাণি রূপমশ্বিনৌ ব্যাত্তম্। ইষ্ণন্নিষাণামুম্ম ইষাণ সর্বলোকং ম ইষাণ॥" **তীর্থাবাহন**—"ওঁ গঙ্গাদ্যাঃ। সরিতঃ সর্বাঃ সমুদ্রাশ্চ সরাংসি চ। আয়ান্তু যজমানস্য দুরিত ক্ষয়কারকাঃ॥" অনন্তর কৃতাঞ্জলিপুটে পাঠ করিবেন—"ওঁ সর্বতীর্থোদ্ভবং বারি সর্বদেবি সমন্বিতম্। ইমং ঘটং সমারুহ্য তিষ্ঠ দেবি গণৈঃ সহ॥"

ঘটস্থাপন (ঋগ্বেদী) ভূমি—"ওঁ উর্বী সদ্মনী বৃহতী ঋতেন, হুবে দেবানামবসা জনিত্রী। দধাতে যে অমৃতং সুপ্রতীকে দ্যাবারক্ষন্তং পৃথিবী নো অভ্বাৎ॥" **ধান্য**—"ওঁ ধানাবন্তং করম্ভিণমপূপবন্ত-মূকথিনম্ ইন্দ্র প্রাতর্জুষস্ব নঃ। **ঘট**— এতানি ভদ্রা কলশ ক্রিয়াম্, কুরু-শ্রবণ দদতো মঘানি। দান ইদ্বো মঘবানঃ সো অস্তমবয়ঞ্চ সোমো হৃদি যং বিভর্মি॥" **জল**—"ওঁ বরুণস্যোত্তম্ভনমসি বরুণস্য স্কম্ভসর্জনীস্থঃ, বরুণস্য ঋত সদন্যসি। **বরুণস্য** ঋতসদনমসি। বরুণস্যঋতসদনমাসীদ॥" **পল্লব**—"ওঁ অয়মূর্জাবতো বৃক্ষ উর্জীব ফলিনী ভব। পর্ণং বনস্পতে নুত্বা, নুত্বা চ সূয়তাং রয়িঃ॥" **ফল**—"ওঁ যাঃ ফলিনীর্যা অফলা অপুষ্পা যাশ্চ পুষ্পিনীঃ। বৃহস্পতি প্রসূতাস্তানো মুঞ্চন্ত্বং হসঃ॥" **বস্ত্র**—"ওঁ যুবা সুবাসা পরিবীত আগাৎ স উ শ্রেয়ান ভবতি জায়মানঃ। তং ধীরাসঃ কবয়ঃ উন্নয়ন্তি, স্বাধ্যো মনসা দেবয়ন্ত॥" সিন্দুর—"ওঁ সিন্ধোরিব প্রাধ্বনে শূঘনাসো বাতঃ প্রমিয়ঃ পতয়ন্তি যহ্বাঃ। ঘৃতস্য ধারা অরুষো ন বাজী কাষ্ঠা ভিন্দন্নূর্মিভিঃ পিন্বমানঃ॥" **দূর্বা**—"ওঁ কাণ্ডাৎ কাণ্ডাৎ প্ররোহন্তী পরুষঃ পুরুষঃ পরি। এবা নো দূর্বে প্রতনু সহস্রেন শতেন চ॥" **স্থিরীকরণ**—"ওঁ স্থিরো ভব বীড়ঙ্গ আশুর্ভব বাজর্বন্। পৃথুর্ভব সুষদ স্তমগ্নেঃ পুরীষবাহনঃ॥" **পুষ্প**—"ওঁ শ্রীশ্চ তে লক্ষ্মীশ্চ পত্ন্যাবহোরাত্রে পার্শ্বে নক্ষত্রাণি রূপমশ্বিনৌ ব্যাত্তম্। ইষ্ণন্নিষাণামুম্ম ইষাণ সর্বলোকং ম ইষাণ॥" **তীর্থাবাহন**—"ওঁ গঙ্গাদ্যাঃ সরিতঃ সর্বাঃ সমুদ্রাশ্চ সরাংসি চ। আয়ান্তু যজমানস্য দুরিত ক্ষয়কারকাঃ॥" অনন্তর কৃতাঞ্জলিপুটে **পাঠ করিবেন। যথা**—"ওঁ সর্বতীর্থোদ্ভবং বারি সর্বদেবি সমন্বিতম্। ইমং ঘটং সমারুহ্য তিষ্ঠ দেবি গণৈঃ সহ॥"

অতঃপর উপরিলিখিত রূপে স্বশাখোক্ত মন্ত্রে ঘটস্থাপন পূর্বক স্বশাখোক্ত মন্ত্রে গণেশ ঘট স্থাপন পূর্বক কাণ্ডরোপণ, সূত্রবেষ্টনাদি করিবেন।

কাণ্ডরোপণ—"ওঁ কাণ্ডাৎ কাণ্ডাৎ প্ররোহন্তী, পরুষঃ পরুষঃ পরি। এবা নো দূর্বে প্রতনু সহস্রেণ শতেন চ॥" মন্ত্র পাঠান্তে কাণ্ড অর্থাৎ তীরকাঠি পুঁতিবেন।

সূত্রবেষ্টন—"ওঁ সূত্রামাণং পৃথিবীং দ্যামনেহসং সুশর্মাণ মদিতিং সুপ্রণীতিম্। দৈবীং নাবং স্বরিত্রা মনাগম, মস্রবন্তী মা রুহেমা স্বস্তয়ে॥" এইমন্ত্র পাঠান্তে সূত্রবেষ্টন করিবেন। তৎপরে শোধিত পঞ্চগব্য দ্বারা মন্ত্র পাঠান্তে বেদীশোধন এবং বিতান শোধন করিবেন।

বেদীশোধন—"ওঁ বেদ্যা বেদিঃ সমাপ্যতে, বর্হিষা বর্হিরিন্দ্রিয়ম্। যূপেন যূপ আপ্যতে, প্রণীতো হগ্নিরগ্নিনা॥"

বিতান (চন্দ্রাতপ) শোধন—"ওঁ উর্ধ্ব উ ষু ণ উতয়ে, তিষ্ঠা দেবো ন সবিতা। উর্দ্ধো বাজস্য সনিতা যদঞ্জিভির্বাঘদ্ভির্হ্বয়ামহে॥" অনন্তর আবাহন করিবেন।

আবাহন—কূর্মমুদ্রায় পুষ্পাদি লইয়া দেবীর ধ্যান করিবেন। যথা—"ওঁ জটাজুট" ইত্যাদি (পৃ ২৭) মন্ত্রে ধ্যানান্তে পুষ্পে দেবতার আবির্ভাব চিন্তা করতঃ "ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ।" অথবা—"ওঁ জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী। দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী স্বাহা স্বধা নমো হস্তুতে॥ হ্রীং ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ।" মন্ত্রে ঘটের উপরে পুষ্পাদি দিয়া আবাহন্যাদি পঞ্চমুদ্রা দ্বারা দেবীর আবাহন করিবেন। যথা—"ভূর্ভুবঃ স্বর্ভগবতী দুর্গে পরিবারগণ সহিতে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহ সন্নিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ॥" অতঃপর "হুং" মন্ত্রে অবগুণ্ঠন মুদ্রা, "বং" মন্ত্রে ধেনুমুদ্রা এবং পরমীকরণ মুদ্রা প্রদর্শন করিয়া, করযোড়ে মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—"ওঁ দেবেশি ভক্তিসুলভে পরিবার সমন্বিতে। যাবত্বাং পূজয়িষ্যামি তাবত্বং সুস্থির ভব॥" এইরূপে আবাহন পূর্বক গণেশাদির পূজা করিবেন।

গণেশাদির পূজা—গণেশের ধ্যান—"ওঁ খর্বং স্থূলতনুং গজেন্দ্রবদনং লম্বোদরং সুন্দরম্। প্রস্যন্দন্মদগন্ধলুব্ধ-মধুপব্যালোল গণ্ডস্থলম্।।

দন্তাঘাতবিদারিতারিরুধিরৈঃ সিন্দুর-শোভাকরং। বন্দে শৈলসুতাসুতং গণপতিং সিদ্ধিপ্রদং কামদম্॥" "এতৎ পাদ্যং ওঁ গাং গণেশায় নমঃ, ইদমর্ঘ্যং (যজুঃ-এযো হর্ঘ্যঃ) ওঁ গাং গণেশায় নমঃ। ইদমাচমনীয়ং ওঁ গাং গণেশায় নমঃ, ইদং পুনরাচমনীয়ং ওঁ গাং গণেশায় নমঃ, এতৎ স্নানীয় জলং ওঁ গাং গণেশায় নমঃ, এষ গন্ধঃ ওঁ গাং গণেশায় নমঃ, এতৎ পুষ্পম্ ওঁ গাং গণেশায় নমঃ, এষ ধূপঃ ওঁ গাং গণেশায় নমঃ, এষ দীপঃ ওঁ গাং গণেশায় নমঃ, এতন্নৈবেদ্যং ওঁ গাং গণেশায় নমঃ, এতৎ পানার্থোদকম্ ওঁ গাং গণেশায় নমঃ। এইক্রমে পূজান্তে প্রার্থনা মন্ত্র পাঠ করিবেন এবং প্রণাম মন্ত্রে প্রণাম করিবেন।

প্রার্থনা মন্ত্র—"ওঁ সর্ববিঘ্নোহরো দেব একদন্তো গজানন। দেবীগৃহে হর্চিতঃ প্রীত্যা সর্ববিঘ্ন বিনাশয়॥"

প্রণাম মন্ত্র—"ওঁ একদন্তং মহাকায়ং লম্বোদর গজাননম্। বিঘ্ননাশকরং দেবং হেরম্বং প্রণমাম্যহম্॥" অনন্তর ধ্যানান্তে সূর্য্যের পূজা করিবেন।

সূর্য্যের ধ্যান—"ওঁ রক্তাম্বুজাসন-মশেষগুণৈকসিন্ধুং, ভানুং সমস্ত জগতামধিপং ভজামি। পদ্মদ্বয়াভয়বরাণ্ দধতং করাব্জৈ-র্মাণিক্যমৌলি-মরুণাঙ্গরুচিং ত্রিনেত্রম্।" "এতৎ পাদ্যং ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ" ইত্যাদিক্রমে পূজা পূর্বক প্রণাম করিবেন।

প্রণাম—"ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্। ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতো হস্মি দিবাকরম্॥" অতঃপর **বিষ্ণুর** পূজা করিবেন।

বিষ্ণুর ধ্যান—"ওঁ ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী, নারায়ণঃ সরসিজাসন-সন্নিবিষ্টঃ। কেয়ূরবান্ কনককুণ্ডলবান্ কিরীটীহারী হিরণ্ময়বপুর্ধৃত শঙ্খচক্রঃ॥" "এতৎ পাদ্যং ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।" ইত্যাদিক্রমে পূজান্তে প্রণাম করিবেন।

প্রণাম—"ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো-ব্রাহ্মণহিতায় চ। জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥" অতঃপর **শিবের** পূজা করিবেন।

ধ্যান—"ওঁ ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং, রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশু-মৃগবরাভীতি হস্তং প্রসন্নম্। পদ্মাসীনং

সমন্তাৎস্তুতমমরগণৈর্ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং, বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রম্॥" "এতৎ পাদ্যং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ" ইত্যাদিক্রমে পূজা করিয়া প্রণাম করিবেন।

প্রণাম—"ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে। নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বরঃ॥" অতঃপর জয়দুর্গার পূজা করিবেন।

ধ্যান—"ওঁ কালাভ্রাভাং কটাক্ষৈ-ররিকুলভয়দাং মৌলিবদ্ধেন্দুরেখাং, শঙ্খং চক্রং কৃপাণং ত্রিশিখমপিকরৈ রুদ্বহন্তীং ত্রিনেত্রাম্। সিংহস্কন্ধাধিরূঢ়াং ত্রিভুবনমখিলং তেজসাপূরয়ন্তীং, ধ্যায়েদ্দুর্গাং জয়াখ্যাং ত্রিদশপরিবৃতাং সেবিতাং সিদ্ধিকামৈঃ॥" "এতৎ পাদ্যং ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ।" ইত্যাদিক্রমে পূজা পূর্বক প্রণাম করিবেন।

প্রণাম—"ওঁ সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থ সাধিকে। শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমো হস্তুতে॥"

অনন্তর আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদি দশদিকপাল, মৎস্যাদি দশাবতার, কাল্যাদি দশমহাবিদ্যা, ইষ্টদেব-দেবী, কুলদেব-দেবীর পূজা পঞ্চোপচারে করিবেন। যথা—"এষ গন্ধঃ ওঁ আদিত্যাদি নবগ্রহেভ্যো নমঃ, এতৎ পুষ্পং ওঁ আদিত্যাদি নবগ্রহেভ্যো নমঃ, এষ ধূপঃ ওঁ আদিত্যাদি নবগ্রহেভ্যো নমঃ।" এইরূপে সকলের পূজাপূর্বক "এষ গন্ধঃ ওঁ সর্বেভ্যো দেব-দেবীভ্যো নমঃ, এতৎ পুষ্পম্ ওঁ সর্বেভ্যো দেব-দেবীভ্যো নমঃ, এষ ধূপঃ ওঁ সর্বেভ্যো দেব-দেবীভ্যো নমঃ, এষ দীপঃ ওঁ সর্বেভ্যো দেব-দেবীভ্যো নমঃ, এতন্নৈবেদ্যম্, ওঁ সর্বেভ্যো দেব-দেবীভ্যো নমঃ॥"

অতঃপর "জটাজুট সমাযুক্তাং" (পৃঃ ২৭) ইত্যাদি মন্ত্রে দেবীর পুনর্ধ্যানান্তে ষোড়শোপচারে* দেবীর পূজা করিবেন। প্রতিটি দ্রব্যের অর্চনা করিয়া দেবীকে নিবেদন করিবেন।

---

* **ষোড়শোপচার**—আসন, স্বাগত, পাদ্য, অর্ঘ, আচমনীয়, মধুপর্ক, পুনরাচমনীয়, স্নানীয়, বস্ত্র, আভরণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য এবং বন্দনা অর্থাৎ স্তোত্রাদি পাঠ।

যথা—রজতাসন লইয়া ''বং এতস্মৈ রজতাসনায় নমঃ'' তিনবার এই মন্ত্র পাঠ পূর্বক তিনবার কুশোদকে অভ্যুক্ষণ করতঃ-- ''এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতস্মৈ রজতাসনায় নমঃ'' মন্ত্রে উহাতে গন্ধপুষ্প দিয়া, ''এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ।'' মন্ত্রে নারায়ণোদ্দেশে গন্ধপুষ্প দিয়া, ''এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় হ্রীং ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ,'' বা ''ওঁ জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী। দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী স্বাহা স্বধা নমো হস্তুতে॥ ''ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ'' মন্ত্রে দেবীকে উৎসর্গ করিবেন। এই প্রকারে সমস্ত দ্রব্য অর্চনা পূর্বক দেবীকে নিবেদন করিয়া, দেবীর স্তব, কবচাদি পাঠ, মূলমন্ত্র জপ ও জপ সমর্পণ করিয়া দেবী মাহাত্ম্য পাঠ করিয়া আরত্রিকাদি করিয়া কল্পারম্ভ পূজা সমাপ্ত করিবেন।

বিঃ দ্রঃ—কৃষ্ণনবমী কিংবা প্রতিপদে কল্পারম্ভ হইলে, প্রতিপদের দিন দেবীকে চিরুণী, গন্ধদ্রব্যাদি সহ মাথাঘষা। দ্বিতীয়ায়—কেশবন্ধন নিমিত্ত পট্টডোরক। তৃতীয়ায়—অলক্তক (আলতা), দর্পণ (আয়না), সিন্দুর প্রভৃতি। চতুর্থীতে—কজ্জ্বল (কাজল), মধুপর্ক (কাংস্য পাত্রে দধি ও মধু), স্বর্ণ বা রৌপ্য নির্মিত তিলক। পঞ্চমীতে—চন্দনপাত্র সহ চন্দন এবং আধারসহ পুষ্পমাল্য দেবীকে উৎসর্গ করিবেন। উপরোক্ত প্রতিটি দ্রব্যের অর্চনা পূর্বক দেবীকে উৎসর্গ করিবেন। যথা—''বং এতেভ্যঃ কেশসংস্কারদ্রব্যেভ্যো নমঃ।'' মন্ত্রে তিনবার কুশোদকে অভ্যুক্ষণ করতঃ ''এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় হ্রীং ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ। এতানি কেশসংস্কার দ্রব্যাণি অর্চিতানি শ্রীবিষ্ণুর্দৈবতানি হ্রীং ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ।'' (অথবা—ঐং হ্রীং শ্রীং ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ। কিংবা ওঁ জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী। দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী স্বাহা স্বধা নমোহস্তুতে হ্রীং ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ)। মন্ত্রে উৎসর্গ করিবেন। এইক্রমে—''**এতস্মৈ পট্টডোরকায় নমঃ, এতৎ পট্টডোরকম্। এতস্মৈ অলক্তায় নমঃ, এতদ্ অলক্তকম্।** এতস্মৈ সিন্দুরায় নমঃ, এতৎ সিন্দুরম্। এতস্মৈ দর্পণায় নমঃ, এষ দর্পণঃ। এতস্মৈ মধুপর্কায় নমঃ, এষ মধুপর্কঃ। এতস্মৈ তিলকায় নমঃ, এতৎ তিলকম্। এতস্মৈ নেত্রাঞ্জনায় নমঃ, এতৎ **নেত্রাঞ্জনম্**। এতেভ্যঃ অঙ্গরাগেভ্যো নমঃ, এতে অঙ্গরাগাঃ। এতেভ্যঃ অলঙ্কারেভ্যো নমঃ, এতে অলঙ্কারাঃ। ইত্যাদি মন্ত্রে প্রতিটি দ্রব্যের অর্চনা পূর্বক উৎসর্গ করিবেন।

বোধন

ষষ্ঠী বোধনে সায়ংসময়ে বিল্ববৃক্ষের নিকট আগমন করতঃ বোধন কার্য্য করিবেন। সায়ংকৃত্য সমাপনান্তে শুদ্ধাসনে উপবেশন পূর্বক স্বস্তিবাচন ও স্বস্তিসূক্ত পাঠ (পৃঃ ১৪) পূর্বক সাক্ষ্যমন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—''ওঁ সূর্য্যঃ সোমো যমঃ কালঃ সন্ধ্যেভূতান্যহঃ ক্ষপাঃ। পবনো দিকপতির্ভূমিরাকাশং খচরামরাঃ। ব্রাহ্মং শাসনমাস্থায় কল্পধ্বমিহ সন্নিধিম্॥'' অতঃপর পাপক্ষয় নিমিত্ত কোশাতে তিল, হরীতকী ও কুশত্রিপত্র ধরিয়া অভিলাপ বাক্য পাঠ করিবেন। যথা—''বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে ষষ্ঠ্যাস্তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা (পূজকের নাম এবং গোত্র উল্লেখ্য) কর্তব্য বার্ষিক শরৎকালীন শ্রীভগবদ্দুর্গা বোধন কর্মাধিকার প্রতিবন্ধক পাপাপনোদন কামঃ ওঁ দেবিত্বমিত্যাদি মন্ত্রদ্বয় জপমহং করিষ্যে।'' অতঃপর করযোড়ে মন্ত্রদ্বয় পাঠ করিবেন। যথা—''ওঁ দেবি ত্বং প্রাকৃতং চিত্তং পাপাক্রান্তমভূন্মম। তন্নিঃ সারয় চিত্তান্মে পাপং হুং ফট্ চ তে নমঃ॥ ১॥ ওঁ সূর্য্যঃ সোমো যমঃ কালঃ মহাভূতানি পঞ্চবৈ। এতে শুভাশুভস্যেহ কর্মণো নব সাক্ষিণঃ॥ ২॥

অতঃপর দিব্যদৃষ্টি দ্বারা পূজাস্থান অবলোকন পূর্বক তাম্রপাত্রে (কুশীতে) তিল, ফল, কুশত্রিপত্র, আতপ তণ্ডুল ও পুষ্পাদি লইয়া বামহস্তে রাখিয়া দক্ষিণ হস্তদ্বারা আচ্ছাদন পূর্বক দক্ষিণ জানু পাতিত করিয়া উত্তরাস্যে সঙ্কল্প করিবেন।

সঙ্কল্প—''বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা (পরার্থে—অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকস্য) সর্ববাধা প্রশমন পূর্বক দীর্ঘায়ুষ্টাতুল ধনধান্য পুত্র-পৌত্রাদি সম্পত্তিকামঃ (শ্রীভগবদ্দুর্গা প্রীতিকামো বা) দেবীপুরাণোক্ত বিধিনা বিল্ববৃক্ষে বার্ষিক শরৎকালীন শ্রীভগবদ্দুর্গা মহাপূজাঙ্গীভূত নানাদেবতা পূজাপূর্বক বোধন কর্মাহং করিষ্যে (পরার্থে—করিষ্যামি)। (যদ্যপি বোধন, আমন্ত্রণ এবং অধিবাস একত্রে হয়, তাহা হইলে—''বোধন কর্মাহং'' স্থলে—''বোধনামন্ত্রণাধিবাস কর্মাহং বলিবেন।) অতঃপর স্বশাখোক্ত সঙ্কল্প সূক্ত (পৃঃ ১৬) পাঠান্তে সামান্যার্ঘ্য স্থাপন, মাষভক্তবলি,

ভূতাপসারণ এবং মাতৃকান্যাস করিয়া "ওঁ খর্বং স্থূলতনুং গজেন্দ্র বদনং" ইত্যাদি মন্ত্রে গণেশের ধ্যান পূর্বক "ওঁ গাং গণেশায় নমঃ" মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা গণেশের পূজান্তে শিবাদি পঞ্চদেবতা, আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদি দশদিকপাল, মৎস্যাদি দশাবতার, কাল্যাদি দশমহাবিদ্যা, গঙ্গা, যমুনা, লক্ষ্মী ও সরস্বতীর পূজা করিবেন। অতঃপর শ্বেত সরিষা লইয়া "ফট্" মন্ত্রে সাতবার অভিমন্ত্রিত করিয়া চারিদিকে মন্ত্রপাঠ পূর্বক বিকিরণ করিয়া বিঘ্নাপসারণ করিবেন।

বিঘ্নাপসারণ—"ওঁ বেতালাশ্চ পিশাচাশ্চ রাক্ষসাশ্চ সরীসৃপাঃ। অপসর্পন্তু তে সর্বে যে চান্যে বিঘ্নকারকাঃ॥ বিনায়কা বিঘ্নকরা মহোগ্রা যজ্ঞদ্বিষো যে। পিশিতাশনাশ্চ সিদ্ধার্থ কৈর্বজ্রসমানকল্পৈর্ময়া নিরস্তা বিদিশঃ প্রয়ান্তু॥" অতঃপর "হ্রীঁং" মন্ত্রে প্রাণায়াম পূর্বক "হ্রীঁং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে করন্যাস, "হ্রীঁং হৃদয়ায় নমঃ" মন্ত্রে অঙ্গন্যাস পূর্বক পীঠন্যাস, ব্যাপকন্যাস করিয়া "ওঁ জটাজুটসমাযুক্তা মর্দ্ধেন্দুকৃতশেখরাম্" ইত্যাদি মন্ত্রে (পৃঃ ২৭) দেবীর ধ্যানান্তে আপন মস্তকে পুষ্প দিয়া মানসোপচারে পূজা পূর্বক বিশেষার্ঘ্য স্থাপন পূর্বক আবাহন্যাদি পঞ্চমুদ্রা দ্বারা "ওঁ হ্রীঁং ভগবদ্দুর্গে দেবি ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ" মন্ত্রে আবাহন করিয়া এতৎ পাদ্যং—"ওঁ জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী। দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী স্বাহা স্বধা নমোঽস্তুতে॥ ওঁ হ্রীঁং দুর্গায়ৈ " নমঃ॥ অথবা—ঐং হ্রীঁং শ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ॥" মন্ত্রে যথাশক্তি উপচারে দেবীর পূজা পূর্বক, বিল্ববৃক্ষের ধ্যানান্তে বিল্ববৃক্ষের পূজা করিবেন।

বিল্ববৃক্ষের ধ্যান—"ওঁ চতুর্ভুজং বিল্ববৃক্ষং রজতাভং বৃষস্থিতম্। নানালঙ্কার সংযুক্তং জটামণ্ডল ধারিণম্॥ বরাভয়করং দেবং খড়্গাখট্বাঙ্গ ধারিণম্। ব্যাঘ্রচর্মাম্বরধরং শশিমৌলি ত্রিলোচনম্॥"

ধ্যানান্তে "ওঁ বিল্ববৃক্ষায় নমঃ" মন্ত্রে যথাশক্তি উপচারে পূজা করিবেন। অতঃপর মাষভক্তবলি দিবেন। প্রথমে করযোড়ে পাঠ করিবেন—"ওঁ ক্ষেত্রপালাদয়ঃ সর্বে সর্ব শান্তিফলপ্রদঃ। পূজাবিঘ্ন বিনাশায় মম গৃহস্থিমং বলিম্॥" এই মন্ত্র পাঠ পূর্বক "এষ মাষভক্তবলিঃ ওঁ ক্ষেত্রপালাদিভ্যো নমঃ" মন্ত্রে মাষভক্তবলি

দিবেন। পুনরায় মাষভক্ত বলি দিবেন। যথা—"ওঁ তৎদৈত্য পিশাচাশ্চ গন্ধর্বা রাক্ষসাং গণাঃ। সিদ্ধিং কুর্বন্তু তে সর্বে মম গৃহস্থিমং বলিম্॥" এষ মাষভক্তবলিঃ ওঁ ভূতাদিভ্যো নমঃ॥" অতঃপর ডাকিনী যোগিনীদের মাষভক্তবলি দিবেন। মন্ত্র, যথা—"ওঁ ডাকিনী যোগিনী চৈব মাতরো দেবযোনয়োঃ। নানারূপ ধরা নিত্যং মম গৃহস্থিমং বলিম্॥ এষ মাষভক্তবলিঃ ওঁ ডাকিন্যাদিভ্যো নমঃ॥" অতঃপর আদিত্যাদি নবগ্রহের উদ্দেশে মাষভক্ত বলি দিবেন। মন্ত্র, যথা—"ওঁ আদিত্যাদি গ্রহা যে চ কুষ্মাণ্ডারাক্ষসাশ্চ যে। ইন্দ্রাদ্যাশ্চৈব দিক্‌পালা মম গৃহস্থিমং বলিম্॥ এষ মাষভক্তবলিঃ ওঁ আদিত্যাদি নবগ্রহেভ্যো নমঃ॥" এইরূপে মাষভক্ত বলির অর্চনা পূর্বক সকলকে মাষভক্ত বলি দিবেন। অতঃপর শোধিত পঞ্চগব্য ও পঞ্চামৃত দ্বারা পূর্বাদিদিকস্থিত বিল্বশাখাকে পঞ্চগব্য ও পঞ্চামৃত শোধন মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া, উক্ত শাখাটিতে দেবীর বোধনার্থ মন্ত্র পাঠ করিবেন।

বোধন মন্ত্র ঃ (কৃষ্ণনবমী বোধনে)—"ওঁ ইষে মাস্যাসিতে পক্ষে নবম্যামার্দ্রযোগতঃ। শ্রীবৃক্ষে বোধয়ামি ত্বাং যাবৎ পূজাং করোম্যহম্॥ ওঁ ঐং রাবণস্য বধার্থায় রামস্যানুগ্রহায় চ। অকালে ব্রহ্মণা বোধো দেব্যাস্তয়ি কৃতঃ পুরা॥

ষষ্ঠী বোধনে—"ওঁ ঐং রাবণস্য বধার্থায় রামস্যানুগ্রহায় চ। অকালে ব্রহ্মণা বোধো দেব্যাস্ত্বয়ি কৃতঃ পুরা॥ অহমপ্যাশ্বিনে ষষ্ঠ্যাং সায়াহ্নে বোধয়ামি বৈ। শক্রেনাপি চ সম্বোধ্য প্রাপ্তং রাজ্যং সুরালয়ে॥ তস্মাদহং ত্বাং প্রতিবোধয়ামি, বিভূতিরাজ্য প্রতিপত্তি হেতোঃ। যথৈব রামেণ হতো দশাস্য, স্তথৈব শত্রূণ্ বিনিপাতয়ামি॥" এই মন্ত্র পাঠ করতঃ গীতবাদ্যাদি সহকারে দেবীর বোধন করিবেন।

আমন্ত্রণ ও অধিবাস

পত্রীপ্রবেশের পূর্বদিবসে অর্থাৎ ষষ্ঠীর দিন সায়াহ্নে নবপত্রিকা, যথা—(রম্ভা, কচু, হরিদ্রা, জয়ন্তী, বিল্ব, দাড়িম্ব, মান, ধান্য এবং অশোক) শ্বেত

অপরাজিতা লতা দ্বারা বেষ্টন পূর্বক, তদুপরি কলাপেটো দিয়া পট্টসূত্র দ্বারা বন্ধন পূর্বক বিল্ববৃক্ষের পার্শ্বে স্থাপন করিবেন। তদনন্তর উত্তরাস্যে বসিয়া— আচমন, বিষ্ণুস্মরণ ও গন্ধাদির অর্চনা পূর্বক গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন। যথা—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গাং গণেশায় নমঃ। এইক্রমে— ওঁ ঐং শ্রীগুরবে নমঃ। ওঁ নারায়ণায় নমঃ। ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ। ওঁ ব্রাহ্মণায় নমঃ॥" এইরূপে পূজান্তে স্বস্তিবাচন করিবেন।

স্বস্তিবাচন—"ওঁ কর্তব্যয়োরনয়োঃ শ্রীভগবদ্দুর্গাদেব্যামন্ত্রণাধিবাস কর্মণোঃ, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু। ওঁ পুণ্যাহং, ওঁ পুণ্যাহং, ওঁ পুণ্যাহম্॥ ওঁ কর্তব্যয়োরণয়োঃ শ্রীভগবদ্দুর্গাদেব্যামন্ত্রণাধিবাস কর্মণোঃ, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু। ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি॥ ওঁ কর্তব্যয়োরণয়োঃ শ্রীভগবদ্দুর্গাদেব্যামন্ত্রণাধিবাস কর্মণোঃ, ওঁ ঋদ্ধিং, ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু। ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্, ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্, ওঁ ঋদ্ধ্যতাম ॥" অনন্তর স্বশাখোক্ত স্বস্তিসূক্ত পাঠ করিবেন (পৃঃ ১৪)। অতঃপর করযোড়ে সাক্ষ্যমন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—"ওঁ সূর্য্যঃ সোমো যমঃ কালঃ মহাভূতানি পঞ্চ চ। এতে শুভাশুভস্যেহ কর্মণো নব সাক্ষিণঃ॥" (অথবা)—"ওঁ সূর্য্যঃ সোমো যমঃ কালঃ সন্ধ্যে ভূতান্যহঃ ক্ষপা। পবনো দিক্‌পতির্ভূমিরাকাশং খচরামরাঃ। ব্রাহ্মং শাসনমাস্থায় কল্পধ্বমিহ সন্নিধিম্॥" অনন্তর—"ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদাপশ্যন্তি সূরয়ঃ, দিবীব চক্ষুরাততম্॥" অতঃপর সঙ্কল্প করিবেন।

সঙ্কল্প—"বিষ্ণুরোঁ তৎসদদ্য আশ্বিনে মাসি শুক্লেপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা (পরার্থে—অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুক দেবশর্মণঃ, দাসো বা) শ্রীশ্রীদুর্গাদেব্যা প্রীতিকামঃ স্বঃ কর্তব্য বার্ষিক শরৎকালীন দুর্গামহাপূজাঙ্গভূত বিল্ববৃক্ষাধিকরণক শ্রীভগবদ্দুর্গাদেব্যা মন্ত্রণাধিবাসকর্মান্যহং করিষ্যে। (পরার্থে—করিষ্যামি)। অতঃপর স্বশাখোক্ত সঙ্কল্পসূক্ত (পৃঃ ১৬) পাঠ করিবেন।

অনন্তর সামান্যার্ঘ্য স্থাপনাদি করিয়া, গণেশাদি পঞ্চদেবতা, আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদি দশদিকপাল, মৎস্যাদি দশাবতার ইত্যাদির পূজান্তে যথাশক্তি

উপচারে দেবীর পূজাপূর্বক বিল্ববৃক্ষের ধ্যানান্তে (পৃঃ ৩৮) পঞ্চোপচারে পূজাপূর্বক করযোড়ে পাঠ করিবেন। যথা—"ওঁ মেরুমন্দর কৈলাস-হিমবচ্ছিখরে গিরৌ। জাতঃ শ্রীফলবৃক্ষ ত্বং মম্বিকায়াং সদা প্রিয়ঃ॥ ওঁ শ্রীশৈলশিখরে জাতঃ শ্রীফল শ্রীনিকেতন। নেতব্যো হসি ময়াগচ্ছ পূজ্যো দুর্গাস্বরূপতঃ॥" অনন্তর অধিবাস করিবেন। বরণডালার প্রত্যেকটি দ্রব্য স্বশাখোক্ত মন্ত্র পাঠ পূর্বক অধিবাস করিবেন। প্রতিটি দ্রব্য ঘটে, বিল্ববৃক্ষে, নবপত্রিকায় স্পর্শ করাইয়া পুনরায় প্রশস্তিপাত্রে অর্থাৎ বরণডালায় রাখিবেন।

সামগানাং অধিবাস মন্ত্রাঃ—(মহী) "ওঁ মহী ত্রীণা-মবরস্ত্ত, দ্যুক্ষং মিত্রস্যার্য্যমণঃ। দুরাধর্ষং বরুণস্য॥ ওঁ অনয়া মহ্যা অস্যাঃ শ্রীভগবদ্দুর্গাদেব্যাঃ শুভাধিবাসন মস্তু।" **(গন্ধ)** "ওঁ অলর্ষিরাতিং বসুদামূপ স্তুহি, ভদ্রা ইন্দ্রস্য রাতয়ঃ। যে অস্য কামঃ বিধতো ন রোষতি। মনো দানায় চোদয়ন্॥ ওঁ অনেন গন্ধেন ইত্যাদি। **(শিলা)**—"ওঁ বিত্বদাপো ন পর্বতস্য পৃষ্ঠা-দুক্‌থেভি-রগ্নে জনয়ন্ত দেবাঃ। তং ত্বা গিরঃ সুষ্টুতয়ো বাজয়,-ন্ত্যাজিং ন গির্ববাহো জিগ্যুরশ্বাঃ॥ ওঁ অনয়া শিলয়া ইত্যাদি।" **(ধান্য)**—"ওঁ ধানাবন্তং করম্ভিণ, মপূপবন্ত-মুকথিনম্। ইন্দ্র প্রাতর্জুষস্ব নঃ॥ ওঁ অনেন ধান্যেন ইত্যাদি।" **(দুর্বা)**—"ওঁ যজ্জায়থা অপূর্বা, মঘবন্ বৃত্রহত্যায়। তৎ পৃথিবীমপ্রথয়, স্তদস্তভ্না। উতো দিবম্॥ ওঁ অনয়া দূর্বয়া ইত্যাদি।" **(পুষ্প)**—"ওঁ পবমান ব্যশ্নুহি, রশ্মিভির্বাজসাতম। দধৎ স্তোত্রে সুবীর্য্যম্॥ ওঁ অনেন পুষ্পেন ইত্যাদি।" **(ফল)**—"ওঁ ইন্দ্রং নরো নেমধিতা হবন্তে, যৎ পার্য্যা যুনজতে ধিয়স্তাঃ। শূরো নৃষাতা শ্রবসশ্চকান্, আ গোমতি ব্রজে ভজা ত্বং ন॥" ওঁ অনেন ফলেন ইত্যাদি।" **(দধি)**—"ওঁ দধিক্রাব্ণো অকারিষং জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ। সুরভি নো মুখা করৎ, প্রণ আয়ুংষি তারিষৎ॥" ওঁ অনয়া দধ্না ইত্যাদি।" **(ঘৃত)**—"ওঁ ঘৃতবতী ভুবনানা-মভিশ্রিয়োর্বী, পৃথ্বী মধুদুঘে সুপেশসা। দ্যাবাপৃথিবী বরুণস্য ধর্মণা, বিষ্কভিতে অজরে ভূরিরেতসা॥" ওঁ অনেন ঘৃতেন ইত্যাদি।" **(সিন্দুর)**—"ওঁ সিন্ধোরুচ্ছ্বাসে পতয়ন্তমুক্ষণং, ঘৃতস্য পাবাঃ পশুমপ্সু গৃভ্ণতে॥ ওঁ অনেন সিন্দুরেণ ইত্যাদি।" **(শঙ্খ)**—"ওঁ স সুন্বে যো বসুনাং, যো রায়া-মানেতা য ইড়ানাম্। সোমো যঃ সুক্ষিতীনাম্॥ "ওঁ অনেন শঙ্খেন ইত্যাদি।" **(কজ্জল)**—"ওঁ অঞ্জতে ব্যঞ্জতে সমঞ্জতে, ক্রতুং রিহন্তি

মধ্বাভাঞ্জতে॥ ওঁ অনেন কজ্জলেন ইত্যাদি।'' (**রোচনা**)—''ওঁ অধঃজেনা অধ বা দিবো, বৃহতো রোচনাদধি। অয়া বর্দ্ধস্ব তন্বা গিরা, মমা জাতা সুক্রতো পৃণ॥ ওঁ অনয়া রোচনয়া ইত্যাদি।'' (**সিদ্ধার্থ**)—''ওঁ এষো উষা অপূর্ব্যা, ব্যুচ্ছতি প্রিয়া দিবঃ। স্তুষে বামশ্বিনা বৃহৎ॥ ওঁ অনেন সিদ্ধার্থেন ইত্যাদি।'' (**স্বর্ণ**)—''ওঁ তং গূর্দ্ধয়া স্বর্ণরং দেবাসো, দেবমরতিং দধন্বিরে। দেবত্রা হব্যমূহিযে॥ ওঁ অনেন কাঞ্চনেন ইত্যাদি।'' (**রৌপ্য**)—ওঁ যদ্ বর্চো হিরণ্যস্য, যদ্ বা বর্চো গবামূত। সত্যস্য ব্রহ্মণো বর্চ, স্তেন মা সংসৃজামসি॥ ওঁ অনেন রৌপ্যেন ইত্যাদি।'' (**তাম্র**)—''ওঁ বন্মহাঁ অসি সূর্য্য, বড়াদিত্য মহাঁ অসি। মহস্তে সতো মহিমা পনিষ্টম, মহ্না দেব মহাঁ অসি॥ ওঁ অনেন তাম্রেণ ইত্যাদি।'' (**চামর**)—''ওঁ বাত আ বাতু ভেষজং, শম্ভু ময়োভূ নো হৃদে। প্র ণ আয়ুংসি তারিষৎ॥ ওঁ অনেন চামরেণ ইত্যাদি।'' (**দর্পণ**)—''ওঁ আদিৎ প্রত্নস্য রেতসো, জ্যোতিষ্পশ্যন্তি বাসরম। পরো যদিধ্যতে দিবি॥ ওঁ অনেন দর্পণেন ইত্যাদি।'' (**দীপ**)—''ওঁ অগ্ন আয়াহি বীতয়ে, গৃণানো হব্যদাতয়ে। নি হোতা সৎসি বর্হিষি॥ ওঁ অনেন দীপেন ইত্যাদি।'' (**প্রশস্তিপাত্র**)—''ওঁ উদ্যল্লোঁকা-নরোচয়ঃ। প্রজাভূত-মরোচয়ঃ। বিশ্বভূত-মরোচয়ঃ॥ ওঁ অনেন প্রশস্তি পাত্রেন ইত্যাদি।'' (**মাঙ্গল্যদ্রব্য**)—''ওঁ অনেন মাঙ্গল্যদ্রব্যেন ইত্যাদি॥'' (**দূর্বান্বিত হরিদ্রাসূত্র**)—''ওঁ সূত্রামাণং পৃথিবীং দ্যা-মনেহসং, সুশর্মাণ মদিতিং সুপ্রণীতিম্। দৈবীং নাবং স্বরিত্রামনাগস-মস্রবন্তী মা-রুহেমা স্বস্তয়ে॥ ওঁ অনেন মাঙ্গল্য সূত্রেণ ইত্যাদি। মন্ত্র পাঠান্তে হরিদ্রাসূত্র বিল্বশাখায় এবং নবপত্রিকায় বাঁধিবেন।

যজুষাং, ঋগ্বেদীনাম্ অধিবাস মন্ত্রাঃ—(মহী)—''ওঁ ভূরসি ভূমিরস্য দিতিরসি, বিশ্বধায়া বিশ্বস্য ভুবনস্য ধর্ত্রী। পৃথিবীং যচ্ছ পৃথিবীং দৃগুঁহ, পৃথিবীং মাহিগুঁসী॥ ওঁ অনয়া মহ্যা অস্যাঃ শ্রীভগবদ্দুর্গাদেব্যাঃ শুভাধিবাসনমস্তু।'' (**গন্ধ**)—''ওঁ গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষাং, নিত্যপুষ্টাং করীষিণীম্। ঈশ্বরীং সর্বভূতানাং ত্বামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ম্॥ ওঁ অনেন গন্ধেন ইত্যাদি।'' (**শিলা**)—''ওঁ প্র পর্বতস্য বৃষভস্য পৃষ্ঠা, ন্নাবশ্চরন্তি স্বসিচ ইয়ানাঃ। তা আববৃত্রন্নধরা-গুদক্তা, অহিং বুধ্ন্য-মনু রীয়মাণাঃ॥ ওঁ অনয়া শিলয়া ইত্যাদি।'' (**ধান্য**)—''ওঁ ধান্যমসি, ধিনুহি দেবান্, ধিনুহি যজ্ঞম্। ধিনুহি যজ্ঞপতিং, ধিনুহি মাং যজ্ঞন্যম্॥ ওঁ অনেন

ধান্যেন ইত্যাদি।'' (**দূর্বা**)—''ওঁ কাণ্ডাৎ কাণ্ডাৎ প্ররোহন্তী, পরুষঃ-পরুষপরি। এবা নো দূর্বে প্র তনু, সহস্রেণ শতেন চ॥ ওঁ অনয়া দূর্বয়া ইত্যাদি।'' (**পুষ্প**)—''ওঁ শ্রীশ্চ তে লক্ষ্মীশ্চ পত্ন্যা বহোরাত্রে পার্শ্বে, নক্ষত্রাণি রূপ-মশ্বিনৌব্যাত্তম্। ইষ্ণন্নিষাণামুম্ম ইষাণ, সর্বলোকম্ম ইষাণ॥ ওঁ অনেন পুষ্পেণ ইত্যাদি।'' (**ফল**)—''ওঁ যাঃ ফলিনীর্যা অফলা, অপুষ্পা যাশ্চ পুষিণীঃ। বৃহস্পতি প্রসূতা, স্তা নো মঞ্চস্ত্বগুঁ হসঃ॥ ওঁ অনেন ফলেন ইত্যাদি।'' (**দধি**)—''ওঁ দধিক্রাব্ণো অকারিষং, জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ। সুরভি নো মুখা করৎ, প্র ণ আয়ুংসি তারিষৎ॥ ওঁ অনয়া দধ্না ইত্যাদি।'' (**ঘৃত**)—''ওঁ তেজো হসি শুক্রমস্যমৃতমসি, ধাম নামাসি। প্রিয়ং দেবানা-মনাধৃষ্টং দেবযজন-মসি॥ ওঁ অনেন ঘৃতেন ইত্যাদি।'' (**স্বস্তিক**)—''ওঁ স্বস্তি নো ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ, স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ। স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ, স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু॥ ওঁ অনেন স্বস্তিকেন ইত্যাদি।'' (**সিন্দুর**)—''ওঁ সিন্ধোরিব প্রাধ্বনে শূঘনাসো, বাতপ্রমিয়ঃ পতয়ন্তি যহ্বাঃ ঘৃতস্য ধারা অরুষো ন বাজী, কাষ্ঠা ভিন্দন্নূর্মিভিঃ পিন্বমানঃ॥ ওঁ অনেন সিন্দুরেন ইত্যাদি।'' (**শঙ্খ**)—''ওঁ প্রতিশ্রুৎকায়া অর্তনং ঘোষায় ভষ-মন্তায়-বহুবাদিন-মনন্তায় মূকগুঁ, শব্দায়াড়ম্বরাঘাত, স্মহসে বীণাবাদং, ক্রোশায় তূণবধ্ম-মবরস্পরায় শঙ্খধং, বনায় বলপ, মন্যতো হরণ্যায় দাবপম্॥ ওঁ অনেন শঙ্খেন ইত্যাদি।'' (**কজ্জ্বল**)—''ওঁ সমিদ্ধো অঞ্জন্ কৃদরং যতীনাং, ঘৃতমগ্নে মধুমৎ পিন্বমানঃ। বাজী বহন্ বাজিনং জাতবেদা, দেবানাং বক্ষি প্রিয়-মা সধস্থম্॥ ওঁ অনেন কজ্জ্বলেন ইত্যাদি।'' (**রোচনা**)—''ওঁ যঞ্জন্তি ব্রধ্ন -মরুষং চরন্তং পরিতস্থুষঃ। রোচন্তে রোচনা দিবি॥ ওঁ অনয়া রোচনয়া ইত্যাদি।'' (**সিদ্ধার্থ**)—''ওঁ রক্ষোহণো বো বলগহনঃ প্রোক্ষামি বৈষ্ণবান্। রক্ষোহনো বো বলগহনো হবস্তৃণামি বৈষ্ণবান্। রক্ষোহণৌ বাং বলগহনা উপ দধামি বৈষ্ণবী। রক্ষোহণৌ বাং বলগহণৌ পর্য্যুহামি বৈষ্ণবী। বৈষ্ণবমসি, বৈষ্ণব্যঃ স্থ॥ ওঁ অনেন সিদ্ধার্থেন ইত্যাদি।'' (**স্বর্ণ**)—''ওঁ হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ। স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং, কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥ ওঁ অনেন কাঞ্চনেন ইত্যাদি।'' (**রৌপ্য**)—''ওঁ রূপেণ বো রূপমভ্যাগাং, তুথো বো বিশ্ববেদা বিভজতু। ঋতস্য পথা প্রেত চন্দ্রদক্ষিণা, বি স্বঃ পশ্য ব্যন্তরিক্ষং যতস্ব সদস্যৈঃ॥ ওঁ অনেন রৌপ্যেণ ইত্যাদি।'' (**তাম্র**)—''ওঁ অসৌ যস্তাম্রো অরুণ,

উত বভ্রুঃ সুমঙ্গলঃ। যে চেমাগুঁ রুদ্রা অভিতো **দিক্ষু** শ্রিতাঃ, সহস্রশো হবৈষাগুঁ হেড় ঈমহে॥ ওঁ অনেন তাম্রেণ ইত্যাদি।'' **(চামর)**—''**ওঁ বাতো বা মনো বা,** গন্ধর্বাঃ সপ্তবিগুঁশতিঃ। তে অগ্রে অশ্ব-মযুঞ্জং- স্তে অস্মিঞ্জব মা দধুঃ॥ ওঁ অনেন চামরেণ ইত্যাদি।'' **(দর্পণ)**—''ওঁ আ কৃষ্ণেন রজসা বর্তমানো, নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্যঞ্চ। হিরণ্যয়েন সবিতা রথেনা, দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন্॥ ওঁ অনেন দর্পণেন ইত্যাদি।'' **(দীপ)**—''ওঁ মনো জুতির্জুষতা-মাজ্যস্য, বৃহস্পতির্যজ্ঞমিমং তনো-ত্বরিষ্টং যজ্ঞগুঁ সমিমং দধাতু॥ বিশ্বে দেবাস ইহ মাদয়ন্তা মোঁ প্রতিষ্ঠ॥ ওঁ অনেন দীপেন ইত্যাদি।'' **(প্রশস্তিপাত্র)**—''ওঁ প্রতিপদসি প্রতিপদে ত্বা-নুপদস্যনুপদে ত্বা, সম্পদসি সম্পদে ত্বা, তেজোহসি তেজসে ত্বা॥ ওঁ অনেন প্রশস্তিপাত্রেণ ইত্যাদি। **(মাঙ্গল্য দ্রব্য)**—''ওঁ অনেন মাঙ্গল্য দ্রব্যেন ইত্যাদি।'' **(মাঙ্গল্যসূত্র)**—''ওঁ সূত্রামাণং পৃথিবীং দ্যা-মনেহসং, সুশর্মাণ মদিতিং সুপ্রণীতিম্। দৈবীং নাবং স্বরিত্রা-মনাগস-মস্রবন্তী মা রুহেমা স্বস্তয়ে॥ ওঁ অনেন মাঙ্গল্যসূত্রেণ ইত্যাদি।'' মন্ত্রপাঠান্তে হরিদ্রাসূত্র বিল্বশাখায় ও নবপত্রিকায় বাঁধিবেন। অতঃপর আরত্রিক ও অচ্ছিদ্রাবধারণাদি করিয়া অধিবাস সমাপ্ত করিবেন। আচার বশতঃ এই সময় পঞ্চগব্য দ্বারা প্রতিমা প্রোক্ষণ পূর্বক কেবলমাত্র প্রশস্তিপাত্রের দ্বারা অমন্ত্রক অধিবাস করিবেন, এবং দেবীর বামহস্তে মাঙ্গল্যসূত্র বন্ধন করিয়া আরত্রিক করিবেন।

সপ্তমীকৃত্য

সপ্তমী দিবসে প্রাতঃকালে কৃতনিত্যক্রিয় পূজক **বিল্ববৃক্ষের ধ্যান** (পৃঃ ৩৮) **করিয়া পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া করযোড়ে পাঠ করিবেন। যথা—''ওঁ বিল্ববৃক্ষ মহাভাগ সদা ত্বং শঙ্কর প্রিয়ঃ। গৃহীত্বা তব শাখাঞ্চ দুর্গাপূজা করোম্যহম্॥ শাখাচ্ছেদোদ্ভবং দুঃখং ন চ কার্য্যং ত্বয়া প্রভো। দৈবৈগৃহীত্বা তে শাখাং পূজ্যো দুর্গেতি বিশ্রুতিঃ॥''** পরে খড়্গ ধারণ পূর্বক— **''ওঁ ছিন্দি ছিন্দি ফট্ ফট্ স্বাহা।'' মন্ত্র পাঠান্তে পূর্বদিকস্থ ফলযুগল সহিত শাখা ছেদন করিয়া পূর্বদিনের বদ্ধনবপত্রিকা মধ্যে স্থাপন করিবেন। অনন্তর করযোড়ে পাঠ করিবেন। যথা—''ওঁ পুত্রায়ুর্ধনবৃদ্ধ্যর্থং নেষ্যামি চণ্ডিকালয়ম্। বিল্বশাখাং সমাশ্রিত্য লক্ষ্মীরাজ্যং**

প্রযচ্ছ মে॥ ওঁ আগচ্ছ চণ্ডিকে দেবি সর্বকল্যাণ হেতবে। পূজাং গৃহাণ সুমুখি নমস্তে শঙ্করপ্রিয়ে॥'' মন্ত্র পাঠান্তে নবপত্রিকা লইয়া গীতবাদ্যাদি সহ নদ্যাদিতে গিয়া সঙ্কল্প পূর্বক স্নান করাইবেন।✸

সঙ্কল্প—''বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য আশ্বিনে মাসি শুক্লেপক্ষে সপ্তম্যাং তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা (পরার্থে—অমুক গোত্রস্য শ্রীঅমুকস্য) সপ্তজন্মকৃত পাপমোচন কামঃ (শ্রীভগবদ্দুর্গা প্রীতিকামো বা) শ্রীভগবদ্দুর্গাদেবীমহং স্নাপয়িষ্যে। (পরার্থে—স্নাপয়িষ্যামি।) অতঃপর সঙ্কল্পসূক্ত পাঠ করিবেন। (পৃঃ ১৬)।

অতঃপর মন্ত্র পাঠান্তে তৈল হরিদ্রা মাখাইবেন। মন্ত্র, যথা—**(সাম)**—''ওঁ শ্রায়ন্ত ইব সূর্য্যং, বিশ্বেদিন্দ্রস্য ভক্ষত। বসূনি জাতে জনিমান্যোজসা, প্রতিভাগং ন দীধিমঃ॥''

যজুর্বেদী ও ঋগ্বেদী—''ওঁ কোহসি কতমোহসি, কস্মৈ ত্বা কায় ত্বা। সুশ্লোক সুমঙ্গল সত্যরাজন্॥''

বিঃ দ্রঃ—সার্বজনীন দুর্গাপূজায় সমস্ত কার্য্য যজুর্বেদীয় মতেই করা হইবে। শুধু তাহাই নহে, যজমান ব্রাহ্মণ না হইলে যজুর্বেদীয় মত অবলম্বনীয়।

অতঃপর নবপত্রিকাকে বিচিত্র পীঠে রাখিয়া স্নান করাইবেন। যথা—**(শুদ্ধজল দ্বারা)**—''ওঁ কদলী তরুসংস্থাসি বিষ্ণোর্বক্ষঃ স্থলাশ্রয়ে। নমস্তে নবপত্রি ত্বং নমস্তে চণ্ডনায়িকে॥ ১॥ ওঁ কচ্বি ত্বং স্থাবরস্থাসি সদা সিদ্ধিপ্রদায়িনী। দুর্গারূপেণ সর্বত্র স্নানেন বিজয়ং কুরু॥২॥ ওঁ হরিদ্রে হররূপাসি শঙ্করস্য সদা প্রিয়ে। রুদ্ররূপাসি দেবি ত্বং সর্বশান্তিং প্রযচ্ছ মে॥ ৩॥ ওঁ জয়ন্তি জয়রূপাসি জগতাং জয়কারিণী। স্নাপয়ামীহ দেবি ত্বাং জয়ং দেহি গৃহে মম॥৪॥ ওঁ শ্রীফল

✸ সাধারণতঃ প্রায় সর্বত্রই নদ্যাদিতে লইয়া গিয়া সঙ্কল্পাদি না করিয়াই স্নান করাইয়া গৃহে আনয়ন করিয়া মণ্ডপের বাহিরে রাখিয়া সঙ্কল্প পূর্বক স্নান করানো হইয়া থাকে। কুলাচারই প্রধান, অতএব কুলাচার অনুযায়ী কার্য্য করিবেন।

শ্রীনিকেতো হ্যসি সদা বিজয়বর্দ্ধন। দেহি মে হিতকামাংশ্চ প্রসন্নো ভব সর্বদা॥ ৫॥ ওঁ দাড়িম্যঘ বিনাশায় ক্ষুন্নাশায় সদাভুবি। নির্মিতা ফলকামায় প্রসীদ ত্বং হরপ্রিয়ে। ৬॥ ওঁ স্থিরা ভব সদা দুর্গে অশোকে শোকহারিণী। ময়া ত্বং পূজিতা দুর্গে স্থিরা ভব ভবপ্রিয়ে॥ ৭॥ ওঁ মান মান্যেষু বৃক্ষেষু माननीयঃ সুরাসুরৈঃ। স্নাপয়ামি মহাদেবীং মানং দেহি নমো হস্তুতে॥৮॥ ওঁ লক্ষ্মী ত্বং ধান্যরূপাসি প্রাণিনাং প্রাণদায়িনী। স্থিরাত্যন্তং হি নো ভূত্বা গৃহে কামপ্রদা ভব॥ ৯॥

উক্তরূপে নবপত্রিকা স্নান সম্পন্ন করিয়া বাদ্যভাণ্ড সহকারে নবপত্রিকা পূজামণ্ডপে আনিয়া বিভিন্ন দ্রব্যাদির ক্রম অনুসারে মহাস্নান করাইবেন। প্রথমে শুদ্ধাসনে বসিয়া আচমন বিষ্ণুস্মরণাদি পূর্বক পুনর্বার সঙ্কল্প করিবেন।

সঙ্কল্প—"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য আশ্বিনে মাসি শুক্লেপক্ষে সপ্তম্যাং তিথাবারভ্য মহানবমীং যাবৎ প্রত্যহং অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা সর্বাপচ্ছান্তি পূর্বক দীর্ঘায়ুষ্ট্বপরমৈশ্বর্য্যাতুল- ধনধান্য- পুত্র-পৌত্রাদ্যনবচ্ছিন্ন-সন্ততি মিত্র বর্ধন-শত্রুক্ষয়োত্তরোত্তর রাজসম্মানাদ্যভীষ্ট সিদ্ধয়ে পরত্র দেবীলোক প্রাপ্তয়ে চ (শ্রীভগবদ্দুর্গা প্রীতিকামো বা) দেবীপুরাণোক্ত বিধিনা সপ্তমী বিহিত রম্ভাদি নবপত্রিকা স্নান প্রবেশ মৃন্ময় শ্রীদুর্গাদেব্যামহাস্নান-গণপত্যাদি নানাদেবতা পূজা পূর্বক শ্রীভগবদ্দুর্গাপূজা, মহাষ্টমী-মহানবমী-সন্ধিকাল, বিহিত গণপত্যাদি নানাদেবতা পূজাপূর্বক শ্রীভগবদ্দুর্গা পূজা ছাগপশু বলিদান * মহানবমী বিহিত মৃন্ময় শ্রীভগবদ্দুর্গা মহাস্নান, গণপত্যাদি নানাদেবতা পূজাপূর্বক শ্রীভগবদ্দুর্গা পূজা ছাগপশু বলিদান হোমরূপ শ্রীভগবদ্দুর্গা মহাপূজন কর্মাহং করিষ্যে। (পরার্থে—অমুকগোত্রস্য অমুকস্য এবং করিষ্যে স্থলে করিষ্যামি বলিবেন)। অনন্তর সঙ্কল্প জল ঈশান কোণে কিঞ্চিৎ ত্যাগ করিয়া। স্বশাখোক্ত সঙ্কল্প সূক্ত (পৃঃ ১৬) পাঠ করিবেন। কর্তা স্বয়ং পূজায় অনধিকারী বা অশক্ত হইলে। এই সময় ব্রাহ্মণাদি বরণ করিবেন। ** (পৃঃ ১৬) তৎপরে দর্পণ প্রতিবিম্বে দেবীকে দর্শন

* বলিদান না থাকিলে ছাগপশু বলিদান সঙ্কল্পে উল্লেখ হইবে না।
** কল্পারম্ভের দিবসেই বরণ করা কর্তব্য, কিন্তু বর্তমানে সপ্তমী দিবসেই বরণ কার্য করা হয়।

পূর্বক—"হ্রীং" বা "ঐং হ্রীং শ্রীং" মূলমন্ত্রে উষ্ণোদক সহ দন্তকাষ্ঠ (অষ্টাঙ্গুলি প্রমাণ বিল্বকাষ্ঠ) নিবেদন করিয়া মহাস্নান করাইবেন।

মহাস্নান : গঙ্গাজলে—"ওঁ আত্রেয়ী ভারতী গঙ্গা যমুনা চ সরস্বতী। সরযূর্গণ্ডকী পুণ্যা শ্বেতগঙ্গা চ কৌশিকী। ভোগবতী চ পাতালে স্বর্গে মন্দাকিনী তথা। সর্বাঃ সুমনসো ভূত্বা ভৃঙ্গারৈঃ স্নাপয়ন্তু তাঃ॥ ওঁ সুরাস্তামভিষিঞ্চন্তু ব্রহ্মা-বিষ্ণু মহেশ্বরাঃ। বাসুদেবো জগন্নাথ স্তথা সঙ্কর্ষণঃ প্রভুঃ॥ প্রদ্যুম্নশ্চানিরুদ্ধশ্চ ভবন্তু বিজয়ায় তে। আখণ্ডলো হ্যগ্নির্ভগবান্ যমো বৈ নৈর্ঋতস্তথা॥ বরুণঃ পবনশ্চৈব ধনাধ্যক্ষস্তথা শিবঃ। ব্রহ্মণা সহিতঃ শেষো দিক্পালাঃ পান্তু তে সদা॥ ওঁ কীর্তির্লক্ষ্মীর্ধৃতির্মেধা পুষ্টিঃ শ্রদ্ধা ক্ষমা মতিঃ। বুদ্ধির্লজ্জা বপুঃ কান্তিঃ শান্তিস্তুষ্টিশ্চ মাতরঃ। এতাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু ধর্মপত্ন্যাঃ সুসংযতাঃ॥ ওঁ আদিত্যশ্চন্দ্রমা ভৌমো বুধ-জীব-সিতার্কজাঃ। গ্রহাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু রাহুঃ কেতুশ্চ তপিতাঃ॥ ওঁ ঋষয়ো মুনয়ো গাবো দেবমাতর এব চ। দেবপত্ন্যোধরা নাগা দৈত্যাশ্চাপরসাং গণাঃ। অস্ত্রাণি সর্বশস্ত্রাণি রাজানো বাহনানি চ। ঔষধানি চ রত্নানি কালস্যাবয়বাশ্চ যে॥ সরিতঃ সাগরাঃ শৈলাস্তীর্থানি জলদা নদাঃ। দেবদানব গন্ধর্বা যক্ষ-রাক্ষস পন্নগাঃ॥ এতে ত্বামভিষিঞ্চন্তু ধর্মকামার্থসিদ্ধয়ে॥ ওঁ সিন্ধু ভৈরব শোণাদ্যা যে নদা ভুবি সংস্থিতা। সর্বে সুমনসো ভূত্বা ভৃঙ্গারৈঃ স্নাপয়ন্তু তে॥ ওঁ তক্ষকাদ্যাশ্চ যে নাগাঃ পাতালতল বাসিনঃ। সর্বে সুমনসো ভূত্বা ভৃঙ্গারৈঃ স্নাপয়ন্তুতে॥"

শঙ্খজলে—"ওঁ সর্বেষামধিপো দেব ঈশানো নাম নামতঃ। শূলপাণির্মহাদেবো ভৃঙ্গারৈঃ স্নাপয়ন্তিমাম্॥" **গঙ্গাজলে**—"ওঁ মন্দাকিন্যাস্তু যদ্ বারি সর্বপাপহরং শুভম্। স্বর্গস্রোতস্তু বৈষ্ণব্যং স্নানং ভবতু তেন তে॥" **উষ্ণজলে**—"ওঁ পরমং পবিত্রমুষ্ণং বহ্নিজ্যোতিঃ সমন্বিতম্। জীবনং সর্বপাপঘ্নং ভৃঙ্গারৈঃ স্নাপয়ন্তিমাম্॥" **গন্ধজলে**—"ওঁ গন্ধাঢ্যং শোভনঞ্চৈব শীতলং সুমনোহরম্। সর্বপাপহরং বারি ভৃঙ্গারৈঃ স্নাপয়ন্তিমাম্॥" **শুদ্ধজলে**—"ওঁ আপো হি ষ্ঠা ময়োভুব-স্তান উর্জে

* স্ব স্ব বেদোক্ত মন্ত্রে বা যজমানের বেদোক্ত মন্ত্রে পঞ্চগব্য স্নান করাইবেন। সার্বজনীন পূজায় যজুর্বেদীয় মন্ত্রে পঞ্চগব্য স্নান করাইবেন।

দধাতন। মহে রণায় চক্ষসে॥ ওঁ যো বঃ শিবতমো রস-স্তস্য ভাজয় তে হ নঃ। উশতী-রিব মাতরঃ॥ ওঁ তস্মা অরং গমাম বো, যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ। আপো জনয়থা চ নঃ॥ ওঁ শন্নো দেবীরভিষ্টয়ে, শন্নো (যজুঃ—আপো) ভবন্তু পীতয়ে। শং যোরভি স্রবন্তু নঃ॥'' অতঃপর **পঞ্চগব্য**— শোধন মন্ত্রে স্নান করাইবেন✸ **গোমূত্র—(সাম)**—গায়ত্রী পাঠ্য। **গোময়**—ওঁ গাবশ্চিদ্ ঘা সমন্যবঃ সজাত্যেন মরুতঃ সবন্ধবঃ রিহতে ককুভো মিথঃ॥'' **দুগ্ধ**—''ওঁ গব্যো যু ণো যথা পুরাশ্বয়োত রথয়া রবিবস্যা মহোনাম্॥'' **দধি**—ওঁ দধিক্রাব্ণো অকারিষং, জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ। সুরভি নো মুখা করৎ। প্র ণ আয়ুংসি তারিষৎ॥'' **ঘৃত**—''ওঁ ঘৃতবতী ভুবনানামভিশ্রিয়োর্বী পৃথ্বী মধুদুঘে সুপেশসা। দ্যাবা-পৃথিবী বরুণস্য ধর্মণা, বিষ্কভিতে অজরে ভূরিরেতসা॥''

যজুর্বেদীয়—**গোমূত্র**—গায়ত্রী পাঠ্য। **গোময়**—''ওঁ গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্টাং করিষীণিম্। ঈশ্বরীং সর্বভূতানাং ত্বামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ম্॥'' **দুগ্ধ**—''ওঁ আপ্যায়স্ব সমেতু তে, বিশ্বতঃ সোম বৃষ্ণ্যম্। ভবা বাজস্য সঙ্গথে॥'' **দধি**—''ওঁ দধিক্রাব্নো অকারিষং জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ। সুরভি নো মুখা করৎ,প্র ণ আয়ংষি তারিষৎ॥'' **ঘৃত**—''ওঁ তেজোঽসি শুক্রমস্যমৃতমসি ধাম নামাসি প্রিয়ং দেবানামনাধৃষ্টং দেবযজনমসি॥''

ঋগ্বেদীয় : গোমূত্র—গায়ত্রী পাঠ্য। **গোময়**—''ওঁ গাবশ্চিদ ঘা সমন্যবঃ সজাত্যেন মরুতঃ সবন্ধবঃ। রিহতে ককুভো মিথঃ॥'' **দুগ্ধ**—''ওঁ আপো অদ্যান্বচারিষং রসেন সমগস্মহি। পয়স্বানগ্ন আগহি, তং মা সংসৃজ বর্চসা॥'' **দধি**—''ওঁ উদ্বুধ্যধ্বং সমনসঃ সখায়, সমগ্নিমিন্ধং বহবঃ সনীড়াঃ। দধিক্রামগ্নিমুষসঞ্চ দেবী-মিন্দ্রাবতো হ্বসে নিহ্বয়ে বঃ॥'' **ঘৃত**—''ওঁ অগ্নিরস্মি জন্মনা জাতবেদং, ঘৃতং ম চক্ষুরমৃতং ম আসন্। অর্কস্ত্রিধাতু রজসো-বিমানো হজস্রো ঘর্মো হবিরস্মিনাম॥''

মধু—''ওঁ মধুবাতা ঋতায়তে মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ। ওঁ মধুনক্ত মুতোষসো, মধুমৎ পার্থিবং রজঃ। মধুদ্যৌরস্তু নঃ পিতা॥ ওঁ মধুমান্নো বনস্পতি, মধুমাঁ অস্তু সূর্য্যঃ। মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ॥'' **কুশোদক**—''ওঁ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবে হশ্বিনোর্বাহুভ্যাং পুষ্ণো হস্তাভ্যাং গৃহ্নামি॥'' (যজুর্বেদীয়)

—এই মন্ত্রে কুশোদকে স্নান করাইবেন। (ঋগ্বেদীয়)—''ওঁ যোগে যোগে তবস্তরং বাজে বাজে হবামহে। সখায় ইন্দ্রমূতয়ে আয়ুষে প্রজায়ৈ॥'' **পুষ্পোদক**—''ওঁ অশ্বিনোর্ভৈষজ্যেন তেজসে ব্রহ্মবর্চসায়াভিষিঞ্চামি, সরস্বত্যৈ ভৈষর্জ্যেন বীর্যায়ান্নাদ্যায়াভিষিঞ্চামি। ইন্দ্রস্যেন্দ্রিয়েন বলায় শ্রিয়ৈ যশসেভিষিঞ্চামি॥ **ফলোদক**—''ওঁ অগ্ন আয়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে। নিহোতা সৎসি বর্হিষি॥'' **মধু**—''ওঁ হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ। **ঘৃত**—''ওঁ হ্রীং শিরসে স্বাহা।'' **দুগ্ধ**—''ওঁ হ্রুং শিখায়ৈ বষট্।'' **নারিকেলোদক**—''ওঁ হ্রৈং কবচায় হুং। **ইক্ষুরস**—''ওঁ হ্রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্।'' **দধি**—ওঁ হ্রঃ অস্ত্রায় ফট্।'' **তিলতৈল**—''ওঁ হ্রীং অম্বিকায়ৈ নমঃ।'' **বিষ্ণুতৈল**—''ওঁ হ্রীং চামুণ্ডায়ৈ নমঃ।'' **শিশিরোদক**—''ওঁ হ্রীং চণ্ডিকায়ৈ নমঃ।'' **পুষ্পোদক**—''ওঁ শ্রীশ্চ তে লক্ষ্মীশ্চ পত্ন্যাবহোরাত্রে পার্শ্বে নক্ষত্রানি রূপমশ্বিনৌ ব্যাত্তম্। ইষ্ণন্নিষাণা মুম্ম ইষাণ সর্বলোকং ম ইষাণ॥'' **ইক্ষুরসসহ সাগরোদক**— ''ওঁ নারায়ণ্যৈ বিদ্মহে ভগবত্যৈ ধীমহি তন্নো গৌরী প্রচোদয়াৎ।'' সর্বৌষধি-মহৌষধি **জলে**—ওঁ যাঃ ওষধীঃ সোমরাজ্ঞীবহ্বীঃ শতবিচক্ষণাঃ। তাসামসিত্বমুত্তমারং, কামায় শংহৃদে॥'' **রাজদ্বার মৃত্তিকা**—''ওঁ হ্রীং নমঃ।'' **চতুষ্পথমৃত্তিকা**—''ওঁ হ্রুং নমঃ।'' **বৃষশৃঙ্গমৃত্তিকা**—''ওঁ হ্রৈং নমঃ।'' **গজদন্তমৃত্তিকা**—''ওঁ হ্রঃ নমঃ।'' **বেশ্যাদ্বার মৃত্তিকা**—''ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ।'' **নদীর উভয়কূল মৃত্তিকা**—''ওঁ হ্রীং শ্রীং নমঃ।'' **গঙ্গামৃত্তিকা**—''ওঁ ঐং শ্রীং নমঃ।'' **সর্বতীর্থ মৃত্তিকা**—''ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং নমঃ।'' **পঞ্চকষায়যুক্ত সহস্রধারা জলে**—''ওঁ সাগরাঃ সরিতঃ সর্বাঃ সর্বস্রোতো নদাস্তথা। সর্বৌষধীভিঃ পাপঘ্না সহস্রৈঃ স্নাপয়ন্তু তে॥ ওঁ লবণেক্ষু সুরাসর্পির্দধি দুগ্ধ জলৈস্তথা। সহস্রধারয়া দেবীং স্নাপয়ামিং মহেশ্বরীং॥

ঘটচতুষ্টয়—''ওঁ অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্। হোতারং রত্নধাতমম্॥১॥ ''ওঁ ইষে ত্বোর্জে ত্বা বায়বঃ স্থ দেবো বঃ সবিতা প্রার্পয়তু শ্রেষ্ঠতমায় কর্মণে॥২॥'' ''ওঁ অগ্ন আয়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে নিহোতা সৎসি বর্হিষি॥৩॥ ''ওঁ শন্নো দেবীরভিষ্টয়ে শন্নো (যজু—আপো) ভবন্তু পীতয়ে শংযোরভি স্রবন্তু নঃ॥৪॥''

অষ্টকলসে স্নান—(গঙ্গাজলপূরিত ঘট)—"ওঁ সুরাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু ব্রহ্মবিষ্ণু মহেশ্বরাঃ। ব্যোমগঙ্গাম্বুপূর্ণেন আদ্যেন কলসেন তু॥ ১ ॥ (মালবরাগো বিজয়বাদ্যম্)। **বৃষ্টিজলপূর্ণ ঘট—** "ওঁ মরুতস্ত্বাভিষিঞ্চন্তু ভক্তিমন্ত সুরেশ্বরি। মেঘমুক্তাম্বুপূর্ণেন দ্বিতীয় কলসেন তু॥ ২ ॥ (ললিতরাগো দুন্দুভিবাদ্যম্)। **সরস্বতী জলপূর্ণ ঘট—** "ওঁ সারস্বতেন তোয়েন সম্পূর্ণেন সুরোত্তমে। বিদ্যাধরাশ্চাভিষিঞ্চন্তু তৃতীয় কলসেন তু।৩। (বিভাবরাগ দুন্দুভিবাদ্যম্)। **সাগরোদক পূর্ণঘট—** "ওঁ শক্রাদ্যাশ্চাভিষিঞ্চন্তু লোকপালাঃ সমাগতাঃ। সাগরোদকপূর্ণেন চতুর্থ কলসেন তু ॥ ৪ ॥" (ভৈরবরাগ ভীমবাদ্যম্)। **পদ্মরেণুমিশ্রিত জলপূর্ণ ঘট—** "ওঁ বারিণা পরিপূর্ণেন পদ্মরেণুসুগন্ধিনা। পঞ্চমেনাভিষিঞ্চন্তু নাগাশ্চ কলসেন তু ॥ ৫ ॥" (কোড়ারাগ-ইন্দ্রাভিবেক-বাদ্যম্)। **নির্ঝরোদকপূর্ণ ঘট—** "ওঁ হিমবদ্ধে মুকুটাদ্যাশ্চাভিষিঞ্চন্তু পর্বতাঃ। নির্ঝরোদকপূর্ণেন ষষ্ঠেন কলসেন তু ॥ ৬ ॥ (বরাড়ীরাগ শঙ্খবাদ্যম্)। **সর্বতীর্থাম্বুপূর্ণ ঘট—** "ওঁ সর্বতীর্থাম্বুপূর্ণেন কলসেন সুরেশ্বরি। সপ্তমেনাভিষিঞ্চন্তু ঋষয়ঃ সপ্তখেচরাঃ ॥ ৭ ॥ (বসন্তরাগ পঞ্চশব্দবাদ্যম্)। **শুদ্ধজলপূর্ণ ঘট—** "ওঁ বসবস্ত্বাভিষিঞ্চন্তু কলসেনাষ্টমেন তু। অষ্টমঙ্গলসংযুক্তে দুর্গে দেবি নমোঽস্তুতে॥ ৮ ॥ (ধানসীরাগ বিজয়বাদ্যম্)।

অতঃপর "ওঁ ভূতাদিভ্যো নমঃ" মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা ভূতগণের পূজা পূর্বক মাষভক্তবলি লইয়া যথারীতি—"ওঁ এতস্মৈ মাষভক্ত বলয়ে নমঃ।" ইত্যাদি মন্ত্রে অর্চনা পূর্বক, "এষ মাষভক্তবলিঃ ওঁ ঘোররূপেভ্যঃ ঘোরতরেভ্যঃ সিদ্ধেভ্যঃ সাধ্যাদিভ্যো ভূতেভ্যো নমঃ।" মন্ত্রে উৎসর্গ করিয়া, করযোড়ে পাঠ করিবেন। যথা—"ওঁ ভূতাঃ প্রেতাঃ পিশাচাশ্চ যে বসন্ত্যত্র ভূতলে। তে গৃহ্ণন্তু ময়া দত্তো বলিরেব প্রসাধিতঃ॥ পূজিতা গন্ধপুষ্পাদ্যৈ র্বলিভিস্তর্পিতা স্তথা। দেশাদস্মাদ্ বিনিসৃত্যঃ পূজাং পশ্যন্তু মৎকৃতাম্ ॥" অনন্তর—"ওঁ ভূতাদয়ঃ ক্ষমধ্বম্" মন্ত্রে এক গণ্ডুষ জল দিয়া, লাজ, চন্দন, সিদ্ধার্থ, দূর্বা, কুশ ও অক্ষত লইয়া "ওঁ ফট্" মন্ত্রে সাতবার অভিমন্ত্রিত করিয়া মন্ত্র পাঠ পূর্বক চতুর্দিকে বিকিরণ করিবেন। মন্ত্র যথা—"ওঁ অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা ভূমিপালকাঃ। ভূতানামবিরোধেন দুর্গাপূজা করোম্যহম্॥ ওঁ বেতালাশ্চ পিশাচাশ্চ রাক্ষসাশ্চ সরীসৃপা। অপসর্পন্তু তে সর্বে চণ্ডিকাস্ত্রেণ তাড়িতাঃ॥ ওঁ বিনায়কা বিঘ্নকরা

মহোগ্রা যজ্ঞদ্বিষো যে, পিশিতাশনাশ্চ, সমানকল্মৈর্ময়া নিরস্তা বিদিশঃ প্রয়ান্তু ॥"

অতঃপর "ওঁ কাল্যৈ নমঃ" মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা অর্চনা করিয়া পূনর্বার মাষভক্তবলি সাজাইয়া—"এতস্মৈ মাষভক্তবলয়ে নমঃ।" ইত্যাদি মন্ত্রে অর্চনা করিয়া মন্ত্র পাঠ পূর্বক উৎসর্গ করিবেন। যথা "ওঁ জয় ত্বং কালি সর্বেশে সর্বভূত সমাবৃতে। রক্ষ মাং সর্বভূতেভ্যো বলিং গৃহ্ন শিবপ্রিয়ে ॥" অনন্তর নবপত্রিকাতে "ওঁ বিল্বশাখাবাসিন্যৈদুর্গায়ৈ নমঃ" মন্ত্রে বিশ্বশাখাবাসিনী দুর্গার পূজা করিয়া, দেবীর ধ্যান (পৃঃ ২৭) পূর্বক দুর্বাক্ষতাদি দেবীর মস্তকে দিয়া নির্মঞ্ছন করিবেন। অতঃপর পত্রিকা প্রবেশ করিবেন।

পত্রীপ্রবেশ — প্রতিমার আসন উভয় হস্তে ধরিয়া মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—"ওঁ চণ্ডিকে চল, চল, চালয়, চালয়, দুর্গে পূজালয়ং প্রবিশ প্রবিশ। ওঁ গম্যতাং মদ্‌গৃহে দেবি অষ্টাভিঃ শক্তিভি সহ। পূজা গৃহাণ সুমুখি সর্বকল্যাণ হেতবে॥" অতঃপর গীতবাদ্যাদি সহকারে দক্ষিণাভিমুখে অথবা পশ্চিমাভিমুখে বেদীতে স্থাপন করিবেন। তাঁহার দক্ষিণে নবপত্রিকা স্থাপন পূর্বক— "ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং স্থাং স্থীং ত্বমম্বিকে স্থিরা ভব।" মন্ত্রে স্থিরীকরণ করিবেন। দেবীপ্রতিমার সম্মুখে সর্বতোভদ্রমণ্ডলের উপর দেবী ঘট এবং দেবীর ঈশান কোণে অষ্টদল পদ্মোপরি গণেশের ঘট স্ব শাখোক্ত মন্ত্রে (পৃঃ৩০-৩২) (সার্বজনীন পূজায়—যজুর্বেদীয় মন্ত্রে পৃঃ ৩১) স্থাপন করিবেন। অনন্তর ঘটের মধ্যে পঞ্চরত্ন দিবেন। ঘটে পঞ্চপল্লব, তদুপরি ১ সরা আতপ তণ্ডুল ও ১টি সশীষ ডাব দিবেন। তদুপরি বস্ত্রাচ্ছাদন করিবেন। গণেশের ঘটও এইভাবে সাজাইবেন। অতঃপর অঙ্কুশ মুদ্রা (পৃঃ১৮) দ্বারা মন্ত্রপাঠ পূর্বক তীর্থাবাহন করিবেন। যথা—"ওঁ গঙ্গাদ্যাঃ সরিতঃ সর্বা সমুদ্রাশ্চ সরাংসি চ। আয়ান্তু যজমানস্য দুরিতক্ষয়কারকাঃ॥ ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি। নর্মদে সিন্ধু কাবেরি জলে হস্মিন্ সন্নিধিং কুরু ॥" তৎপরে দেবীঘটে সপ্তমৃত্তিকাদি দিবেন। যথা—১। রাজদ্বার মৃত্তিকা। ২। চতুষ্পথ মৃত্তিকা। ৩। বৃষশৃঙ্গ মৃত্তিকা। ৪। গজদন্ত মৃত্তিকা ৫। বেশ্যাদ্বার মৃত্তিকা। ৬। নদীর উভয়কুল মৃত্তিকা। ৭। গঙ্গামৃত্তিকা, সর্বতীর্থ মৃত্তিকা। "নমঃ" মন্ত্রে নিক্ষেপ করিবেন। অনন্তর কাণ্ডরোপণ ও সূত্রবেষ্টনাদি (পৃঃ ৩৭) কি

দেবীঘটের পার্শ্বে তাম্রময় বা মৃন্ময় কুণ্ড হাঁড়ি বসাইয়া তাহাতে দর্পণ দিবেন অতঃপর দ্বারপূজা করিবেন।

দ্বারপূজা—"ফট্" মন্ত্রে কুশোদক দ্বারা দ্বারদেশ অভ্যুক্ষণ করতঃ আবাহন্যাদি পঞ্চমুদ্রাদ্বারা (পৃঃ ২০) দ্বারদেবতাগণের আবাহন করিবেন। যথা—দ্বারদেবতাঃ ইহাগচ্ছত ইহাগচ্ছত, ইহতিষ্ঠত ইহতিষ্ঠত, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যধ্বম্, অত্রাধিষ্ঠানং কুরুতঃ, মম পূজাং গৃহ্নীত॥" অতঃপর গন্ধপুষ্পদ্বারা পূজা করিবেন। যথা—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গাং গণেশায় নমঃ, ওঁ বিঘ্নায় নমঃ, ওঁ গাং গঙ্গায়ৈ নমঃ। ওঁ যাং যমুনায়ৈ নমঃ।" অশক্তপক্ষে—"ওঁ দ্বারদেবতাভ্যো নমঃ।" মন্ত্রে একত্রে পূজা করিবেন। অতঃপর বিঘ্নাপসারণ করিবেন।

বিঘ্নাপসারণ—গন্ধপুষ্প দ্বারা সর্বতোভদ্রমণ্ডলের নৈর্ঋতকোণে পূজা করিবেন। যথা—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বাস্তুপুরুষায় নমঃ।" "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ।" পূজান্তে দিব্যদৃষ্টি দ্বারা পূজাস্থান দর্শন পূর্বক "ওঁ অস্ত্রায় ফট্" মন্ত্রে উর্ধদেশে তালি দিয়া অন্তরীক্ষের বিঘ্ন এবং বামপদের পার্ষ্ণি (গোড়ালী) দ্বারা ভূমিতে তিনবার আঘাত করিয়া ভৌমবিঘ্ন অপসারণ করিবেন। অতঃপর মাষভক্ত বলি দিবেন।

মাষভক্ত বলি—ভূমিতে নিম্নমুখ ত্রিকোণ মণ্ডল করিয়া তদুপরি, কদলীপত্রে, বিল্বপত্রে বা মৃৎপাত্রে মাষকলাই, দধি, হরিদ্রাচূর্ণ, আতপ চাউল একত্র করতঃ স্থাপন করিবেন। অতঃপর আবাহন্যাদি পঞ্চমুদ্রাদ্বারা ভূতগণের আবাহন করিবেন। মন্ত্র, যথা—"ওঁ ভূতাদয় ইহাগচ্ছত ইহাগচ্ছত, ইহতিষ্ঠত ইহতিষ্ঠত, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব, ইহসন্নিরুধ্যধ্বম্ অত্রাধিষ্ঠানং কুরুতঃ, মম পূজাং গৃহ্নীত।" অতঃপর মাষভক্ত বলির অর্চনা করিবেন। যথা—"বং এতস্মৈ মাষভক্তবলয়ে নমঃ।" মন্ত্র তিনবার বলিয়া তিনবার উহাতে কুশোদক দিয়া, "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ মাষভক্তবলয়ে নমঃ।" "এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ।" মন্ত্রে নারায়ণে গন্ধপুষ্প দিয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ ভূতাদিভ্যো নমঃ।" মন্ত্রে উৎসর্গ করিয়া, করযোড়ে পাঠ করিবেন। যথা—"ওঁ ভূতাঃ প্রেতাঃ পিশাচাশ্চ যে বসন্ত্যত্র ভূতলে। তে গৃহ্নন্তু ময়া দত্ত বলিমেতৎ প্রসাধিত। পূজিতা গন্ধপুষ্পাদ্যৈর্বলিভিস্তর্পিতাস্তথা। দেশাদস্মাৎ

বিনিঃসৃত্য পূজাং পশ্যন্তু মৎকৃতাম্॥" অনন্তর—"ওঁ ভূতাদয় ক্ষমধ্বম্।" মন্ত্রে একগণ্ডুষ জল দিয়া, লাজ, চন্দন, শ্বেতসর্ষপ, অথবা শুধুমাত্র আতপ তণ্ডুল লইয়া-"ফট্" মন্ত্রে সাতবার অভিমন্ত্রিত করিয়া, মন্ত্রপাঠ পূর্বক চারিদিকে বিকিরণ করিবেন। মন্ত্র, যথা—"ওঁ অপসর্পন্তুতে ভূতা যে ভূতা ভূবি সংস্থিতা। ভূতানামবিরোধেন দুর্গাপূজা করোম্যহম্॥ ওঁ বেতালাশ্চ পিশাচাশ্চ রাক্ষসাশ্চ সরীসৃপাঃ। অপসর্পন্তুতে সর্বে চণ্ডিকাস্ত্রেণ তাড়িতাঃ॥" অনন্তর কল্পারম্ভ অনুযায়ী আসনশুদ্ধি, গুরুপঙক্তি প্রণাম, দিগ্বন্ধন, পুষ্পশুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি, মাতৃকান্যাসাদি (পৃঃ ২১হইতে পৃঃ ২৭ পং ৪) পর্যন্ত করিয়া, চক্ষুর্দান ও প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবেন।

চক্ষুর্দান—বিল্বপত্রে ঘৃত দ্বারা কজ্জ্বল করিয়া কুশের অগ্রভাগ দ্বারা কজ্জ্বল লইয়া পুরুষদেতার অগ্রে দক্ষিণনেত্রে পরে বামনেত্রে এবং স্ত্রীদেবতার অগ্রে বামনেত্রে, পরে দক্ষিণনেত্রে কজ্জ্বল দিবেন। ত্রিনেত্র বিশিষ্ট দেবতা হইলে প্রথমে উর্ধনেত্রে পরে উপরিলিখিত নিয়মানুসারে চক্ষুর্দান করিবেন।

উর্ধ্বনেত্রে—"ওঁ কয়ানশ্চিত্র আভুবদূতী সদাবৃধঃ সখা। কয়া শচিষ্ঠয়া বৃতা॥"

দক্ষিণনেত্রে—"ওঁ চিত্রং দেবানামুদ্গাদনীকং চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নে। আ প্রা দ্যাবাপৃথিবী অন্তরীক্ষং সূর্য্য আত্মা জগতস্ত স্থুষশ্চ॥"

বামনেত্রে—"ওঁ আপ্যায়স্য সমেতু তে বিশ্বতঃ সোম বৃষ্ণ্যম্। ভবা বাজস্য সঙ্গথে॥" এইরূপে কার্ত্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী, মহাসিংহ, মহিষাসুর, এবং নাগপাশেরও চক্ষুর্দান করিবেন। অতঃপর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবেন।

প্রাণপ্রতিষ্ঠা—প্রথমে দেবীর মস্তকে ১০৮ বার মূলমন্ত্র (হ্রীং) জপ করিবেন। অতপর দক্ষিণহস্ত দ্বারা পুষ্পাদি লইয়া অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকার সাহায্যে দেবীর হৃদয় স্পর্শ পূর্বক মন্ত্র পাঠ করিবেন। মন্ত্র, যথা—"ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হংসঃ, শ্রীভগবদ্দুর্গায়াঃ প্রাণাঃ ইহ প্রাণাঃ। ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হংসঃ। শ্রীভগবদ্দুর্গায়াঃ জীব ইহ স্থিতঃ। ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হংসঃ। শ্রীভগবদ্দুর্গায়াঃ

সর্বেন্দ্রিয়ানি জীব ইহ স্থিতানি। ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হংসঃ, শ্রীভগবদ্দুর্গায়াঃ বাঙ্মনশ্চক্ষুঃ শ্রোত্র ঘ্রাণ প্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা॥'' ওঁ মনোজ্যোতির্জুষতা মাজস্য বৃহস্পতির্যজ্ঞমিমং তনোত্ব অরিষ্টং যজ্ঞ সমিমং দধাতু। বিশ্বেদেবাস ইহ মাদয়ন্তামোম্ প্রতিষ্ঠ। ওঁ অস্যৈ প্রাণা প্রতিষ্ঠন্তু অস্যৈ প্রাণা ক্ষরন্তু চ। অস্যৈ দেবত্ব সংখ্যায়ৈ স্বাহা॥'' অতঃপর মূলমন্ত্র ''হ্রীং'' দশধা জপ করিবেন।

আবাহন—কূর্মমুদ্রাযোগে পুষ্পাদি লইয়া দেবীর ধ্যান (পৃঃ ২৭) পূর্বক স্ব মস্তকে পুষ্প দিয়া মানসোপচারে পূজা করিয়া (পৃঃ ২৮) বিশেষার্ঘ্য স্থাপন পূর্বক (পৃঃ ২৮) পীঠপূজা (পৃঃ ২৯) পূর্বক কূর্মমুদ্রায় পুষ্প লইয়া দেবীর পুনর্ধ্যান করতঃ ''এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ শ্রীভগবদ্দুর্গায়ৈ নমঃ।'' মন্ত্রে বারত্রয় পুষ্পাঞ্জলি দিয়া প্রতিমাতে দেবী প্রবেশ করিয়াছেন চিন্তাপূর্বক আবাহন্যাদি পঞ্চমুদ্রা প্রদর্শন পূর্বক আবাহন করিবেন। মন্ত্র, যথা—''ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বর্ভগবতি দুর্গে স্বকীয়গণ সহিতে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ।'' অতঃপর দেবীর অঙ্গে ষড়ঙ্গন্যাস করিবেন। যথা—''ওঁ দুর্গে হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ দুর্গে শিরসি স্বাহা। ওঁ দুর্গায়ৈ শিখায়ৈ বষট্। ওঁ ভূতরক্ষণি কবচায় হুং। ওঁ দুর্গে নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। ওঁ দুর্গে অস্ত্রায় ফট্॥'' অতঃপর প্রতিমায় হস্ত দিয়া পাঠ করিবেন। যথা—''ওঁ আগচ্ছ মদ্‌গৃহে দেবি অষ্টাভিঃ শক্তিভিঃ সহ। পূজাং গৃহাণ বিধিবৎ সর্বকল্যাণকারিণি॥ ওঁ এহ্যেহি ভগবত্যম্ব শত্রুক্ষয় জয়প্রদে। ভক্তিতঃ পূজয়ামি ত্বাং নবদুর্গে সুরার্চিতে। ওঁ দুর্গে দেবি সমাগচ্ছ সান্নিধ্যমিহ কল্পয়। যজ্ঞভাগং গৃহাণ ত্বমষ্টাভিঃ শক্তিভিঃ সহ॥ ওঁ শারদীয়ামিমাং পূজাং করোমি কমলেক্ষণে। আজ্ঞাপয় মহাদেবি দৈত্যদর্প বিনাশিনি॥ ওঁ সংসারার্ণব দুষ্পারে সর্বমায়ানিকৃন্তিনি। ত্রায়স্ব বরদে দেবি নমস্তে শঙ্করপ্রিয়ে॥ ওঁ যে দেবা যাশ্চ দেব্যশ্চ চলিতায়াং চলন্তি হি। আবাহয়ামি তান্ সর্বান্ চণ্ডিকে পরমেশ্বরি।॥ ওঁ প্রাণান্ রক্ষ যশো রক্ষ পুত্রদারাধনং সদা। সর্ব রক্ষাকরী যস্মাৎ ত্বং হি দেবি জগৎপ্রিয়ে॥ ওঁ প্রবিশ্য তিষ্ঠ যজ্ঞে হস্মিন্ যাবৎ পূজাং করোম্যহম্। মেনানন্দকরে দেবি সর্বসিদ্ধিঞ্চ দেহি মে ॥ ওঁ আগচ্ছ চণ্ডিকে দেবি সর্বকল্যাণহেতবে। পূজাং গৃহাণ সুমুখি নমস্তে হরবল্লভে।।ওঁ আবাহয়ামি দেবি ত্বাং মৃন্ময়ে শ্রীফলে হপি চ। কৈলাসশিখরাদ্দেবি বিন্ধ্যাদ্রের্হিম পর্বতাৎ॥

ওঁ আগত্য বিল্বশাখায়ং চণ্ডিকে সন্নিধিং কুরু। স্থাপিতাসি ময়া দেবি পূজয়ে ত্বাং প্রসীদ মে॥ ওঁ দেবি চণ্ডাত্মিকে চণ্ডি চণ্ডবিগ্রহকারিনি। বিল্বশাখাং সমাশ্রিত্য তিষ্ঠ দেবি গণৈঃ সহ॥ ওঁ দেবি ত্বং জগতাং মাতা সৃষ্টিসংহারকারিণী। পত্রিকাসু সমস্তাসু সন্নিধ্যমিহ কল্পয়॥ ওঁ পল্লবৈশ্চ ফলোপেতৈঃ শাখাভিঃ সুরনায়িকে। পল্লবে সংস্থিতে দেবি পূজাং গৃহ্ণ প্রসীদ মে॥ ওঁ আবাহিতাসি দেবি ত্বং মৃন্ময়ে শ্রীফলে হপি চ। স্থিরাত্যন্তং হি নো ভূত্বা গৃহে কামপ্রদা ভব॥ ওঁ চণ্ডি ত্বং চণ্ডরূপাসি সুরতেজো মহাবলে। প্রবিশ্য তিষ্ঠ যজ্ঞে হস্মিন্ যাবৎ পূজাং করোম্যহম্॥'' ততঃপর দেবীর হৃদয়ে হস্ত স্পর্শ করিয়া নিম্নলিখিত পঞ্চমন্ত্র জপ করিবেন। যথা—

''ওঁ হংসঃ শুচিষদ্ বসুরন্তরিক্ষসদ্ধোতা বেদিষদতিথির্দুরোণসৎ। নৃষদ্বরসদৃত সদ্ব্যোমসদজ্জা গোজা ঋতজ্জা অদ্রিজা ঋতং বৃহৎ॥১॥ ওঁ প্র তদ্‌বিষ্ণুস্তবতে বীর্য্যেন মৃগো ন ভীমঃ কুচরো গিরিষ্ঠাঃ। যস্যোরুষু ত্রিষু বিক্রমণেষ্বধিক্ষিয়ন্তি ভুবনানি বিশ্বা॥ ২॥ ওঁ বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু ত্বষ্টা রূপাণি পিংষতু। আসিঞ্চতু প্রজাপতির্ধাতা গর্ভং দধাতু তে॥ ৩॥ ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ॥৪॥ ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্ধনং। উর্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্মুক্ষীয় মামৃতাৎ॥ ৫॥

অতঃপর প্রতিমাস্থ দেবতাগণের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবেন। যথা—''ওঁ আং হ্রীং ইত্যাদি শ্রীগণেশস্য প্রাণাঃ ইহ প্রাণাঃ ইত্যাদি।'' এইক্রমে—''ওঁ আং হ্রীং ইত্যাদি শ্রীলক্ষ্ম্যাঃ প্রাণাঃ ইহ প্রাণাঃ।'' ওঁ আং হ্রীং ইত্যাদি শ্রীকার্তিকেয়স্য প্রাণাঃ ইহ প্রাণাঃ। ওঁ আং হ্রীং ইত্যাদি শ্রীসরস্বত্যাঃ প্রাণাঃ ইহ প্রাণাঃ। ওঁ আং হ্রীং ইত্যাদি মহাসিংহস্য প্রাণাঃ ইহ প্রাণাঃ।'' ওঁ আং হ্রীং ইত্যাদি মহিষাসুরস্য প্রাণাঃ ইহ প্রাণাঃ। ওঁ আং হ্রীং ইত্যাদি নাগপাশস্য প্রাণাঃ ইহ প্রাণাঃ। ওঁ আং হ্রীং ইত্যাদি মূষিকস্য প্রাণাঃ ইহ প্রাণাঃ। ওঁ আং হ্রীং ইত্যাদি ময়ূরস্য প্রাণাঃ ইহ প্রাণাঃ। ওঁ আং হ্রীং ইত্যাদি পেচকস্য প্রাণাঃ ইহ প্রাণাঃ। ওঁ আং হ্রীং ইত্যাদি হংসস্য

প্রাণাঃ ইহ প্রাণাঃ।।'' অনন্তর পুনরায় দেবীশরীরে ''ওঁ দুর্গে হৃদয়ায় নমঃ'' ইত্যাদি মন্ত্রে ষড়ঙ্গন্যাস পূর্বক ''হ্রীং'' মন্ত্রে বারত্রয় পুষ্পাঞ্জলি দিবেন। অতঃপর গণেশাদির পূজা করিবেন।

কূর্ম মুদ্রা

গণেশাদির পূজা—গণেশের ঘটে গণেশের ধ্যানান্তে যথাশক্তি উপচারে পূজা করিবেন। **ধ্যান**, যথা—''ওঁ সিন্দুরাভং ত্রিনেত্রং পৃথুতরং জঠরং হস্তপদ্মৈর্দধানং, দন্তং পাশাঙ্কুশেষ্টান্যুরুকর বিলসদ্বীজ পুরাভিরামং। বালেন্দুদ্যুতি মৌলিং করিপতি বদনং দানং পুরাগ্রগণ্ডং, ভোগীন্দ্রাবদ্ধভুষং ভজত গণপতিং রক্তবস্ত্রাঙ্গরাগম্।।''

প্রকারান্তর ধ্যান—ওঁ খর্বং স্থূলতনুং গজেন্দ্রবদনং লম্বোদরং সুন্দরম্, প্রস্যন্দন্মদ গন্ধলুব্ধ মধুপ ব্যালোল গণ্ডস্থলম্। দন্তাঘাত বিদারিতারিরুধিরৈঃ সিন্দুর শোভাকরং, বন্দে শৈলসুতাসুতং গণপতিং সিদ্ধিপ্রদং কামদম্।।'' ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বর্গণপতে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃহাণ।।'' এইরূপে আবাহন পূর্বক ''ওঁ গাং গণেশায় নমঃ।'' মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিবেন ও প্রণাম করিবেন।

প্রণাম মন্ত্র—''ওঁ সর্ববিঘ্নহরো দেব একদন্তো গজানন। দেবীগৃহে হর্চিতঃ প্রীত্যা সর্ববিঘ্ন বিনাশক॥ ওঁ একদন্তং মহাকায়ং লম্বোদরং গজানন। বিঘ্ননাশকরং দেবং হেরম্বং প্রণমাম্যহম্।।'' পরে ধ্যানান্তে **সূর্যের** পূজা করিবেন। **ধ্যান**—''ওঁ রক্তাম্বুজাসন মশেষগুণৈকসিন্ধুং, ভানুং সমস্ত জগতা মধিপং ভজামি। পদ্মদ্বয়াভয়বরাণ্ দধতং করাব্জৈ, র্মাণিক্যমৌলিং মরুণাঙ্গরুচিং ত্রিনেত্রম্।।'' ধ্যানান্তে ''শ্রীসূর্য্য ইহাগচ্ছ'' ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন পূর্বক ''ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ'' মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজা পূর্বক প্রণাম করিবেন। **প্রণাম মন্ত্র**— ''ওঁ জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্। ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতো হস্মি দিবাকরম্।।'' অতঃপর ধ্যানান্তে **বিষ্ণুর** পূজা করিবেন। **ধ্যান**—''ওঁ ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্তী, নারায়ণঃ সরসিজাসন সন্নিবিষ্টঃ। কেয়ূরবান্ কনককুণ্ডলবান
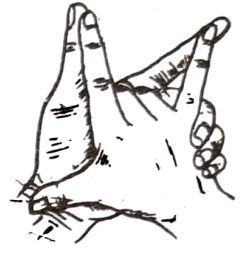
কিরীটিহারী হিরন্ময়বপু-র্ধৃতশঙ্খচক্রঃ।।'' ধ্যানান্তে আবাহন পূর্বক (শালগ্রামে আবাহন নাই)। পাদ্যাদি দ্বারা ''ওঁ বিষ্ণবে নমঃ'' মন্ত্রে পূজা করিয়া প্রণাম করিবেন। **প্রণাম মন্ত্র**—''ওঁ নমো ব্রহ্মণ্য দেবায় গোব্রাহ্মণ হিতায় চ। জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।।'' অতঃপর ধ্যানান্তে **শিবপূজা** করিবেন। **ধ্যান**—''ওঁ ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং, রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশুমৃগবরাভীতিহস্তং প্রসন্নম্। পদ্মাসীনং সমন্তাৎ স্তুত-মমরগণৈর্ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং, বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রম্।।'' ধ্যানান্তে আবাহন পূর্বক ''ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ'' মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিয়া প্রণাম করিবেন। **প্রণাম মন্ত্র**—''ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয় হেতবে। নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর॥ অতঃপর **জয়দুর্গার** ধ্যানান্তে পূজা করিবেন। **ধ্যান**—''ওঁ কালাভ্রাভাং কটাক্ষৈ-ররিকুলভয়দাং মৌলিবদ্ধেন্দুরেখাং, শঙ্খং চক্রং কৃপাণং ত্রিশিখমপি করৈরুদ্বহন্তীং ত্রিনেত্রাম্। সিংহস্কন্ধাধিরূঢ়াং ত্রিভুবনমখিলং তেজসাপূরয়ন্তীং, ধ্যায়েদ্দুর্গাং জয়াখ্যাং ত্রিদশপরিবৃতাং সেবিতাং সিদ্ধিকামৈঃ।। ধ্যানান্তে—''ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ'' মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিয়া প্রণাম করিবেন। **প্রণাম মন্ত্র**—''ওঁ সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থ সাধিকে। শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোহস্তুতে।।'' অতঃপর শ্রীরামচন্দ্রের এবং আদিত্যাদি নবগ্রহ, মৎস্যাদি দশাবতার, ইন্দ্রাদিদশদিক পাল, কাল্যাদি দশমহাবিদ্যা প্রভৃতির পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া দেবীর প্রধান পূজা করিবেন।

প্রধান পূজা—কূর্মমুদ্রায় পুষ্পাদি লইয়া ''ওঁ জটাজুট'' ইত্যাদি মন্ত্রে (পৃঃ ২৭) ধ্যান করিয়া পুষ্পটি ঘটে দিয়া ষোড়শোপচারে দেবীর পূজা করিবেন। **আসন**—''বং এতস্মৈ রজতাসনায় নমঃ।'' মন্ত্র তিনবার পাঠপূর্বক তিনবার কুশোদকে অভ্যুক্ষণ করিয়া, ''এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতস্মৈ রজতাসনায় নমঃ।'' মন্ত্রে আসনে গন্ধপুষ্প দিয়া, ''এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ'' মন্ত্রে নারায়ণে পুষ্প দিয়া, ''এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় হ্রীং ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ।'' এইরূপে প্রতিটি দ্রব্যের অর্চনা করিয়া তত্তৎ মন্ত্র পাঠান্তে দেবীকে নিবেদন করিবেন। **মন্ত্র**—''ওঁ আসনং গৃহ্ণ চার্বঙ্গি চণ্ডিকে পরমেশ্বরি।

ভজস্ব জগতাং মাতঃ স্থানং মে দেহি চণ্ডিকে ॥ ইদং রজতাসনং ওঁ জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী। দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী স্বাহা স্বধা নমো হস্তুতে ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ ॥''

স্বাগত—''ওঁ ভগবতি দুর্গে স্বাগতম্ সুস্বাগতম্। ওঁ কৃতার্থো হ্নুগৃহীতো হস্মি সফলং জীবিতং মম। আগতাসি যতো দুর্গে মাহেশ্বরী মমালয়ম্ ॥''

পাদ্য—''ওঁ পাদ্যং গৃহ্ণ মহাদেবি সর্ব্বদুঃখাপহারক। ত্রায়স্ব বরদে দেবি নমস্তে শঙ্করপ্রিয়ে ॥ এতৎ পাদ্যং ওঁ জয়ন্তী মঙ্গলা কালী......ইত্যাদি।

অর্ঘ্য—(গন্ধপুষ্পাক্ষত, জবাপুষ্প, কুশাগ্র, দূর্বা ও বিল্বপত্র দ্বারা শঙ্খে অর্ঘ্য সাজাইয়া অর্চনা করতঃ)—''ওঁ দূর্বাক্ষত সমাযুক্তং বিল্বপত্রং তথাপরম্। শোভনং শঙ্খপাত্রস্থং গৃহাণার্ঘ্যং হরপ্রিয়ে ॥ নানাতীর্থোদ্ভবং বারি কুঙ্কুমাদিসুশীতলং। গৃহাণার্ঘ্যমিদং দেবি বিশ্বেশ্বরি নমো হস্তুতে॥ ইদমর্ঘ্যং (যজুঃ—এষো হর্ঘ্য) ওঁ জয়ন্তী মঙ্গলা কালী...... ইত্যাদি।

আচমনীয়—(জাতীফল, লবঙ্গ কক্কোলচূর্ণ সহ আচমনীয় জল)—''ওঁ মন্দাকিন্যাস্তু যদ্বারি সর্বপাপহরং শুভং। গৃহাণাচমনীয় ত্বং ময়া ভক্ত্যা নিবেদিতম্ ॥ ইমাং আপো ময়া ভক্ত্যা তব পাণিতলেৰ্পিতাঃ। আচাময় মহাদেবী প্রীতা শান্তিং প্রযচ্ছ মে ॥'' ইদমাচমনীম্ ওঁ জয়ন্তী মঙ্গলাকালী............ ইত্যাদি।

মধুপর্ক—''ওঁ মধুপর্কং মহাদেবি ব্রহ্মাদ্যৈঃ পরিকল্পিতম্। ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা গৃহাণ পরমেশ্বরি ॥ এষ মধুপর্কঃ ওঁ জয়ন্তী মঙ্গলা কালী............. ইত্যাদি।

তত্ত্বমুদ্রা

পুনরাচমনীয়—আচমনীয় দানের মন্ত্রে দিবেন।

স্নানীয়—সুবাসিত শীতল জল লইয়া অর্চনান্তে—''ওঁ জলঞ্চ শীতলং স্বচ্ছং নিত্যং শুদ্ধ মনোহরং। স্নানার্থং তে ময়া ভক্ত্যা কল্পিতঃ প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥'' ইদং স্নানীয়োদকং ওঁ জয়ন্তী মঙ্গলা কালী.......... ইত্যাদি।

বস্ত্র—অর্চনা পূর্বক, ''ওঁ বহুতন্তু সমাযুক্তং পট্টসূত্রাদিনির্মিতম্। বাসোদেবি সুশুক্লঞ্চ গৃহাণ পরমেশ্বরি ॥ তন্তুসন্তানসন্নধ্বং রঞ্জিতং রাগবস্তুনা। দুর্গে দেবি ভজ প্রীতিং বাসস্তে পরিধীয়তাম্ ॥'' ইদম্ বস্ত্রম্ ওঁ জয়ন্তী মঙ্গলা কালী......... ইত্যাদি।

আভরণ—''ওঁ দিব্যরত্ন সমাযুক্তাবহ্নিভানুসমপ্রভাঃ। গাত্রাণি শোভয়িষ্যন্তি অলঙ্কারা সুরেশ্বরি ॥'' ইদং আভরণং ওঁ জয়ন্তী মঙ্গলা কালী...... ইত্যাদি।

গন্ধ—অগুরু, চন্দন ও কর্পূর মিশ্রিত করিয়া অর্চনান্তে—''ওঁ শরীরং তে ন জানামি চেষ্টাং নৈব চ নৈব চ। ময়া নিবেদিতান্ গন্ধান্ প্রতিগৃহ্য বিলিপ্যতাং ॥'' এষ গন্ধঃ ওঁ জয়ন্তী মঙ্গলা কালী............... ইত্যাদি।

পুষ্প—যথারীতি অর্চনান্তে—''ওঁ পুষ্পং মনোরমং দিব্যং সুগন্ধি দেব নির্মিতং। হৃদ্যমদ্ভুতমাঘ্রেয় দেবি দত্তং প্রগৃহ্যতাম্ ॥'' এতৎ পুষ্পম্ ওঁ জয়ন্তী মঙ্গলা কালী .... ইত্যাদি।

ধূপ—যথারীতি অর্চনা করিয়া—''ওঁ বনস্পতিরসো দিব্যো গন্ধর্বাসুরভোজনঃ। ময়া নিবেদিতা ভক্ত্যা ধূপো হয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥'' এষ ধূপঃ ওঁ জয়ন্তী মঙ্গলা কালী..... ইত্যাদি। ''ওঁ জয়ধ্বনি মন্ত্র মাতঃ স্বাহা।'' মন্ত্রে ঘণ্টা পূজা করিয়া বামহস্তে ঘণ্টাবাদ্য পূর্বক ধূপ দশবার দেবীর নাসারন্ধ্রের উদ্দেশ্যে ঘুরাইয়া দেবীর বামপার্শ্বে রাখিবেন।

দীপ—যথাবিধি অর্চনান্তে—''ওঁ অগ্নির্জ্যোতি রবির্জ্যোতিশ্চন্দ্রজ্যোতিস্তথৈব চ। জ্যোতিষামুত্তমো দুর্গে দীপো হয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥'' এষ দীপঃ ওঁ জয়ন্তী মঙ্গলা কালী..... ইত্যাদি। (পূর্ব্ববৎ ঘণ্টাধ্বনি সহকারে প্রদীপ দেবীর উর্ধ্বনেত্রের উদ্দেশ্যে ঘুরাইয়া দেবীর দক্ষিণ ভাগে স্থাপন করিবেন)।

অঞ্জন—বিল্বপত্রে ঘৃতদ্বারা কাজল করিয়া তাহা যথানিয়মে অর্চনা পূর্বক—"ওঁ নমস্তে সর্বদেবেশি নমস্তে শঙ্করপ্রিয়ে। চক্ষুষামঞ্জনং হৃদ্যং দেবি দত্তং প্রগৃহ্যতাম্॥ এতদঞ্জনং ওঁ জয়ন্তী মঙ্গলা কালী............. ইত্যাদি।

ফলমূল—যথাবিহিত অর্চনা পূর্বক—"ওঁ ফলমূলানি সর্বাণি গ্রাম্যরণ্যানি যানি চ। নানাবিধ সুগন্ধাণি গৃহ্ন দেবি মমাচিরং। এতানি ফলমূলানি ওঁ জয়ন্তী মঙ্গলা কালী...... ইত্যাদি।

নৈবেদ্য—যথারীতি অর্চনা পূর্বক তদুপরি আটবার মূলমন্ত্র জপান্তে ধেনুমুদ্রা দ্বারা আচ্ছাদন পূর্বক বলিবেন—"ওঁ আমান্নং ঘৃত সংযুক্তং নানাবস্তুসমন্বিতং। ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা গৃহাণ হরবল্লভে॥ এতৎ নৈবেদ্যং ওঁ জয়ন্তী মঙ্গলা কালী............ ইত্যাদি নিবেদয়ামি স্বাহা।" অতঃপর পঞ্চগ্রাসমুদ্রা প্রদর্শন করাইবেন। মন্ত্র, যথা—"ওঁ প্রাণায় স্বাহা। ওঁ অপানায় স্বাহা। ওঁ সমানায় স্বাহা। ওঁ উদানায় স্বাহা। ওঁ ব্যানায় স্বাহা।'

পুনরাচমনীয়—(পূর্ববৎ 'মন্দাকিন্যাস্তু যদ্বারি' মন্ত্রে দিবেন)।

অন্নব্যঞ্জন—যথাবিধি অর্চনা করিয়া "ওঁ অন্নং চতুর্বিধং স্বাদুরসৈ" ষড়্ভিঃ সমন্বিতং। উত্তমং প্রাণদং চৈব গৃহাণ মমভাবতঃ॥ এতদন্নম্ ওঁ জয়ন্তী মঙ্গল কালী..... ইত্যাদি।

পুনরাচমনীয় (পূর্ববৎ ভাবে দিবেন)।

পরমান্ন—যথারীতি অর্চনা পূর্বক—"ওঁ গব্যং সর্পি পয়োযুক্তং নানামধুর সংযুতং। ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা পায়সং প্রতিগৃহ্যতাম্॥ এতৎ পরমান্নং ওঁ জয়ন্তী মঙ্গলা কালী....... ইত্যাদি।

পিষ্টক—যথাবিধি অর্চনা পূর্বক—ওঁ অমৃতৈরেচিতং দিব্যং নানারূপবিনির্মিতং। পিষ্টকং বিবিধং দেবিং গৃহাণ মম ভাবতঃ॥ ইদং পিষ্টকং ওঁ জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ....ইত্যাদি।

মোদক (মুড়কী) যথারীতি অর্চনা পূর্বক—"ওঁ মোদকং স্বাদুসংযুক্তং শর্করাদিবিনির্মিতং। সুরসং মধুরং ভোজ্যং দেবি ত্বং প্রতিগৃহ্যতাম্॥ ইদং মোদকম্ ওঁ জয়ন্তী মঙ্গলা কালী..... ইত্যাদি।

পানীয় জল (কর্পূরাদি মিশ্রিত সুবাসিত জল লইয়া) যথাবিধি অর্চনান্তে—"ওঁ জলঞ্চ শীতলং স্বচ্ছং সুগন্ধি সুমনোহরম্। ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা পানীয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্॥ এতৎ পানীয়ম্ ওঁ জয়ন্তী মঙ্গলা কালী........... ইত্যাদি।

তাম্বুল—যথারীতি অর্চনান্তে—"ওঁ ফলপত্রসমাযুক্তং কর্পূরেণ সুবাসিতং। ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা তাম্বুলং প্রতিগৃহ্যতাম্॥ এতৎ তাম্বুলং ওঁ জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ....ইত্যাদি।

অষ্টোত্তর শত দূর্বা—যথারীতি অর্চনান্তে—"ওঁ নমস্তে সর্বগে দেবি নমস্তে সুখমোক্ষদে। দূর্বাং গৃহাণ দেবি ত্বং মাং নিস্তারয় সর্বতঃ॥ এষাঃ দূর্বাঃ ওঁ জয়ন্তী মঙ্গলা কালী....... ইত্যাদি।

শ্রীফলপত্রমাল্য—যথারীতি অর্চনা পূর্বক—"ওঁ অমৃতোদ্ভবং শ্রীযুক্তং মহাদেব প্রিয়ং সদা। পবিত্রং তে প্রযচ্ছামি শ্রীফলীয়ং সুরেশ্বরি॥ এতৎ শ্রীফলপত্র মাল্যম্ ও জয়ন্তী মঙ্গলা কালী.......... ইত্যাদি।

পুষ্পমাল্য—যথারীতি অর্চনান্তে—"ওঁ সূত্রেণ গ্রথিতং মাল্যং নানাপুষ্প সমন্বিতং। শ্রীযুক্ত লম্বমানঞ্চ গৃহাণ পরমেশ্বরি॥ এতৎ পুষ্পমাল্যম্ ওঁ জয়ন্তী মঙ্গলা কালী...... ইত্যাদি। অতঃপর—"ওঁ চণ্ডিকায়ৈ বিদ্মহে ভগবত্যৈ ধীমহি তন্নো গৌরী প্রচোদয়াৎ॥" দশবার জপ পূর্বক "ওঁ গুহ্যাতিগুহ্য" ইত্যাদি মন্ত্রে জপ সমর্পণ করতঃ মন্ত্র পাঠ পূর্বক তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিবেন, মন্ত্র, যথা—"ওঁ জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী। দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী স্বাহা স্বধা

নমো হ্স্তুতে॥ ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ॥'' অনন্তর ''হ্রীং'' মন্ত্রে সিন্দুর তিলক দিবেন। অতঃপর দর্পণ দর্শন করাইয়া চামর ব্যজন পূর্বক ঘণ্টা প্রভৃতি বাদ্যাদি করিবেন। অতঃপর কার্তিক, লক্ষ্মী ও সরস্বতীর যথাশক্তি উপচারে পূজা করিবেন।

কার্তিকেয়ের ধ্যান—''ওঁ শম্ভোর্নন্দন মগ্নিবর্চসসুদারাদীন্দ্র পুত্রীসুতং, শান্তং শক্তিধরং ষড়াননমলঙ্কারৈরলঙ্কৃতম্। ভাসা নির্জিত হেমকুঙ্কুমগরুদ্ গোরচনাশোণিতং, ধ্যায়েদ্দৈত্যকুলার্দ্দিনঃ সুরনুতং তং কার্তিকেয়ং মহঃ॥'' ধ্যানান্তে—''ওঁ কাং কার্তিকেয় ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ। মন্ত্রে আবাহন পূর্বক ''ওঁ কাং কার্তিকেয়ায় নমঃ॥'' মন্ত্রে যথাশক্তি উপচারে পূজা করিবেন। পরে প্রার্থনা মন্ত্র পাঠ ও প্রণাম মন্ত্রে প্রণাম করিবেন।

প্রার্থনা মন্ত্র—''ওঁ কার্তিকেয় মহাভাগ গৌরী হৃদয় নন্দন। কুমার রক্ষ মাং দেব দৈত্যার্দন নমো হ্স্তুতে॥''

প্রণাম—''ওঁ প্রীয়তাং দেবসেনানীঃ সম্পাদয়তু হৃদ্গতং, রুদ্রপুত্র নমস্তে হ্স্তু শক্তিহস্ত নমো হ্স্তুতে।''

লক্ষ্মীর ধ্যান—''ওঁ কান্ত্যা কাঞ্চনসন্নিভাং হিমগিরিপ্রখ্যৈশ্চতুর্ভির্গজৈঃ, হস্তোৎক্ষিপ্ত হিরন্ময়ামৃতঘটৈরাসিচ্যমানাং শ্রিয়ম্। বিভ্রাণাং বরমব্জযুগ্মমভয়ং হস্তৈঃ কিরীটোজ্জ্বলাং; ক্ষৌমাবদ্ধনিতম্ববিম্বললিতাং বন্দে হ্রবিন্দস্থিতাম্॥'' ধ্যানান্তে—''ওঁ শ্রীং লক্ষ্মীদেবি ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ'' ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন পূর্বক ''ওঁ শ্রীং লক্ষ্ম্যৈ নমঃ।'' মন্ত্রে যথাশক্তি উপচার দ্বারা পূজা করিয়া প্রণাম করিবেন।

প্রার্থনা—''ওঁ নমস্তে সর্বদেবানাং বরদাসি হরিপ্রিয়ে। যা গতিস্ত্বং প্রপন্নানাং সা মে ভূয়া ত্বদর্চনাৎ॥''

প্রকারান্তর ধ্যান—''ওঁ পাশাক্ষমালিকাম্ভোজ সৃণিভির্যাম্য সৌম্যয়োঃ। পদ্মাসনস্থাং ধ্যায়েচ্চ শ্রিয়ং ত্রৈলোক্য মাতরম্॥ গৌরবর্ণাং সুরূপাঞ্চ সর্বালঙ্কার ভূষিতাম্। রৌক্মপদ্ম ব্যগ্রকরাং বরদাং দক্ষিণেন তু॥'' পূজামন্ত্র—''ওঁ শ্রীং লক্ষ্মীদেব্যৈ নমঃ।''

প্রণাম—''ওঁ বিশ্বরূপস্য ভার্য্যাসি পদ্মে পদ্মালয়ে শুভে। সর্বতঃ পাহি মাং দেবি মহালক্ষ্মী নমো হ্স্তুতে॥''

সরস্বতীর ধ্যান—''ওঁ তরুণ শকলমিন্দোর্বিভ্রতী শুভ্রকান্তিঃ; কুচভরণমিতাঙ্গী সন্নিষণ্ণা সিতাব্জে। নিজকরকমলোদ্যল্লেখনী পুস্তক শ্রীঃ, সকল বিভব সিদ্ধ্যৈ পাতু বাগ্দেবতা নঃ॥'' ধ্যানান্তে—''ওঁ ঐং সরস্বতি ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ'' ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন পূর্বক ''ওঁ ঐং সরস্বত্যৈ নমঃ'' মন্ত্রে যথাশক্তি উপচারে পূজা করিবেন। অতঃপর প্রণাম করিবেন।

প্রণাম—''ওঁ সরস্বতি মহাভাগে বিদ্যে কমল লোচনে। বিদ্যারূপে বিশালাক্ষী বিদ্যাং দেহি নমো হ্স্তুতে॥'' অতঃপর সিংহের পূজা করিবেন।

সিংহের ধ্যান—ওঁ সিংহস্ত্বং হরিরূপো হ্সি স্বয়ং বিষ্ণুর্নসংশয়ঃ। পার্বত্যা বাহনং ত্বং হি অতঃ পূজামিত্বামহম্॥''—ইতি কালীবিলাস তন্ত্র।

ধ্যানান্তে—''ওঁ মহাসিংহ ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ'' ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন পূর্বক—''ওঁ বজ্রনখদংষ্ট্রায়ুধায় মহাসিংহায় হুং ফট্ নমঃ।'' মন্ত্রে সিংহের যথাশক্তি উপচারে পূজা করিয়া প্রণাম করিবেন।

প্রণাম—''ওঁ আসনঞ্চাসি দুর্গায়া নানালঙ্কারভূষিতং। মেরুশৃঙ্গপ্রতীকাশং সিংহাসন নমো হ্স্তুতে॥'' অতঃপর মহিষাসুরের ধ্যানান্তে পূজা করিবেন।

মহিষাসুরের ধ্যান—''ওঁ মহিষস্ত্বং মহাবীর বিশ্বরূপ সদাশিব। অতস্ত্বং পূজয়িষ্যামি ত্বং ক্ষমস্ব মহিষাসুর॥'' ধ্যানান্তে—''ওঁ হ্রীং হ্রীং হং মহিষায় হূং হূং হ্রীং মহিষাসুরায়॥'' অশক্ত পক্ষে— ''ওঁ মহিষাসুরায় নমঃ।'' মন্ত্রে যথাসাধ্য উপচারে পূজা পূর্বক প্রণাম করিবেন।

প্রণাম—''ওঁ মহিষাসুর মহাবীর সর্বারিষ্ট বিনাশন। দেবী গৃহেহস্থিতো ভক্ত্যা পূজাং গৃহ্ণ প্রসীদ মে॥'' অতঃপর (১) মুষিক, (২) ময়ূর, (৩) নাগপাশ, (৪) হংস, (৫) পেচক ইত্যাদির আবাহন পূর্বক পঞ্চোপচারে পূজা করিবেন।

মূষিকের ''ওঁ মূষিক ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ'' ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন পূর্বক, ওঁ হ্রীং হ্রীং মূষিকায় হ্রীং'' মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা করিবেন।

মূষিকের প্রণাম—"ওঁ বৃষাকার মহাভাগ বৃষরূপ মহাবল। কর্মরূপ বৃষস্তং হি গণেশস্য চ বাহনম্॥" "মূলমন্ত্র—"হ্রীং হ্রীং মূষিকায় হ্রীং॥"

ময়ূরের "ওঁ ময়ূর ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইত্যাদি মন্ত্রে ময়ূরের আবাহন করিয়া পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া প্রণাম করিবেন।

ময়ূরের প্রণাম—"ওঁ নানাচিত্রবিচিত্রাঙ্গ গরুড়াজ্জননং তব। অনন্তশক্তি সংযুক্ত কালাহির্ভক্ষণং তব॥ গরুড়স্ত্বং মহাভাগ অতস্ত্বাং প্রণমাম্যহম্॥"

নাগপাশের "ওঁ নাগপাশ ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন পূর্বক পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া প্রণাম করিবেন। "ওঁ নাগপাশায় নমঃ।" মন্ত্রে পূজা করিয়া প্রণাম করিবেন।

প্রণাম—"ওঁ পাশ ত্বং নাগরূপো হৃসি বিষপূর্ণো বিষোদ্ভবঃ। শত্রূণাং দুঃসহো নিত্যং নাগপাশ নমো হস্তুতে॥

অতঃপর এতে গন্ধপুষ্পে-ওঁ পেচকায় নমঃ মন্ত্রে পেচকের। এবং "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হংসায় নমঃ মন্ত্রে হংসের পূজা করিয়া দেবীর বামে জয়ার আবাহন করিবেন। যথা—

"ওঁ জয়ে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন পূর্বক ধ্যানান্তে পূজা করিবেন।

জয়ার ধ্যান—"ওঁ তপ্তকাঞ্চন সঙ্কাশাং দ্বিভুজাং লোললোচনাম্। কটাক্ষবিশিখোপেতাং দিগম্বর পরিচ্ছদাম্। দিব্যাভরণ সংযুক্তাং ধ্যায়েৎ সিদ্ধিপ্রদায়িনী॥" ওঁ হ্রীং হ্রীং জয়ায়ৈ হ্রীং হ্রীং।

অতঃপর দেবীর দক্ষিণে বিজয়ার ধ্যান করিবেন। ধ্যান—"ওঁ দলিতাঞ্জন সঙ্কাশাং দ্বিভুজাং খঞ্জনেক্ষণাম্। কটাক্ষ বিশিখোদ্দীপ্তাং অঞ্জনাঙ্কিত লোচনাম্॥ দিব্যাম্বর পরিধানাং নানারত্নবিভুষিতাম্। ধ্যায়েত্তাং বিজয়াং নিত্যং সর্বসিদ্ধি প্রদায়িনীম্॥ ধ্যানান্তে—"ওঁ বিজয়ে ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন পূর্বক "ঐং হ্রীং বিজয়ে হ্রীং ঐং মন্ত্রে পূজা করিবেন।

নবপত্রিকা পূজা—"ওঁ রম্ভাধিষ্ঠাত্রি ব্রহ্মাণি ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন পূর্বক "ওঁ রম্ভাধিষ্ঠাত্র্যৈ ব্রহ্মাণ্যৈ নমঃ।" মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিয়া প্রণাম করিবেন। **প্রণাম**—"ওঁ দুর্গে দেবি সমাগচ্ছ সন্নিধ্যমিহকল্পয়। রম্ভারূপেণ সর্বত্র শান্তিং কুরু নমোহস্তুতে॥ ওঁ রম্ভাধিষ্ঠাত্র্যৈ ব্রহ্মাণ্যৈ নমঃ॥১॥ কচ্চ্যধিষ্ঠাত্রী কালিকার আবাহন পূর্বক—"ওঁ কচ্চ্যধিষ্ঠাত্র্যৈ কালিকায়ৈ নমঃ" মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজা পূর্বক প্রণাম করিবেন। **প্রণাম**—"ওঁ মহিষাসুর যুদ্ধেষু কচীভূতাসি সুব্রতে। মম চানুগ্রহার্থায় আগতাসি হরপ্রিয়ে॥ ওঁ কচ্চ্যধিষ্ঠাত্র্যৈ কালিকায়ৈ নমঃ॥ ২॥ হরিদ্রাধিষ্ঠাত্রী দুর্গে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন পূর্বক—"ওঁ হরিদ্রাধিষ্ঠাত্র্যৈ দুর্গায়ৈ নমঃ" মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজা পূর্বক প্রণাম করিবেন। **প্রণাম**—"ওঁ হরিদ্রে বরদে দেবি উমারূপাসি সুব্রতে। মম বিঘ্নবিনাশায় পূজাং গৃহ্ণ প্রসীদ মে॥ ওঁ হরিদ্রাধিষ্ঠাত্র্যৈ দুর্গায়ৈ নমঃ॥ ৩॥ জয়ন্ত্যাধিষ্ঠাত্রী কার্ত্তিকী ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন পূর্বক—"ওঁ জয়ন্ত্যাধিষ্ঠাত্র্যৈ কার্ত্তিক্যৈ নমঃ" মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজা পূর্বক প্রণাম করিবেন। **প্রণাম**—"ওঁ নিশুম্ভশুম্ভমথনে সৈন্দ্রৈর্দেবগণৈঃ সহ। জয়ন্তি পূজিতাসি ত্বম্ অস্মাকং বরদা ভব॥ ওঁ জয়ন্ত্যাধিষ্ঠাত্র্যৈ কার্ত্তিক্যৈ নমঃ॥ ৪॥ বিল্বাধিষ্ঠাত্রী শিবার—"বিল্বাধিষ্ঠাত্রী শিবে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন পূর্বক—"ওঁ বিল্বাধিষ্ঠাত্র্যৈ শিবায়ৈ নমঃ।" মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজা পূর্বক প্রণাম করিবেন। **প্রণাম**—"ওঁ মহাদেব প্রিয়করো বাসুদেব প্রিয়ঃ সদা। উমা প্রীতিকরো বৃক্ষ বিল্বরূপ নমো হস্তুতে॥ ওঁ বিল্বাধিষ্ঠাত্র্যৈ শিবায়ৈ নমঃ॥ ৫॥ "দাড়িম্বাধিষ্ঠাত্রী রক্তদন্তিকা ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন পূর্বক—"ওঁ দাড়িম্বাধিষ্ঠাত্র্যৈ রক্তদন্তিকায়ৈ নমঃ।" মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিয়া প্রণাম করিবেন। **প্রণাম**—"ওঁ দাড়িমি ত্বং পুরা যুদ্ধে রক্তবীজস্য সম্মুখে। উমাকার্য্যকরী যস্মাদ্ অস্মাকং বরদা ভব॥ ওঁ দাড়িম্বাধিষ্ঠাত্র্যৈ রক্তদন্তিকায়ৈ নমঃ॥৬॥" ওঁ অশোকাধিষ্ঠাত্র্যৈ শোকরহিতে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন পূর্বক—"ওঁ অশোকাধিষ্ঠাত্র্যৈ শোকরহিতায়ৈ নমঃ" মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজা পূর্বক প্রণাম করিবেন। **প্রণাম**—"ওঁ হরপ্রীতি করো বৃক্ষোহ্যশোকঃ শোকনাশনঃ। দুর্গাপ্রীতিকরো যস্মান্মামশোকং সদা কুরু॥ ওঁ অশোকাধিষ্ঠাত্র্যৈ শোকরহিতায়ৈ নমঃ॥৭॥ "ওঁ মানাধিষ্ঠাত্রী চামুণ্ডে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন পূর্বক—'ওঁ মানাধিষ্ঠাত্র্যৈ

চামুণ্ডায়ৈনমঃ।'' মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজা পূর্বক প্রণাম করিবেন। **প্রণাম**—''ওঁ যস্য পত্রে বসেদ্দেবী মানবৃক্ষঃ শচীপ্রিয়ঃ। মম চানুগ্রহার্থায় পূজাং গৃহ্ণ প্রসীদ মে॥ ওঁ মান্যাধিষ্ঠাত্র্যৈ চামুণ্ডায়ৈ নমঃ॥ ৮॥ ''ওঁ ধান্যাধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীদেবী ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ'' ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন পূর্বক—''ওঁ ধান্যাধিষ্ঠাত্র্যৈ লক্ষ্ম্যৈ নমঃ'' মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজা পূর্বক প্রণাম করিবেন। **প্রণাম**—''ওঁ জগতঃ প্রাণরক্ষার্থং ব্রহ্মণা নির্মিতং পুরা। উমাপ্রীতিকরং ধান্যং অস্মাকং রক্ষ মাং সদা॥ ওঁ ধান্যাধিষ্ঠাত্র্যৈ লক্ষ্ম্যৈ নমঃ॥ ৯॥ অতঃপর—''ওঁ নবপত্রিকাবাসিনী দুর্গে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ'' ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন পূর্বক, ''ওঁ নবপত্রিকাবাসিন্যৈ দুর্গায়ৈ নমঃ।'' মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজা পূর্বক প্রণাম করিবেন। **প্রণাম**—''ওঁ পত্রিকে নবদুর্গে ত্বং মহাদেব মনোরমে। পূজাং সমস্তাং সংগৃহ্য রক্ষ মাং ত্রিদশেশ্বরি॥ ওঁ নবপত্রিকাবাসিন্যৈ দুর্গায়ৈ নমঃ॥'' অতঃপর আবরণ পূজা করিবেন।

আবরণ পূজা—''ওঁ আবরণ দেবতা ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ'' ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন পূর্বক,—অগ্ন্যাদি চতুষ্কোণে—''এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ দুর্গে হৃদয়ায় নমঃ'' মন্ত্রে গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন। এইক্রমে—''ওঁ দুর্গে শিরসি স্বাহা।'' ওঁ দুর্গায়ৈ শিখায়ৈ বষট্। ওঁ ভূতরক্ষণি কবচায় হুং।'' দেবীর সম্মুখে—''ওঁ দুর্গায়ৈ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। চতুর্দিকে—''ওঁ দুর্গায়ৈ অস্ত্রায় ফট্॥'' অতঃপর ইন্দ্রাদি দিকপালগণের পূজা করিবেন।

ইন্দ্রাদিদিকপাল পূজা—কেশরের দশদিকে পূজা করিবেন। যথা—(পূর্বে)—''ওঁ লাং ইন্দ্রায় সুরাধিপতয়ে সবজ্রায় সবাহনায় সপরিবারায় নমঃ।' (অগ্নিকোণে)—''ওঁ রাং অগ্নয়ে তেজো ঽধিপতয়ে সশক্তায় সবাহনায় সপরিবারায় নমঃ।'' (দক্ষিণে)—''ওঁ যাং যমায় প্রেতাধিপতয়ে সদণ্ডায় সবাহনায় সপরিবারায় নমঃ॥'' (নৈর্ঋতকোণে)—''ওঁ ক্ষাং নৈর্ঋতয়ে রক্ষো ঽধিপতয়ে সখড়্গায় সবাহনায় সপরিবারায় নমঃ।'' (পশ্চিমে)—''ওঁ বাং বরুণায় জলাধিপতয়ে সপাশায় সবাহনায় সপরিবারায় নমঃ।'' (বায়ুকোণে)—''ওঁ বাং বায়বে প্রাণাধিপতয়ে সাঙ্কুশায় সবাহনায় সপরিবারায় নমঃ।'' (উত্তরে)—''ওঁ ক্ষাং কুবেরায় রক্ষো ঽধিপতয়ে গদাসহিতায় সবাহনায় সপরিবারায় নমঃ।'' (ঈশাণকোণে)—''ওঁ হাং ঈশাণায় গণাধিপতয়ে সশূলায় সবাহনায় সপরিবারায় নমঃ।''

(নৈর্ঋত-পশ্চিমদিকের মধ্যে)—''ওঁ হ্রীং অনন্তায় নাগাধিপতয়ে সচক্রায় সবাহনায় সপরিবারায় নমঃ।'' (পূর্ব ও ঈশানকোণ মধ্যে)—''ওঁ আং ব্রহ্মণে প্রজাধিপতয়ে সপদ্মায় সবাহনায় সপরিবারায় নমঃ।''

অনন্তর বলি প্রদান (পুস্তকের শেষে পৃঃ ৮০) পূর্বক পুষ্পাঞ্জলি দিয়া, ''দুর্গাং শিবাং'' ইত্যাদি স্তোত্র (পৃঃ ৬৭) পাঠান্তে যথাশক্তি মূলমন্ত্র জপ ও ''গুহ্যাতিগুহ্য'' ইত্যাদি মন্ত্রে জপ সমর্পণ করিয়া প্রণাম করিবেন।

প্রণাম—''ওঁ সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থ সাধিকে। শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণি নমো ঽস্তুতে॥'' অনন্তর দেবী মাহাত্ম্য (চণ্ডী) পাঠ, ভোগাদি নিবেদন পূর্বক নিরাজন (আরত্রিক) করিবেন।

শ্রীশ্রীদুর্গাস্তোত্রম্—ওঁ ঐং দুর্গাং শিবাং শান্তিকরীং ব্রহ্মাণীং ব্রহ্মণঃ প্রিয়াম্। সর্বলোক প্রণেত্রীঞ্চ প্রণমামি সদাশিবাং॥ মঙ্গলাং শোভনাং শুদ্ধাং নিষ্কলাং পরমাং কলাম্। বিশ্বেশ্বরীং বিশ্বমাতাং চণ্ডিকাং প্রণমাম্যহম্॥ সর্বদেবময়ীং দেবীং সর্বলোক ভয়াপহাম্। ব্রহ্মেশ বিষ্ণুনমিতাং প্রণমামি উদা উমাম্॥ বিন্ধ্যস্থাং বিন্ধ্যনিলয়াং দিব্যস্থাননিবাসিনীম্। যোগিনীং যোগজননীং চণ্ডিকাং প্রণমাম্যহম্॥ ঈশানমাতরং দেবীমীশ্বরীমীশ্বরপ্রিয়াম্। প্রণতো ঽস্মি সদা দুর্গাং সংসারার্ণবতারিণীম্॥ য ইদং পঠতি স্তোত্রং শৃণুয়াদ্ বাপি যো নরঃ। স মুক্তঃ সর্বপাপেভ্যো মোদতে দুর্গয়া সহ॥ ওঁ আয়ুর্দেহি যশো দেহি ভাগ্যং ভগবতি দেহি মে। পুত্রান্ দেহি ধনং দেহি সর্বান্ কামাংশ্চ দেহি মে॥ প্রচণ্ডে পুত্রদে নিত্যং সুপ্রীতে সুরনায়িকে। কুলদ্যোতকরে চোগ্রে জয়ং দেহি নমো ঽস্তুতে॥ রুদ্রচণ্ডে প্রচণ্ডাসি প্রচণ্ড বলশালিনী। রক্ষ মাং সর্বতো দেবী বিশ্বেশ্বরি নমো ঽস্তুতে॥ দুর্গোত্তারিনী দুর্গে ত্বং সর্বাশুভ নিবারিনী। ধমার্থমোক্ষদে দেবী নিত্যং মে বরদা ভব॥ দুর্গে দুর্গে মহাভাগে ত্রাহি মাং শঙ্কর প্রিয়ে। মহিষাসৃগু মদোন্মত্তে প্রণতো ঽস্মি প্রসীদ মে॥ হর পাপং হর ক্লেশং হর শোকং হরা সুখং। হর রোগং হর ক্ষোভং হর মারীং হরপ্রিয়ে॥ কালি কালি মহাকালি কালিকে পাপহারিণী। ধর্মকামপ্রদে দেবি নারায়ণি নমো ঽস্তুতে॥ সংগ্রামে বিজয়ং দেহি ধনং দেহি—

গৃহে। ধর্মকামার্থ সম্পত্তিং দেহি দেবি নমো হস্তুতে॥ মহিষঘ্নি মহামায়ে চামুণ্ডে মুণ্ডমালিনী। আয়ুরারোগ্য বিজয়ং দেহি দেবি নমোহস্তুতে ॥ আয়ুর্দদাতু মে কালি পুত্রান্ দেহি সদাশিবে। ধনং দেহি মহামায়ে নারসিংহী যশো মম ॥ শিরো মে চণ্ডিকা পাতু কণ্ঠং পাতু মহেশ্বরী। হৃদয়ং পাতু চামুণ্ডা সর্বতঃ পাতু কালিকা ॥ আদ্যাং কুষ্ঠঞ্চ দারিদ্র্যং রোগ শোকঞ্চ দারুণং। বন্ধুস্বজন-বৈরাগ্যং দুর্গে ত্বং হর দুর্গতিং॥ রাজ্যং তস্য প্রতিষ্ঠা চ লক্ষ্মীস্তস্য সদা স্থিরা। প্রভুত্বং তস্য সামর্থ্যং যস্য ত্বং মস্তকোপরি ॥ ধন্যো হহং কৃতকৃত্যো হহং সফলং জীবিতং মম। আগতাসি যতো দুর্গে মাহেশ্বরী মমালয়ং ॥ অর্ঘ্যং পুষ্পঞ্চ নৈবেদ্যং মাল্যং মলয়বাসিনী। গৃহাণ বরদে দেবি কল্যাণং কুরু মে সদা ॥ ওঁ কৃতা পূজা ময়া ভক্ত্যা নবদুর্গে সুরার্চিতে। ভুক্ত্বা ভোগান্ বরং দত্ত্বা কুরু ক্রীড়া যথাসুখং ॥ ওঁ মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং মহেশ্বরি। যদর্চিতং ময়া দেবি পরিপূর্ণং তদস্তু মে॥ গ্রহীতুং শারদীং পূজাং মর্ত্যমণ্ডল সংস্থিতাং। চণ্ডিকে ত্বাং নমামদ্য স্বয়মর্ঘ্যাদি গৃহ্যতাং ॥ কায়েন মনসা বাচা তত্ত্বো নান্যা গতির্মম। অন্তশ্চারেণ ভূতানাং দ্রষ্টী ত্বং পরমেশ্বরি ॥ ওঁ সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থ সাধিকে। শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমো হস্তুতে।॥—ইতি সপ্তমী বিহিত পূজা।

বিঃ দ্রঃ—মহাষ্টমী এবং মহানবমীতেও এই স্তোত্র পাঠ্য।

মহাষ্টমী পূজা

কৃত নিত্যক্রিয় ব্রাহ্মণ শুদ্ধাসনে উপবেশন পূর্বক "হ্রাং হ্রীং হ্রুং ফট্" মন্ত্রে পূজাদ্রব্য সমূহ অবলোকন পূর্বক- আচমন, বিষ্ণুস্মরণ, সামান্যার্ঘ্য স্থাপন, দ্বারপূজা, বিঘ্নাপসারণ, মাষভক্তবলি, আসনশুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি, মাতৃকান্যাসাদি, প্রাণায়াম ও পীঠন্যাস কল্পারম্ভের ন্যায় সমাপ্ত করিয়া "হ্রীং" মন্ত্রে বা জয়ন্তী

মঙ্গল কালী" ইত্যাদি মন্ত্রে বারত্রয় পুষ্পাঞ্জলি দিয়া উষ্ণোদক সহ দন্তকাষ্ঠ নিবেদন করিবেন। মন্ত্র, যথা—"ওঁ আয়ুর্বলং যশো বর্চঃ প্রজাঃ পশু বসূনি চ। ব্রহ্ম প্রজ্ঞাঞ্চ মেধাঞ্চ ত্বন্নো ধেহি বনস্পতে॥ ইদমুষ্ণোদক সহিত দন্তকাষ্ঠং ওঁ জয়ন্তী মঙ্গলা কালী" ইত্যাদি পাঠ পূর্বক "ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ।" এই মন্ত্রে উষ্ণোদক সহ দন্তকাষ্ঠ নিবেদন করিবেন। অতঃপর সপ্তমীর ন্যায় মহাস্নানাদি (পৃঃ ৪৭) সম্পাদন করিবেন। মন্ত্র সমস্তই সপ্তমীর ন্যায় হইবে। শুধুমাত্র সঙ্কল্পে বিশেষ হইল, যথা—"বিষ্ণুরোঁ তৎসৎ অদ্য অমুকে মাসি শুক্লেপক্ষে মহাষ্টম্যাং তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা (অমুক গোত্রস্য অমুকস্য বা) অষ্টসহস্রবর্ষাবচ্ছিন্নস্বর্গাধিকরণকস্থিতিকামঃ (শ্রীভগবদ্দুর্গা প্রীতিকামো বা) শ্রীভগবদ্দুর্গা দেবীমহং স্নাপয়িষ্যে (পরার্থে—স্নাপয়িষ্যামি)॥" অতঃপর গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু, শিব, জয়দুর্গা, ব্রহ্মা, নবগ্রহ, পীঠদেবতা, নাগপাশ, জয়া, বিজয়া প্রভৃতির আবাহন ব্যতীত সপ্তমী অনুযায়ী পূজান্তে "জুটাজুট সমাযুক্তা" ইত্যাদি মন্ত্রে দেবীর ধ্যান (পৃঃ ২৭) করিয়া ষড়ঙ্গন্যাস পূর্বক মহাসপ্তমী বিধানে দেবীর ষোড়শোপচারে পূজা করতঃ কার্ত্তিকেয়, লক্ষ্মী, সরস্বতী, মহাসিংহ মহিষাসুর এবং নবপত্রিকার পূজা (পৃঃ ৬২ পং ৩ হইতে পৃঃ ৬৬ পং ৬) পর্যন্ত সমাপ্ত করিবেন। অতঃপর মণ্ডলে ৯টি ঘট★ আরোপ করিয়া উহাতে পূর্বাদি দিক ক্রমে ইন্দ্রাদি দশদিক পালের পূজা করিবেন। পূর্বদিকস্থ ঘটের পার্শ্বে শুক্লধ্বজ পতাকা স্থাপন করিয়া ইন্দ্রের আবাহন পূর্বক "ওঁ ইন্দ্রায় নমঃ।" মন্ত্রে পূজা করিবেন। এইক্রমে—"ওঁ বিষ্ণবে নমঃ। ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ। ওঁ তিথয়ে নমঃ। ওঁ সূক্ষ্মায় নমঃ। ওঁ যোগায় নমঃ। ওঁ দেবেভ্যঃ নমঃ।" মন্ত্রে পূজা করিবেন। অগ্নিকোণে ঘট পার্শ্বে রক্তবর্ণ পতাকা স্থাপন পূর্বক অগ্নির আবাহন পূর্বক "ওঁ অগ্নয়ে নমঃ। মন্ত্রে পূজা করিবেন। এইক্রমে—"ওঁ শুক্রায় নমঃ। ওঁ গণপত্যাদিভ্যঃ নমঃ।" মন্ত্রে পূজা করিবেন। দক্ষিণদিকে ঘট পার্শ্বে কৃষ্ণবর্ণ পতাকা স্থাপন পূর্বক যমের আবাহন করিয়া—"ওঁ যমায় নমঃ।" মন্ত্রে পূজা করিবেন। এইক্রমে—"ওঁ

★ দেবীপুরাণোক্ত পূজায় এইরূপ নবঘট স্থাপনের বিধি রহিয়াছে। তবে যাহাদের যেরূপ কুলাচার তাঁহারা সেইরূপ করিবেন।

চিত্রগুপ্তায় নমঃ। ওঁ চতুর্দশ যমেভ্যঃ নমঃ। ওঁ ভৌমায় নমঃ।'' মন্ত্রে পূজা করিবেন। নৈঋত কোণে ঘট পার্শ্বে রক্তবর্ণ পতাকা স্থাপন করিয়া বরুণের আবাহন পূর্বক ''ওঁ বরুণায় নমঃ।'' মন্ত্রে পূজা করিবেন। এইক্রমে—ওঁ ঋষিভ্যঃ নমঃ। ওঁ শনৈশ্চরায় নমঃ। ওঁ নাগেভ্যঃ নমঃ।'' বায়ুকোণে ঘট পার্শ্বে রক্তবর্ণ পতাকা স্থাপন পূর্বক বায়ুর আবাহন করিয়া, ''ওঁ বায়বে নমঃ।'' মন্ত্রে পূজা করিবেন। এইক্রমে—ওঁ বামদেবায় নমঃ। ওঁ সোমায় নমঃ।'' মন্ত্রে পূজা করিবেন। উত্তরদিকস্থ ঘটে কৃষ্ণবর্ণ পতাকা স্থাপন পূর্বক কুবেরের আবাহন করিয়া—''ওঁ কুবেরায় নমঃ।'' মন্ত্রে পূজা করিবেন। এইক্রমে—''ওঁ পর্বতায় নমঃ। ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ। ওঁ বুধায় নমঃ।'' মন্ত্রে পূজা করিবেন। ঈশানকোণের ঘটে শুক্লবর্ণ পতাকা স্থাপন করতঃ ঈশানের আবাহন পূর্বক ''ওঁ ঈশানায় নমঃ'' মন্ত্রে পূজা করিয়া, এইক্রমে—''ওঁ গুরবে নমঃ, ওঁ গৌর্য্যাদিমাতৃকাভ্যঃ নমঃ'' মন্ত্রে পূজা করিবেন। মধ্যস্থলের ঘট পার্শ্বে চিত্রবিচিত্র পতাকা স্থাপন পূর্বক ব্রহ্মার আবাহন পূর্বক— ''ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ'' মন্ত্রে পূজা করিবেন। এইক্রমে—''ওঁ কেতবে নমঃ। ওঁ বাসুদেবায় নমঃ। ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ।'' মন্ত্রে পূজা করিবেন। অতঃপর অষ্টদল মূলে উগ্রচণ্ডাদি অষ্টশক্তির পূজা করিবেন।

অষ্টশক্তির পূজা ঃ পূর্বদলমূলে—''ওঁ হ্রীং শ্রীং উগ্রচণ্ডে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ।'' এইরূপে উগ্রচণ্ডার আবাহন্যাদি পঞ্চমুদ্রাদ্বারা আবাহন পূর্বক— ''ওঁ হ্রীং শ্রীং উগ্রচণ্ডায়ৈ নমঃ।'' মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিবেন। অতঃপর প্রণাম করিবেন। **প্রণাম**—''ওঁ উগ্রচণ্ডা তু বরদা মধ্যাহ্নার্কসমপ্রভা। সা মে সদাস্তু বরদা তস্যৈ নিত্যং নমো নমঃ॥ ওঁ হ্রীং শ্রীং উগ্রচণ্ডায়ৈ নমঃ।'' **আগ্নেয়দলমূলে**—**''ওঁ হ্রীং শ্রীং প্রচণ্ডে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ''** ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন পূর্বক ''ওঁ হ্রীং শ্রীং প্রচণ্ডায়ৈ নমঃ।'' মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজা পূর্বক প্রণাম করিবেন। **প্রণাম**—**''ওঁ প্রচণ্ডে পুত্রদে নিত্যং প্রচণ্ড** গণসংস্থিতে। সর্বানন্দ করে দেবি তুভ্যং নিত্যং নমো নমঃ॥ ওঁ হ্রীং শ্রীং প্রচণ্ডায়ৈ নমঃ।'' **দক্ষিণদলমূলে**—''ওঁ হ্রীং শ্রীং **চণ্ডোগ্রে ইহাগচ্ছ''** ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন পূর্বক ''ওঁ হ্রীং শ্রীং চণ্ডোগ্রায়ৈ নমঃ।'' মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজাপূর্বক প্রণাম করিবেন। **প্রণাম**—''ওঁ লক্ষ্মী ত্বং

সর্বভূতানাং সর্বভূতাভয়প্রদা। দেবি ত্বং সর্বকার্য্যেষু বরদা ভব সর্বদা॥ ওঁ হ্রীং শ্রীং চণ্ডোগ্রায়ৈ নমঃ।'' **নৈঋতদলমূলে**— ''ওঁ হ্রীং শ্রীং চণ্ডণায়িকে ইহাগচ্ছ'' ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন পূর্বক, ওঁ হ্রীং শ্রীং চণ্ডনায়িকায়ৈ নমঃ।'' মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করতঃ প্রণাম করিবেন। **প্রণাম**—''ওঁ যা সিদ্ধিরিতি নাম্না চ দেবেশবরদায়িণী। কলিকল্মষনাশায় নমামি চণ্ডনায়িকাম্॥ ওঁ হ্রীং শ্রীং চণ্ডনায়িকায়ৈ নমঃ।'' **পশ্চিমদলমূলে**—''ওঁ হ্রীং শ্রীং চণ্ডে ইহাগচ্ছ'' ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন পূর্বক ''ওঁ হ্রীং শ্রীং চণ্ডায়ৈ নমঃ।'' মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজা পূর্বক প্রণাম করিবেন। **প্রণাম**—''ওঁ দেবি চণ্ডাত্মিকে চণ্ডি চণ্ডারি বিজয়প্রদে। ধর্মার্থ মোক্ষদে দুর্গে নিত্যং মে বরদা ভব॥ ওঁ হ্রীং শ্রীং চণ্ডায়ৈ নমঃ।'' **বায়ুকোণদলমূলে**—''ওঁ হ্রীং শ্রীং চণ্ডবতী ইহাগচ্ছ'' ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন পূর্বক ''ওঁ হ্রীং শ্রীং চণ্ডবত্যৈ নমঃ। মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজা পূর্বক প্রণাম করিবেন। **প্রণাম**—''ওঁ যা সৃষ্টিস্থিতি সংহার গুণত্রয় সমন্বিতা। যা পরাঃ শক্তয়স্তস্যৈ চণ্ডবত্যৈ নমো নমঃ॥ ওঁ হ্রীং শ্রী চণ্ডবত্যৈ নমঃ।'' **উত্তরদলমূলে**—''ওঁ হ্রীং শ্রীং চণ্ডরূপা ইহাগচ্ছ'' ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনপূর্বক ওঁ হ্রীং শ্রীং চণ্ডরূপায়ৈ নমঃ।'' মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজা পূর্বক প্রণাম করিবেন। **প্রণাম**—''ওঁ চণ্ডরূপাত্মিকা চণ্ডি চণ্ডনায়ক নায়িকা। সর্বসিদ্ধিপ্রদা দেবী তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ॥ ওঁ হ্রীং শ্রীং চণ্ডরূপায়ৈ নমঃ।'' **ঈশানদল মূলে**—''ওঁ হ্রীং শ্রীং অতিচণ্ডিকে ইহাগচ্ছ'' ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন পূর্বক ''ওঁ হ্রীং শ্রীং অতিচণ্ডিকায়ৈ নমঃ।'' মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজা পূর্বক প্রণাম করিবেন। **প্রণাম**—''ওঁ বালার্কারুণ নয়না সর্বদা ভক্তবৎসলা। চণ্ডাসুরস্যমথনী বরদাত্বতিচণ্ডিকা॥ ওঁ হ্রীং শ্রীং অতিচণ্ডিকায়ৈ নমঃ।'' অতঃপর অষ্টদল পদ্মমধ্যে পুনঃ পূর্বাদি ঈশানান্তক্রমে অষ্টদলে চতুঃষষ্টি যোগিনীর পূজা করিবেন।

চতুঃষষ্টি যোগিনীর পূজা—''ওঁ চতুঃষষ্টি যোগিন্য ইহাগচ্ছত ইহাগচ্ছত, ইহতিষ্ঠত ইহতিষ্ঠত, ইহসন্নিধত্ত, ইহসন্নিরুধ্যধ্বম্, অত্রাধিষ্ঠানং কুরুতঃ, ম পূজাং গৃহ্নীত।'' এইরূপে আবাহন্যাদি পঞ্চমুদ্রাদ্বারা আবাহন পূর্বক আদিতে ''ওঁ হ্রীং শ্রীং'' অন্তে ''নমঃ'' যোগে পূজা করিবেন। যথা—(১) হ্রীং শ্রীং ব্রহ্মাণ্যৈ নমঃ। এইক্রমে—(২) চণ্ডিকায়ৈ, (৩) রৌদ্র্যৈ, (৪) গৌর্য্যৈ, (৫) ইন্দ্রাণ্যৈ, (৬) কৌমার্য্যৈ, (৭) বৈষ্ণব্যৈ, (৮) ভৈরব্যৈ (৯) নারসিংহ্যৈ, (১

কালিকায়ৈ, (১১) চামুণ্ডায়ৈ (১২) শিবদূত্যৈ, (১৩) বারাহ্যৈ, (১৪) কৌষিক্যৈ, (১৫) মাহেশ্বর্য্যৈ, (১৬) শাঙ্কর্য্যৈ, (১৭) জয়ন্ত্যৈ, (১৮) সর্বমঙ্গলায়ৈ, (১৯) কাল্যৈ, (২০) কপালিন্যৈ, (২১) মেধায়ৈ, (২২) শিবায়ৈ, (২৩) শাকম্ভর্য্যৈ (২৪) ভীমায়ৈ, (২৫) শান্তায়ৈ, (২৬) ভ্রামর্য্যৈ, (২৭) রুদ্রাণ্যৈ, (২৮) অম্বিকায়ৈ, (২৯) ক্ষমায়ৈ, (৩০) ধাত্র্যৈ, (৩১) স্বাহায়ৈ, (৩২) স্বধায়ৈ, (৩৩) অপর্ণায়ৈ, (৩৪) মহোদর্য্যৈ (৩৫) ঘোররূপায়ৈ, (৩৬) মহাকাল্যৈ, (৩৭) ভদ্রকাল্যৈ, (৩৮) ভয়ঙ্কর্য্যৈ, (৩৯) ক্ষেমঙ্কর্য্যৈ, (৪০) উগ্রচণ্ডায়ৈ, (৪১) চণ্ডোগ্রায়ৈ, (৪২) চণ্ডনায়িকায়ৈ, (৪৩) চণ্ডায়ৈ, (৪৪) চণ্ডবত্যৈ, (৪৫) চণ্ড্যৈ, (৪৬) মহামোহায়ৈ, (৪৭) প্রিয়ঙ্কর্য্যৈ, (৪৮) বলবিকিরণ্যৈ, (৪৯) বলপ্রমথন্যৈ, (৫০) মদনোন্মথন্যৈ, (৫১) সর্বভূতদমন্যৈ, (৫২) উমায়ৈ, (৫৩) তারায়ৈ, (৫৪) মহানিদ্রায়ৈ, (৫৫) বিজয়ায়ৈ, (৫৬) জয়ায়ৈ, (পূর্বাদিচতুর্দিকে) (৫৭) শৈলপুত্র্যৈ, (৫৮) চণ্ডঘণ্টায়ৈ, (৫৯) স্কন্দমাত্রে, (৬০) কালরাত্র্যৈ, (আগ্নেয়াদি চতুষ্কোণে) (৬১) চণ্ডিকায়ৈ, (৬২) কুষ্মাণ্ড্যৈ, (৬৩) কাত্যায়িন্যৈ, (৬৪) মহাগৌর্য্যৈ।'' অনন্তর—''ওঁ কোটিযোগিন্য, ইহাগচ্ছত ইহাগচ্ছত, ইহতিষ্ঠত ইহতিষ্ঠত, ইহসন্নিধত্ত, ইহসন্নিরুধ্যধ্বম্ অত্রাধিষ্ঠানং কুরুত, মম পূজাং গৃহ্নীত'' ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন্যাদি পঞ্চমুদ্রাদ্বারা আবাহন পূর্বক—''হ্রূং শ্রীং ওঁ কোটি যোগিনীভ্যো নমঃ।'' মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা একত্রে পূজা করিবেন। অতঃপর ''ওঁ নানাদেশবাসিনীভ্যো নমঃ। মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা একত্রে নানাদেশবাসিনীর পূজা করিবেন। অতঃপর ব্রাহ্মাদ্যষ্টশক্তির পূজা করিবেন।

নবদুর্গা পূজা—(কর্ণিকায় দেবীর ঈশানে)—''ওঁ হ্রীং শ্রীং ব্রহ্মাণি ইহাগচ্ছ, ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ।'' মন্ত্রে আবাহন্যাদি পঞ্চমুদ্রাদ্বারা আবাহন পূর্বক ''ওঁ হ্রীং শ্রীং ব্রহ্মাণ্যৈ নমঃ।'' মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজা পূর্বক প্রণাম করিবেন। যথা—''ওঁ চতুর্মুখীং জগদ্ধাত্রীং হংসারূঢ়াং বরপ্রদাম্। সৃষ্টিরূপাং মহাভাগাং ব্রহ্মাণীং ত্বং নমাম্যহম্॥ ওঁ হ্রীং শ্রীং ব্রহ্মাণ্যৈ নমঃ॥১॥ এইক্রমে—''ওঁ হ্রীং শ্রীং মাহেশ্বরী ইহাগচ্ছ'' ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন পূর্বক—''ওঁ হ্রীং শ্রীং মাহেশ্বর্য্যৈ নমঃ।'' মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজান্তে প্রণাম করিবেন। যথা—''ওঁ বৃষারূঢ়াং শুভাং শুভ্রাং

ত্রিনেত্রাং বরদাং শিবাম্। মাহেশ্বরীং নমাম্যদ্য সৃষ্টি সংহার কারিণীম্॥ ওঁ হ্রীং শ্রীং মাহেশ্বর্য্যৈ নমঃ॥২॥ **(অগ্নিকোণে)**—''ওঁ হ্রীং শ্রীং কৌমারী ইহাগচ্ছ'' ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন পূর্বক—''ওঁ হ্রীং শ্রীং কৌমার্য্যৈ নমঃ'' মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজা পূর্বক প্রণাম করিবেন। যথা—''ওঁ কৌমারীং পীতবসনাং ময়ূরবরবাহনাং। শক্তিহস্তাং মহাভাগাং নমামি বরদাং সদা॥ ওঁ হ্রীং শ্রীং কৌমার্য্যৈ নমঃ॥৩॥ **(এইস্থানেই)**—''ওঁ হ্রীং শ্রীং বৈষ্ণবী ইহাগচ্ছ'' ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন পূর্বক—''ওঁ হ্রীং শ্রীং বৈষ্ণব্যৈ নমঃ।'' মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজা পূর্বক প্রণাম করিবেন। যথা—''ওঁ শঙ্খচক্র গদাপদ্মধারিণীং কৃষ্ণরূপিনীং। স্থিতিরূপাং খগেন্দ্রস্থাং বৈষ্ণবীং ত্বাং নমাম্যহম্॥ ওঁ হ্রীং শ্রীং বৈষ্ণব্যৈ নমঃ॥৪॥ **(নৈঋত কোণে)**—''ওঁ হ্রীং শ্রীং বারাহী ইহাগচ্ছ'' ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন পূর্বক প্রণাম করিবেন। যথা—''ওঁ বরাহরূপিনীং দেবীং দংষ্ট্রোদ্ধৃতবসুন্ধরাং। শুভদাং পীতবসনাং বারাহী ত্বাং নমাম্যহম্॥ ওঁ হ্রীং শ্রীং বারাহ্যৈ নমঃ॥৫॥ (এইস্থানেই)—''ওঁ নারসিংহী ইহাগচ্ছ'' ইত্যাদি মন্ত্রে নারসিংহীর আবাহন পূর্বক ''ওঁ হ্রীং শ্রীং নারসিংহ্যৈ নমঃ।'' মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজা পূর্বক প্রণাম করিবেন। যথা—''ওঁ নৃসিংহরূপিনীং দেবীং দৈত্যদানবদর্পহাম্। শুভাং শুভপ্রদাং শুভ্রাং নারসিংহী নমাম্যহম্॥ ওঁ হ্রীং শ্রীং নারসিংহ্যৈ নমঃ॥৬॥ **(বায়ুকোণে)**—''ওঁ হ্রীং শ্রীং ইন্দ্রানী ইহাগচ্ছ'' ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন পূর্বক—''ওঁ হ্রীং শ্রীং ইন্দ্রাণ্যৈ নমঃ॥'' মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজা পূর্বক প্রণাম করিবেন। যথা—''ওঁ ইন্দ্রাণীং গজকুম্ভস্থাং সহস্রনয়নোজ্জ্বলাং। নমামিং বরদা দবীং সর্বদেব নমস্কৃতাং॥ ওঁ হ্রীং শ্রীং ইন্দ্রাণ্যৈ নমঃ॥৭॥ **(এইস্থানেই)**—''ওঁ হ্রীং শ্রীং চামুণ্ডে ইহাগচ্ছ'' ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন পূর্বক ''ওঁ হ্রীং শ্রীং চামুণ্ডায়ৈ নমঃ।'' মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজা পূর্বক প্রণাম করিবেন। যথা—''ওঁ চামুণ্ডাং চণ্ডমথনীং মুণ্ডমালাপশোভিতাম্। অট্টাট্টহাসমুদিতাং নমাম্যত্মবিভূতয়ে॥ ওঁ হ্রীং শ্রীং চামুণ্ডায়ৈ নমঃ॥৮॥ **(পদ্মমধ্যে)**—ওঁ হ্রীং শ্রীং চণ্ডিকে ইহাগচ্ছ'' ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন পূর্বক—''ওঁ হ্রীং শ্রীং চণ্ডিকায়ৈ নমঃ।'' মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজা পূর্বক প্রণাম করিবেন। যথা—''ওঁ কাত্যায়নীং দশভুজাং মহিষাসুরমর্দিনীম্। প্রসন্নবদনাং দেবীং বরদাং ত্বাং নমাম্যহম্॥ ওঁ হ্রীং শ্রীং চণ্ডিকায়ৈ নমঃ॥৯॥ অতঃপর একত্রে ''ওঁ হ্রীং শ্রীং নবদুর্গায়ৈ নমঃ॥'' মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজা পূর্বক প্রণাম করিবেন। যথা—''ওঁ

চণ্ডিকে নবদুর্গে ত্বং মহাদেব মনোরমে। পূজাং সমস্তাং সংগৃহ্য রক্ষ মাং ত্রিদশেশ্বরি॥ ওঁ হ্রীং শ্রীং নবদুর্গায়ৈ নমঃ॥" অনন্তর জয়ন্ত্যাদি একাদশ শক্তির পূজা করিবেন।

জয়ন্ত্যাদির পূজা—(দেবী সন্নিধানে)—"ওঁ হ্রীং শ্রীং জয়ন্ত্যাদ্যা ইহাগচ্ছত ইহাগচ্ছত, ইহতিষ্ঠত ইহতিষ্ঠত, ইহসন্নিধত্ত, ইহ সন্নিরুধ্যধ্বম্, অত্রাধিষ্ঠানং কুরুত, মম পূজাং গৃহ্নীত।" মন্ত্রে একত্রে আবাহন করতঃ পঞ্চোপচারে পূজা করিবেন। যথা—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীং শ্রীং জয়ন্ত্যৈ নমঃ। এষ গন্ধঃ ওঁ হ্রীং শ্রীং জয়ন্ত্যৈ নমঃ। এষ পুষ্পঃ ওঁ হ্রীং শ্রীং জয়ন্ত্যৈ নমঃ। এষ ধূপঃ ওঁ হ্রীং শ্রীং জয়ন্ত্যৈ নমঃ। এষ দীপঃ ওঁ হ্রীং শ্রীং জয়ন্ত্যৈ নমঃ। এতন্নৈবেদ্যম্ ওঁ হ্রীং শ্রীং জয়ন্ত্যৈ নমঃ॥" এইক্রমে—আদিতে "ওঁ হ্রীং শ্রীং" অন্তে "নমঃ" যোগে প্রত্যেকের পঞ্চোপচারে পূজা করিবেন। যথা—মঙ্গলায়ৈ, কাল্যৈ, ভদ্রকাল্যৈ, কপালিন্যৈ, দুর্গায়ৈ, শিবায়ৈ, ক্ষমায়ৈ, ধাত্র্যৈ, স্বাহায়ৈ, স্বধায়ৈ॥" এইরূপে পূজা পূর্বক অস্ত্রপূজা করিবেন।

অস্ত্রপূজা—(দেবীর দক্ষিণহস্ত সমূহে)—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ত্রিশূলায় নমঃ।" মন্ত্রে গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজাপূর্বক প্রণাম করিবেন। যথা—"ওঁ সর্বায়ুধানাং প্রথমো নির্মিতস্ত্বং পিনাকিনা। শূলাৎ সারং সমাকৃষ্য কৃত্বা মুষ্টিগ্রহং শুভম্॥ এইক্রমে—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ খড়্গায় নমঃ।" মন্ত্রে পূজান্তে প্রণাম করিবেন। যথা—"ওঁ অসির্বিশসনঃ খড়্গ তীক্ষ্ণধারো দুরাসদঃ। শ্রীগর্ভো বিজয়শ্চৈব ধর্মপাল নমোঽস্তুতে॥" ওঁ সুদর্শন চক্রায় নমঃ। **প্রণাম**—"ওঁ চক্র ত্বং বিষ্ণুরূপোঽসি বিষ্ণুপাণৌ সদা স্থিতঃ। দেবীহস্তস্থিতো নিত্যং সুদর্শন নমোঽস্তুতে॥" ওঁ তীক্ষ্ণবাণায় নমঃ। **প্রণাম**—ওঁ সর্বায়ুধানাং শ্রেষ্ঠোঽসি দৈত্যসেনানিসূদনঃ। ভয়েভ্যঃ সর্বতো রক্ষ তীক্ষ্ণবাণ নমেঽস্তুতে॥" "ওঁ শক্তয়ে নমঃ।" **প্রণাম**—"ওঁ শক্তিস্ত্বং সর্বদেবানাং গুহ্যস্য চ বিশেষতঃ। শক্তিরূপেণ সর্বত্র রক্ষাং কুরু নমোঽস্তুতে॥" (দেবীর বামহস্তসমূহে)—"ওঁ খেটকায় নমঃ।" **প্রণাম**—"ওঁ যষ্টিরূপেণ খেট ত্বং অরিসংহার কারকঃ। দেবী হস্তস্থিতো নিত্যং মম রক্ষাং কুরুষ্ব চ॥" ওঁ পূর্ণচাপায় নমঃ।" **প্রণাম**—"ওঁ সর্বায়ুধমহামাত্র সর্বদেবারিসূদন। চাপ মাং সর্বতো রক্ষ সাকং সায়কসত্তমৈঃ॥" "ওঁ নাগপাশায় নমঃ।" **প্রণাম**—"ওঁ পাশ

ত্বং নাগরূপোঽসি বিষপূর্ণো বিষোদরঃ। শত্রূণাং দুঃসহো নিত্যং নাগপাশ নমোঽস্তুতে॥" "ওঁ অঙ্কুশায় নমঃ।" প্রণাম—"ওঁ অঙ্কুশো ঽসি নমস্তুভ্যং গজানাং নিয়মঃ সদা। লোকানাং সর্বরক্ষার্থং বিধৃতঃ পার্বতীকরে॥" ওঁ ঘণ্টায়ৈ নমঃ।" **প্রণাম**—"ওঁ হিনস্তি দৈত্যতেজাংসি স্বনেনাপূর্য্য যা জগৎ। সা ঘণ্টা পাতু নো দেবি পাপেভ্যোঽনঃ সুতানিব॥" "ওঁ পরশবে নমঃ।" **প্রণাম**—"ওঁ পরশো ত্বং মহাতীক্ষ্ণঃ সর্বদেবারিসূদনঃ। দেবীহস্তোস্থিতো নিত্যং শত্রূণ্ ক্ষয় নমোঽস্তুতে॥" অতঃপর—"ওঁ হ্রীং শ্রীং সর্বায়ুধধারিণ্যৈ দুর্গায়ৈ নমঃ।" মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজা পূর্বক প্রণাম করিবেন। যথা—"ওঁ সর্বায়ুধানাং শ্রেষ্ঠানি যানি যানি ত্রিপিষ্টপে। তানি তানি দধত্যৈ তে চণ্ডিকায়ৈ নমো নমঃ॥" অতঃপর—"ওঁ কিরীটাদিদেব্যঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভূষণেভ্যো নমঃ।" মন্ত্রে একত্রে পঞ্চোপচারে পূজা করিবেন। অতঃপর "**এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ** ওঁ জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী। দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী স্বাহা স্বধা নমোঽস্তুতে॥ ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ।" মন্ত্রে তিনবার **পুষ্পাঞ্জলি** দিয়া, দেবীবাহন **মহাসিংহের** পূজা করিবেন। যথা—"ওঁ বজ্রনখদংষ্ট্রায়ুধায় মহাসিংহায় হুং ফট্ নমঃ" মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজা পূর্বক প্রণাম করিবেন। যথা—"ওঁ আসনত্বসি দুর্গায়া নানালঙ্কার ভূষিতাম্। মেরুশৃঙ্গ প্রতীকাশং সিংহাসন নমোঽস্তুতে॥ ওঁ বজ্রনখদংষ্ট্রায়ুধায় মহাসিংহায় হুং ফট্ নমঃ॥" অতঃপর **মহিষাসুরের** পূজা করিবেন। যথা—"ওঁ মহিষাসুরায় নমঃ।" মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজান্তে প্রণাম করিবেন। যথা—"ওঁ মহিষ ত্বং মহাবীর ইন্দ্রাদিদেবমর্দকঃ। দেব্যাস্ত্রতাড়িতোভূত্বা গতঃ স্বর্গং নমোঽস্তুতে॥" অনন্তর বটুকগণের পূজা করিবেন।

বটুকগণের পূজা—(পূর্বাদি চতুর্দিকে)—বটুকগণের একত্রে আবাহন করিবেন। যথা—"ওঁ বটুকাঃ ইহাগচ্ছত ইহাগচ্ছত, ইহতিষ্ঠত ইহতিষ্ঠত, ইহসন্নিধত্ত, ইহসন্নিরুধ্যধ্বম্, অত্রাধিষ্ঠানং কুরুত, মম পূজাং গৃহ্নীত॥" এইরূপে একত্রে আবাহন পূর্বক—(পূর্বে)—"এষ গন্ধঃ ওঁ শ্রীং সিদ্ধপুত্র বটুকায় নমঃ।" মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা করিবেন। এইক্রমে—(দক্ষিণে)—"ওঁ শ্রীং জ্ঞানপুত্র বটুকায় নমঃ।" (পশ্চিমে)—"ওঁ শ্রীং সহজপুত্র বটুকায় নমঃ।" (উত্তরে)—"ওঁ শ্রীং সময়পুত্র বটুকায় নমঃ" অতঃপর ক্ষেত্রপালগণের পূজা করিবেন।

ক্ষেত্রপাল পূজা—(মণ্ডলস্থ পত্রমধ্যে উত্তরাদি অষ্টদিকে)—''ওঁ ক্ষেত্রপালাঃ ইহাগচ্ছত ইহাগচ্ছত, ইহতিষ্ঠত, ইহতিষ্ঠত, ইহসন্নিধত্ত, ইহসন্নিরুধ্যধ্বম্, অত্রাধিষ্ঠানং কুরুত, মম পূজাং গৃহ্ণীত।'' এইরূপে আবাহন পূর্বক (উত্তরে) ওঁ ক্ষাং হেতুকায় ক্ষেত্রপালায় নমঃ।'' মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা করিবেন। এইক্রমে (ঈশানে) ''ওঁ ক্ষাং ত্রিপুরঘ্নায় ক্ষেত্রপালায় নমঃ।'' (পূর্বে) ''ওঁ ক্ষাং অগ্নিজিহ্বায় ক্ষেত্রপালায় নমঃ।'' (অগ্নিকোণে) ''ওঁ ক্ষাং অগ্নিবেতালায় ক্ষেত্রপালায় নমঃ।'' (দক্ষিণে) ''ওঁ ক্ষাং কালায় ক্ষেত্রপালায় নমঃ।'' (নৈর্ঋত কোণে)—''ওঁ ক্ষাং করালায় ক্ষেত্রপালায় নমঃ।'' (পশ্চিমে)—''ওঁ ক্ষাং একপাদায় ক্ষেত্রপালায় নমঃ।'' (বায়ুকোণে)—''ওঁ ক্ষাং ভীষণায় ক্ষেত্রপালায় নমঃ। অতঃপর নব ভৈরবের পূজা করিবেন।

ভৈরবগণের পূজা—''ওঁ ভৈরবাঃ ইহাগচ্ছত ইহাগচ্ছত, ইহতিষ্ঠত ইহতিষ্ঠত, ইহসন্নিধত্ত, ইহসন্নিরুধ্যধ্বম্, অত্রাধিষ্ঠানং কুরুত। মম পূজাং গৃহ্ণীত'' এইরূপে একত্রে আবাহন পূর্বক পাদ্যাদি দ্বারা নব ভৈরবের পূজা করিবেন। যথা—(১) এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অসিতাঙ্গায় ভৈরবায় নমঃ। এতৎ পাদ্যম্ ওঁ অসিতাঙ্গায় ভৈরবায় নমঃ। ইদমর্ঘ্যং (যজুঃ— এষোঽর্ঘ) ওঁ অসিতাঙ্গায় ভৈরবায় নমঃ। ইদম্ আচমনীয়ম্ ওঁ অসিতাঙ্গায় ভৈরবায় নমঃ। ইদং পুনরাচমনীয়ম্ ওঁ অসিতাঙ্গায় ভৈরবায় নমঃ। এতৎ স্নানীয়োদকং ওঁ অসিতাঙ্গায় ভৈরবায় নমঃ। এষ গন্ধঃ ওঁ অসিতাঙ্গায় ভৈরবায় নমঃ। এতৎ পুষ্পম্ ওঁ অসিতাঙ্গায় ভৈরবায় নমঃ। এষ ধূপঃ ওঁ অসিতাঙ্গায় ভৈরবায় নমঃ। এষ দীপঃ ওঁ অসিতাঙ্গায় ভৈরবায় নমঃ। এতন্নৈবেদ্যম্ ওঁ অসিতাঙ্গায় ভৈরবায় নমঃ।'' এইক্রমে—(২) ''ওঁ রুরবে ভৈরবায় নমঃ।'' (৩) ''ওঁ চণ্ডায় ভৈরবায় নমঃ।'' (৪) ওঁ ক্রোধায় ভৈরবায় নমঃ।'' (৫) ''ওঁ উন্মত্তায় ভৈরবায় নমঃ॥'' (৬) ''ওঁ ভয়ঙ্করায় ভৈরবায় নমঃ।'' (৭) ''ওঁ কপালিনে ভৈরবায় নমঃ।'' (৮) ''ওঁ ভীষণায় ভৈরবায় নমঃ।'' (৯) ''ওঁ সংহারিণে ভৈরবায় নমঃ॥'' অতঃপর লোকপালগণের পূজা করিবেন।

লোকপাল পূজা—মণ্ডলের বাহিরে চতুর্দিকে গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন। যথা—''ওঁ লাং ইন্দ্রায় সুরাধিপতয়ে সবজ্রায় সবাহনায় সপরিবারায়

নমঃ।'' এইক্রমে— ''ওঁ রাং অগ্নয়ে তেজোঽধিপতয়ে সশক্তয়ে সবাহনায় সপরিবারায় নমঃ''। ''ওঁ যাং যমায় প্রেতাধিপতয়ে সদণ্ডায় সবাহনায় সপরিবারায় নমঃ।'' ''ওঁ নৈর্ঋতায় রক্ষোঽধিপতয়ে সখড়্গায় সবাহনায় সপরিবারায় নমঃ।'' ''ওঁ বাং বরুণায় জলাধিপতয়ে সপাশায় সবাহনায় সপরিবারায় নমঃ।'' ''ওঁ বাং বায়বে প্রাণাধিপতয়ে সাঙ্কুশায় সবাহনায় সপরিবারায় নমঃ।'' ''ওঁ সাং সোমায় তারাধিপতয়ে সাঙ্কুশায় সবাহনায় সপরিবারায় নমঃ।'' ''ওঁ হাং ঈশানায় গণাধিপতয়ে সশূলায় সবাহনায় সপরিবারায় নমঃ।'' ''ওঁ আং ব্রহ্মণে প্রজাধিপতয়ে সবাহনায় সপরিবারায় নমঃ। '' ও আং অনন্তায় নাগাধিপতে সচক্রায় সবাহনায় সপরিবারায় নমঃ॥''

এইরূপে পূজা সমাপ্ত করিয়া—''ওঁ ঐং দুর্গাং শিবাং'' (পৃঃ ৬৭) স্তোত্র পাঠ করিবেন। অনন্তর বলিদানাদি (বলি প্রকরণ পৃঃ ৮০-৮৮ দ্রষ্টব্য) করিয়া, ''হ্রীং'' মন্ত্রে প্রাণায়াম্, মূলমন্ত্র জপ এবং জপ সমর্পন, কুমারী পূজা, কুমারী ভোজন, ভোগাদি নিবেদন করতঃ আরত্রিকাদি করিয়া সাধার ভোজ্য ও শয্যাদি দেবীকে নিবেদন করিবেন। অনন্তর গীত-বাদ্যাদি দ্বারা দেবীর মহাষ্টমী পূজা সম্পূর্ণ করিবেন।—ইতি মহাষ্টমী কৃত্য।

অর্দ্ধরাত্রি বিহিত পূজা

অষ্টমীযুক্ত অর্ধরাত্রে দেবীর ষোড়শোপচারে পূজা করিবেন। শুদ্ধাসনে উপবেশন পূর্বক আচমন, বিষ্ণুস্মরণ, সামান্যার্ঘ্যাদি স্থাপন, ন্যাসাদি সমাপন পূর্বক ''হ্রীং'' মন্ত্রে প্রাণায়াম এবং করাঙ্গন্যাসাদি (পৃঃ ২৭—পং ১-পং ৯ পর্যন্ত) সমাপন করিবেন। অনন্তর গণেশাদি পঞ্চদেবতার পূজাপূর্বক ''জটাজুট'' ইত্যাদি দেবীর ধ্যান (পৃঃ ২৭) করিয়া ''ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ।'' অথবা ''জয়ন্তী মঙ্গলা কালী'' ইত্যাদি মন্ত্রে দেবীর ষোড়শোপচারে পূজা করিবেন। (পৃঃ ৫৯ পৃঃ ৬৩)। অনন্তর উগ্রচণ্ডাদি অষ্টনায়িকা, চতুঃষষ্টিযোগিনী, নবপত্রিকা, অস্ত্রাদির পূজা, ব্রহ্মাদ্যাষ্টশক্তি প্রভৃতির পঞ্চোপচারে পূজা পূর্বক, সংক্ষেপে

বলিদান পূর্বক ভোগ নিবেদন করিয়া আরত্রিক করিয়া পূজা সমাপ্ত করিবেন।—ইতি অর্দ্ধরাত্রিবিহিত পূজা।

সন্ধিপূজা

অষ্টমী এবং মহানবমীর সন্ধিকালে আচমন, বিষ্ণুস্মরণ, সামান্যার্ঘ্য স্থাপন, এবং ন্যাসাদি কর্ম সমাপন পূর্বক, দেবীকে চামুণ্ডারূপিনী চিন্তা পূর্বক, ধ্যানান্তে "ওঁ হ্রীং চামুণ্ডায়ৈ নমঃ" মন্ত্রে ষোড়শোপচারে পূজা করিবেন।

চামুণ্ডার ধ্যান—"ওঁ কালী করালবদনা বিনিষ্ক্রান্তাসিপাসিনী। বিচিত্রখট্বাঙ্গধরা নরমালা বিভূষণা॥ দ্বীপিচর্মপরীধানা শুষ্কমাংসাতিভৈরবা। অতিবিস্তারবদনা জিহ্বাললন ভীষণা। নিমগ্নারক্ত নয়না নাদাপূরিতদিঙ্মুখা॥—ইতি মার্কণ্ডেয় পুরাণম্।

ধ্যানান্তে মানসোপচারে পূজা পূর্বক বিশেষার্ঘ্য স্থাপন (পৃঃ ২৮) করিয়া, গণেশাদির পঞ্চোপচারে পূজা পূর্বক, (পৃঃ ৩৩-৩৬) পুনর্ধ্যানান্তে "ওঁ চামুণ্ডে ইহাগচ্ছ, ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ, ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহান্।" মন্ত্রে আবাহন পূর্বক ষোড়শোপচারে পূজা করিবেন। ষোড়শোপচার মন্ত্র (পৃঃ ৫৭ দ্রষ্টব্য)। অনন্তর চতুঃষষ্টি যোগিনীর পঞ্চোপচারে পূজাপূর্বক, গন্ধপুষ্প দ্বারা—ওঁ অস্ত্রেভ্যঃ, ওঁ ভূষণেভ্যঃ, ওঁ নবপত্রিকাবাসিন্যৈ দুর্গায়ৈ, নমঃ, ওঁ ইন্দ্রাদি দিকপালগণেভ্যো নমঃ।" মন্ত্রে পূজা পূর্বক নবমীদণ্ডে সংক্ষেপে বলি দিবেন। যাঁহাদের পশু বা কুষ্মাণ্ডাদি বলিদান নাই, তাঁহারা মাষভক্ত বলি দিবেন।

বিঃ দ্রঃ—মহাষ্টমীর শেষদণ্ড অর্থাৎ শেষ ২৪ মিনিট এবং মহানবমীর প্রথম দণ্ড অর্থাৎ প্রথম ২৪ মিনিট সন্ধিপূজার প্রশস্ত কাল। মহানবমীর প্রথমদণ্ডে বলিদান কর্তব্য, মহাষ্টমীর শেষদণ্ডে বলিদান নিষিদ্ধ।

বলিদানের পর অষ্টোত্তরশত সংখ্যক (১০৮), প্রদীপ প্রজ্বলিত করিয়া উৎসর্গ করিবেন। মন্ত্র, যথা—"বং এতেভ্যঃ অষ্টোত্তরশতসংখক দীপেভ্যো নমঃ।" "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতেভ্যঃ অষ্টোত্তরশতসংখ্যক দীপেভ্যো নমঃ।" এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ অগ্নয়ে নমঃ।" "এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ হ্রীং চামুণ্ডায়ৈ নমঃ।" মন্ত্রে অর্চনা পূর্বক—"এতে অষ্টোত্তরশতসংখ্যক দীপঃ ওঁ হ্রীং চামুণ্ডায়ৈ নমঃ।" মন্ত্র পাঠান্তে উৎসর্গ বাক্য পাঠ করিবেন। যথা—"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য আশ্বিনে মাসি শুক্লেপক্ষে অষ্টম্যাং নবম্যাং সন্ধৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা (পরার্থে—অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক) শ্রীশ্রীচামুণ্ডা প্রীতিকামঃ এতে অষ্টোত্তরশতসংখ্যক দীপাঃ অগ্নির্দেবতাঃ শ্রীশ্রীচামুণ্ডায়ৈ তুভ্যমহং সম্প্রদদে। (পরার্থে—দদানি) অনন্তর রচনাদি অর্চনান্তে উৎসর্গ করিয়া "ওঁ ঐং দুর্গাং শিবাং" স্তোত্র (পৃঃ ৬৭) পাঠ করিবেন। অতঃপর যথাশক্তি "হ্রীং" মূলমন্ত্র জপ ও জপ সমর্পন পূর্বক পূজা সম্পূর্ণ করিবেন।—ইতি সন্ধিপূজা।

মহানবমী পূজা

নিত্যক্রিয়া সমাপন পূর্বক "হ্রাং হ্রীং হ্রূং ফট্" মন্ত্রে পূজাদ্রব্যসকল অবলোকন পূর্বক, সামান্যার্ঘ্য স্থাপন, ভূতাপসারণ, আসনশুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি, ন্যাসাদি, প্রাণায়াম ও পীঠন্যাস প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যগুলি সপ্তমী ও অষ্টমী বিধিতে সমাপণ পূর্বক উষ্ণোদক সহিত দন্তকাষ্ঠ নিবেদন করিবেন। মন্ত্র যথা—"ওঁ আয়ুর্বলং যশো বর্চঃ প্রজাঃ পশুবসুনি চ। ব্রহ্ম প্রজ্ঞাঞ্চ মেধাঞ্চ তন্নো ধেহি বনস্পতে॥" অনন্তর মহাস্নানের সঙ্কল্প পূর্বক তৈল-হরিদ্রা ম্রক্ষণ পূর্বক মহাস্নান করাইবেন।

মহাস্নান মন্ত্র একই প্রকার। সঙ্কল্প পৃথক।

সঙ্কল্প—"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য আশ্বিনে মাসি শুক্লেপক্ষে মহানবম্যাস্তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা (পরার্থে—অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক) ধনপুত্র বিবর্দ্ধন যজ্ঞশত ফল প্রাপ্তি কামঃ (শ্রীভগবদ্দুর্গা প্রীতিকামো বা) শ্রীভগবদ্দুর্গামহং স্নাপয়িষ্যে। (পরার্থে—স্নাপয়িষ্যামি।) অনন্তর দর্পণ প্রতিবিম্বে তৈল হরিদ্রা ম্রক্ষণ করিবেন। মন্ত্র, যথা—(সাম) "ওঁ শ্রায়ন্ত ইব সূর্য্যং, বিশ্বেদিন্দ্রস্য ভক্ষত। বসূনি জাতে জনিমান্যোজসা, প্রতি ভাগং ন দীধিমঃ॥" (যজুঃ ও ঋগ্বেদী)—"ওঁ কো হসি কতমো হসি, কস্মৈ ত্বা কায় ত্বা। সুশ্লোক সুমঙ্গল সত্যরাজন্॥ অতঃপর মহাস্নান করাইয়া সপ্তমী ও মহাষ্টমী বিধিতে সমস্ত পূজা সমাপণ পূর্বক প্রভূত বলিদান করিবেন। পরে কুমারী পূজা ও কুমারী ভোজন করাইবেন। পূজান্তে "ওঁ ঐং দুর্গাং শিবাং স্তব (পৃঃ ৬৭) পাঠ পূর্বক যথাশক্তি হোমাদি কর্ম করিবেন।

বলিপ্রকরণ

দুর্গাপূজায় অনেকস্থলে বলিদানের প্রচলন নাই। সার্ব্বজনীন পূজায় বলিদান করা হয় নাই। তত্তৎ ক্ষেত্রে মাষভক্ত বলি দিয়া আরত্রিকাদি করিবেন।

ছাগবলি বিধি—সুলক্ষণ ছাগ পশুকে স্নান করাইয়া দেবীর সম্মুখে পূর্বমুখে স্থাপন পূর্বক, পূজক উত্তরাস্যে বসিয়া "ওঁ অস্ত্রায় ফট্" মন্ত্রে ছাগপশুকে অবলোকন পূর্বক, কুশোদক দ্বারা প্রোক্ষণ করিবেন। মন্ত্র, যথা—"ওঁ অগ্নিঃ পশুরাসীৎ, স তে লোকো ভবিষ্যতি, তং জেষ্যসি পিবৈতা অপঃ॥ ওঁ বায়ুঃ পশুরাসীৎ তেনাযজন্ত, স এতং লোকমজয়দ্, যস্মিন্ বায়ু, স তে লোকো ভবিষ্যতি, তং জেষ্যসি পিবৈতা অপঃ॥ ওঁ সূর্য্যঃ পশুরাসীৎ, তেনাযজন্ত, স তে

লোকমজয়দ্, যস্মিন সূর্য্যঃ, স তে লোকো ভবিষ্যতি, তং জেষ্যসি পিবৈতা অপঃ॥ অতঃপর পশুকে স্পর্শ করিয়া—"ওঁ বাচস্তে শুন্ধামি, প্রাণস্তে শুন্ধামি, চক্ষুস্তে শুন্ধামি, শোত্রস্তে শুন্ধামি, নভিস্তে শুন্ধামি, মেঢ্রস্তে শুন্ধামি, পায়ুস্তে শুন্ধামি, চরিত্রং তে শুন্ধামি॥ অতঃপর কুশোদক দ্বারা মন্ত্র পাঠান্তে পশুকে প্রোক্ষণ করিবেন। "ওঁ মনস্ত আপ্যায়তাং, ওঁ বাক্ চ আপ্যায়তাং, ওঁ প্রাণস্ত আপ্যায়তাং, চক্ষুস্ত, আপ্যায়তাং শ্রোত্রস্ত আপ্যায়তাং, ওঁ যত্তে ক্রুরং যদাস্থিতং, তত্তে আপ্যায়তাং নিষ্ঠ্যায়তাং, তত্তে শুধ্যতু, শমহোভ্যঃ॥

অতঃপর পশুকে স্পর্শ করিয়া পশুর অঙ্গশোধন করিবেন। মন্ত্র, যথা—"ওঁ পশুপাশবিনাশায় হেমকূটস্থিতায় চ। পরাপরায় পরমাত্মনে হুঁকারায় ত্রিমূর্ত্তয়ে॥" অনন্তর পশুর শৃঙ্গে সিন্দুর দিয়া—"ওঁ ছাগপশবে নমঃ।" মন্ত্রে পশুর পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিবেন। অতঃপর পশুর বিভিন্ন অঙ্গে পূজা করিবেন। যথা (মস্তকে)—"ওঁ রুধিরবদনায়ৈ নমঃ।" (ললাটে)—"ওঁ চণ্ডিকায়ৈ নমঃ।" (কর্ণদ্বয়ে)—"ওঁ বৃহস্পতয়ে নমঃ।" (চক্ষুর্দ্বয়ে)—"ওঁ চন্দ্রাদিত্যাভ্যাং নমঃ।" (মুখ ও নাসায়)—"ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ।" (জিহ্বায়)—"ওঁ অগ্নয়ে নমঃ।" (গ্রীবায়) —"ওঁ উগ্রচণ্ডায়ৈ নমঃ।" (চতুষ্পাদে)—"ওঁ মহাভৈরব্যৈ নমঃ।" (উদরে)—"ওঁ বৈষ্ণব্যৈ নমঃ।" (পুচ্ছে)—"ওঁ রক্তদন্তিকায়ৈ নমঃ।" (সর্বাঙ্গে)—"ওঁ রুধিরবদনায়ৈ নমঃ॥" পুনর্বার পশুকে স্পর্শ করিয়া মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—"ওঁ শিরঃ পুনাতু গোবিন্দঃ কণ্ঠং বিষ্ণুঃ পুনাতু তে। পৃষ্ঠং পুনাতু বৈকুণ্ঠঃ কবচং তে জনার্দনঃ॥ গুহ্যং পুচ্ছন্তু পবনো জঙ্ঘাপাদৌ মহেশ্বরঃ। এবং সমস্ত গাত্রাণি পুনাতু পুরুষোত্তমঃ॥ ওঁ ছাগ ত্বং বলিরূপেণ মম ভাগ্যাদুপস্থিতঃ। প্রণমামি ততঃ সর্বরূপিণং বলিরূপিণম্॥ ওঁ চণ্ডিকা প্রীতিদানেন দাতুরাপদ্ বিনাশনে। চামুণ্ডা বলিরূপায় বলিং তুভ্যং নমো নমঃ॥ ওঁ যজ্ঞার্থে পশবঃ সৃষ্টাঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা। অতস্ত্বাং ঘাতয়ামদ্য তস্মাদ্ যজ্ঞে বধো হবধঃ॥" অনন্তর পশুকে শিবরূপী চিন্তা পূর্বক "ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং" "মন্ত্রে পশুর মস্তকে পুষ্প প্রদান করিয়া অর্চনা করিবেন। যথা—"ওঁ এতস্মৈ ছাগপশবে নমঃ" মন্ত্রে তিনবার পশুকে কুশোদকে প্রোক্ষণ পূর্বক—"এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে দেবায় ওঁ বহ্নয়ে নমঃ" সম্প্রদানায় শ্রীশ্রীভগবদ্দুর্গায়ৈ নমঃ।" মন্ত্রে কুশোদক

দিয়া উৎসর্গ বাক্য পাঠ করিবেন। যথা—"বিষ্ণুরোঁ তৎসৎ অদ্য আশ্বিনে মাসি কন্যারাশিস্থে ভাস্করে শুক্লেপক্ষে অমুক তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা (পরার্থে—অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকস্য) শ্রীশ্রীভগবদ্দুর্গা প্রীতিকামঃ ইমং ছাগপশুং বহ্নিদৈবতম্ হ্রীং ওঁ শ্রীশ্রীদুর্গাদেব্যৈ তুভ্যমহং ঘাতয়িষ্যে (পরার্থে—ঘাতয়িষ্যামি)॥" অতঃপর পশুর মস্তকে কুশোদক দিয়া কর্ণে মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—ওঁ হিলি হিলি কিলি কিলি বহুরূপধরায়ৈ হুং হুং স্ফেং স্ফেং ইমং ছাগপশুং স্বর্গং প্রদর্শয় নিযোজয় ওঁ হ্রীং হুং ফট্ স্বাহা॥ ওঁ পশুপাশায় বিদ্মহে বিশ্বকর্মণে ধীমহি, তন্নো জীবঃ প্রচোদয়াৎ॥" অতঃপর খড়্গপূজা করিবেন।

খড়্গপূজা—খড়্গের দক্ষিণে সিন্দুর দ্বারা "ঐং হ্রীং শ্রীং" এই বীজত্রয় লিখিয়া খড়্গের ধ্যান পূর্বক পূজা করিবেন। **ধ্যান ঃ** যথা—"ওঁ কৃষ্ণং পিণাকপাণিঞ্চ কালরাত্রিস্বরূপকম্। উগ্রং রক্তাস্যনয়নং রক্তামাল্যানুলেপনম্॥" রক্তাম্বরধরঞ্চৈব পাশহস্তং কুটুম্বিনম্। পীবমানঞ্চ রুধিরং ভুঞ্জানং ক্রব্যসংস্থিতম্॥" এইরূপে ধ্যানান্তে—"ওঁ রসনা ত্বং চণ্ডিকায়াঃ সুরলোক প্রসাধকঃ। ওঁ হ্রীং শ্রীং কালি কালি বিকটদংষ্ট্রে স্ফেঁ স্ফেঁ ফেৎকারিনী খাদয় ছেদয় সর্বদুষ্টান্ মারয় বলিং খড়্গেন ছিন্ধি ছিন্ধি কিলি কিলি চিকি চিকি পিব পিব রুধিরং স্ফ্রৌং স্ফ্রৌং কিরি কিরি কালিকায়ৈ নমঃ॥" মন্ত্রে খড়্গকে অভিমন্ত্রিত করিয়া—"ওঁ খড়্গায় নমঃ।" মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজা পূর্বক (খড়্গমূলে)—"ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ। (খড়্গাগ্রে)—"ওঁ রুদ্রায় নমঃ।" (খড়্গমধ্যে)—"ওঁ জয়ায়ৈ নমঃ।" (উভয়পার্শ্বে)—"ওঁ কালযমাভ্যাং নমঃ। ওঁ বজ্রেশ্বরী লৌহদণ্ডায়ৈ খড়্গায় নমঃ।" অতঃপর—"ওঁ কালি কালি বজ্রেশ্বরী লৌহদণ্ডায়ৈ নমঃ।" মন্ত্রে খড়্গোপরি পুষ্পাঞ্জলি দিয়া, করযোড়ে পাঠ করিবেন। যথা—"ওঁ অসির্বিসশনঃ খড়্গ তীক্ষ্ণধারো দুরাসদঃ। শ্রীগর্ভো বিজয়শ্চৈব ধর্মপাল নমো হস্তুতে॥ ইত্যষ্টৌ তব নামানি স্বয়মুক্তানি বেধসা। নক্ষত্রং কৃত্তিকা তুভ্যং গুরুর্দ্দেবো মহেশ্বর॥ হিরণ্যঞ্চ শরীরং তে ধাতা দেবো জনার্দ্দনঃ। পিতা পিতামহো দেবস্ত্বং মাং পালয় সর্বদা॥ নীলজীমূতসঙ্কাশস্তীক্ষ্ণ দংষ্ট্রাঃ কৃশোদর। ভাবশুদ্ধো হমর্ষণশ্চ অতিতেজোস্তথৈব চ॥ ইয়ং যেন ধৃতা ক্ষৌণী হতশ্চ মহিষাসুরঃ। তীক্ষ্ণধারায় শুদ্ধায় তস্মৈ খড়্গায় তে নমঃ॥ ওঁ খড়্গায় খরশানায় শক্তিকার্য্যার্থ তৎপরঃ। পশুশ্ছেদ্যস্ত্বয়া শীঘ্রং খড়্গনাথ নমো হস্তুতে॥ অতঃপর—"ওঁ ছাগ ত্বং বলিরূপেণ মমভাগ্যাদুপস্থিতঃ। অতস্ত্বাং ঘাতয়ামদ্য

তস্মিন্ যজ্ঞে বধো হবধঃ॥ ওঁ হ্রীং হ্রীং হ্রঃ শ্রীং শ্রীং শ্রঃ নিখিলব্রহ্মাণ্ড খণ্ড খণ্ড বলিরূপং গৃহ্ন গৃহ্ন স্বাহা॥" মন্ত্র পাঠান্তে খড়্গটি পশুর স্কন্ধে স্পর্শ করাইবেন। অতঃপর স্তম্ভপূজা করিবেন।

স্তম্ভপূজা—স্তম্ভে সিন্দুরাদি দিয়া "ওঁ স্তম্ভায় নমঃ" মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা স্তম্ভের পূজা করিয়া, করযোড়ে পাঠ করিবেন। যথা—"ওঁ স্তম্ভ ত্বং স্তম্ভরূপো হসি ব্রহ্মণা নির্মিতং পুরা। অতস্ত্বাং পূজয়ামদ্য পশুবন্ধন হেতবে॥ ওঁ স্তম্ভমূলে বসেদ্ ব্রহ্মা স্তম্ভমধ্যে চ মাধবঃ। স্তম্ভাগ্রে চ স্বয়ং রুদ্রাস্তস্মাত্ত্বমচলো ভব॥ ওঁ সর্বে দেবাঃ সগন্ধর্বাঃ সযক্ষোরগরাক্ষসাঃ। তব সান্নিধ্যমায়ান্তি তস্মাত্ত্বমচলো ভব॥" অতঃপর "ওঁ আং হ্রীং ফট্।" মন্ত্র পাঠ পূর্বক খড়্গ দ্বারা এক আঘাতে পশুকে ছেদন করিবেন। ★

বলির পর মৃৎপাত্র বা তাম্রপাত্রে জল, সৈন্ধব, কদলী, শর্করা ও মধু রাখিয়া উক্তপাত্রে রুধির ও কিঞ্চিৎ মাংস গ্রহণ পূর্বক দেবীর বামভাগে উক্তপাত্র রাখিবেন। অতঃপর উক্ত সমাংস রুধির দুইভাগ করিয়া তাহার এক ভাগকে চারিভাগ করতঃ (অগ্নিকোণে)—"ওঁ বিদারিকায়ৈ নমঃ।" (নৈর্ঋতে)—"ওঁ পাপরাক্ষস্যৈ নমঃ।" (বায়ুকোণে)—"ওঁ পুতনায়ৈ নমঃ। (ঈশানে)—"ওঁ কালিকায়ৈ নমঃ।" অবশিষ্ট একভাগ—"ওঁ সমাংসরুধির বলয়ে নমঃ।" মন্ত্রে তিনবার কুশোদক অভ্যুক্ষণ করতঃ দেবীকে উৎসর্গ করিবেন। উৎসর্গ বাক্য, যথা—"বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ অদ্য আশ্বিনে মাসি কন্যারাশিস্থে ভাস্করে শুক্লেপক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা (পরার্থে—অমুক গোত্রস্য শ্রীঅমুকস্য) দশবর্ষাবচ্ছিন্ন শ্রীশ্রীভগবদ্দুর্গা প্রীতিকামনয়া এষ সমাংসছাগরুধিরবলিঃ ওঁ হ্রীং শ্রীশ্রীভগবদ্দুর্গাদেব্যৈ নমঃ।" ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং কৌষিকী রুধিরেণাপ্যায়তাম্॥ অতঃপর পশুর ছিন্নশিরোপরি ঘৃত প্রদীপ স্থাপন পূর্বক উক্ত সপ্রদীপ

★ ছেত্তা পূর্বমুখে এবং বলি উত্তরাগ্রে থাকিবে। যদি পশু পূর্বাগ্রে থাকে তবে ছেত্তা উত্তরমুখে বসিবে। বলির পর পশুর ছিন্নমুণ্ড হইতে দন্তঘর্ষণ জনিত "কট কট" শব্দ হইলে কর্তার মরণ, চক্ষু হইতে জল পড়িলে হানি হইয়া থাকে। ছিন্নশির পূর্বোত্তর দিকে পড়িলে সম্পদ লাভ, ঈশান ও অগ্নিকোণের মধ্যে পড়িলে সিদ্ধিলাভ এবং বায়ু বা নৈর্ঋতকোণে পড়িলে হানি হয়।

পশুর ছিন্নমুণ্ড দেবীকে নিবেদন করিবেন। যথা—''ওঁ সপ্রদীপ ছাগশীর্ষ বলয়ে নমঃ'' মন্ত্রে তিনবার কুশোদকে অভ্যুক্ষণ করতঃ উক্ত সপ্রদীপ ছিন্নমুণ্ড দেবীকে উৎসর্গ করিবেন। উৎসর্গ বাক্য—''বিষ্ণুরোঁ তৎসৎ অদ্য আশ্বিনেমাসি কন্যারাশিস্থে ভাস্করে শুক্লেপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা (পরার্থে—অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকস্য) শ্রীশ্রীদুর্গাদেব্যাঃ দর্শনাভিবন্দন স্পর্শন-পূজন- স্নপন-তর্পণ জনিত পূর্ব পুণ্যাধিক পুণ্যপ্রাপ্তি কামনয়া এষ সপ্রদীপ ছাগশীর্ষবলিঃ ওঁ হ্রীং শ্রীশ্রীদুর্গাদেব্যৈ নমঃ।'' পরে করযোড়ে পাঠ করিবেন। যথা—''ওঁ জয় ত্বং সর্বভূতেশে সর্বভূতসমাবৃতে। রক্ষ মাং সর্বভূতেভ্যো বলিং ভুঙ্ক্ষ নমোহস্তুতে॥ ওঁ ঘোরদংষ্ট্রে করালাস্যে মধুমাংস বলিপ্রিয়ে। বলিং গৃহ্ণ মহাদেবি পশুরক্তং সমাংসকম্॥ ওঁ আহবেরুধিরাকাঙ্ক্ষি বলিং গৃহ্ণ প্রসীদ মে। সমরে শত্রুসঙ্ঘাতে বিজয়ে চার্থসিদ্ধয়ে॥ ওঁ মহিষঘ্নি মহামায়ে দৈত্যদর্প নিষুদিনি। ছাগলেন (মেষ স্থলে—''মেষেন'' মহিষ স্থলে—মহিষেন'' বলিবেন।) বলিং দদ্মি গৃহাণ হরবল্লভে॥ ইমং ছাগ (মেষ, মহিষ বা) বলিং দেবি গৃহীত্বা কালরাত্রিকে। প্রীতা ভব মহাকালি রক্ষ মাং দেবি চণ্ডিকে॥'' অতঃপর খড়্গস্থ রুধির লইয়া ''ওঁ যং যং স্পৃশ্যামি পাদেন যং যং পশ্যামি চক্ষুষা। স স মে বশ্যতাং যাতু যদি শক্রসমো ভবেৎ॥ ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং নিত্যক্লিন্নে মদদ্রবে স্বাহা॥'' মন্ত্র পাঠ পূর্বক ললাটে তিলক করিবেন।

মেষবলিবিধি—সমস্তই ছাগবলির ন্যায় হইবে। শুধুমাত্র ''ছাগপশবে'' স্থলে ''মেষ পশবে'' উল্লেখ করিবেন। যে স্থলে—''ছাগপশু বহ্নির্দৈবতম্।'' উল্লেখ রহিয়াছে সেস্থলে—''মেষপশুং বরুণদৈবতম্'' বলিবেন। উৎসর্গ মন্ত্রে বিশেষ হইল যে ''দশবর্ষাবচ্ছিন্ন'' স্থলে ''একবর্ষাবচ্ছিন্ন'' বলিবেন। সমাংস রুধির ছাগবলির নিয়মেই উৎসর্গ করিবেন। সপ্রদীপ পশুর ছিন্নশির (''সপ্রদীপ মেষশীর্ষবলি'') উল্লেখ করিবেন।

মহিষবলি বিধি—মহিষকে স্তম্ভের নিকটে আনিয়া পূজক স্বয়ং উত্তরাস্যে বসিয়া স্তম্ভ স্পর্শ করতঃ মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—''ওঁ স্তম্ভ ত্বং শিবরূপোঽসি ব্রহ্মণা নির্মিতং পুরাঃ। দেব্যা দৃষ্টি প্রদানেন সদা ত্বমচলো ভব॥ ওঁ স্তম্ভমূলে বসেদ্ ব্রহ্মা স্তম্ভাগ্রে চ মহেশ্বরঃ। স্তম্ভমধ্যে স্বয়ং বিষ্ণু স্তম্ভাত্বমচলো ভব॥ ওঁ

যথাচলো গিরির্মেরু হিমবাংশ্চ যথাচলঃ। যথাচান্যে মহীধ্রাশ্চ তথা ত্বমচলো ভব॥ ওঁ স্তম্ভ ত্বং বিষ্ণুরূপোঽসি পার্বত্যানন্দবর্দ্ধন। ভক্তিতঃ পূজয়ামি ত্বাং পশুবন্ধনহেতবে॥'' অতঃপর—''ওঁ স্তম্ভায় নমঃ।'' মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা স্তম্ভের পূজা করিবেন। অতঃপর পশুকে বন্ধন করিবার জন্য পাশ রজ্জু লইয়া ''ওঁ পাশ ত্বং বরুণাজ্জাতঃ সদা বরুণদৈবতঃ। অতস্ত্বাং পূজয়ামীহ শান্তিং কুরু নমোঽস্তুতে॥'' অতঃপর উক্ত পাশদ্বারা মহিষকে স্তম্ভে বন্ধন পূর্বক পাঠ করিবেন। যথা—''ওঁ মেঘাকার স্তম্ভমধ্যে পশুং বন্ধয় বন্ধয়। ব্রহ্মাণ্ডখণ্ডরূপিণং পশুং বন্ধয় বন্ধয়। সশৃঙ্গসর্বায়ব সহিত পশুং বন্ধয় বন্ধয় হুং ফট স্বাহা॥'' এই মন্ত্রে বন্ধন পূর্বক করযোড়ে পাঠ করিবেন। যথা—''ওঁ মহিষ ত্বং মহাবীরঃ সর্বাভীষ্ট প্রদায়ক। কুমতিং সর্বপাপশ্চ মম শত্রুংশ্চ নাশয়॥'' অতঃপর মহিষের স্নানের নিমিত্ত জলে তীর্থ আবাহন করিবেন। যথা—''ওঁ বারাহী যমুনা গঙ্গা করতোয়া সরস্বতী। কাবেরী চন্দ্রভাগা চ সিন্ধুভৈরব সাগরাঃ॥ মহিষস্য পশোঃ স্নানে সান্নিধ্যমিহ কল্পয়॥'' মন্ত্র পাঠান্তে সহস্রধারা দ্বারা মহিষকে স্নান করাইবেন। যথা—''ওঁ নিখিল পাপক্ষয়ায় ব্রহ্মবীজস্বরূপায় দিব্যতেজসে নমঃ। ওঁ ঐং ঐং হ্রীং হ্রীং শ্রীং শ্রীং হূঁ হূঁ বরুণমণ্ডলাধিষ্ঠিত বিগ্রহায়ৈ মহিষরূপ চণ্ডিকায়ৈ ইমং মহিষং প্রোক্ষয়ামি স্বাহা॥'' অতঃপর পীতবর্ণ বস্ত্রদ্বারা পশুকে বেষ্টন পূর্বক শৃঙ্গে হরিদ্রাক্ত সূত্রদ্বারা আলতা বাঁধিয়া সিন্দুর দিবেন এবং গলদেশে জবাপুষ্পের মাল্য দিয়া মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—''ওঁ পশুপাশবিনাশায় হেমকূটস্থিতায় চ। পরাপরায় পরমেষ্ঠিনে হুঙ্কারায় ত্রিমূর্তয়ে॥ ওঁ শিরঃ পুনাতু গোবিন্দঃ কণ্ঠং বিষ্ণু পুনাতু তে। পৃষ্ঠং পুনাতু বৈকুণ্ঠো জঠরঞ্চ হুতাশনঃ॥ গুহ্যং পুচ্ছঞ্চ পবনো জঙ্ঘাপাদৌ মহেশ্বর। এবম্ সমস্ত গাত্রেষু পুনাতু ত্বাম্ জনার্দন॥ ওঁ জলদসদৃশবর্ণং চারুবিস্তীর্ণকর্ণং, ধরণীধরসমাঙ্গং দীর্ঘতীক্ষ্ণাগ্রশৃঙ্গম্। বলিমিমমুপনীতং চণ্ডি মেধ্যং গৃহীত্বা, ভগবতি মম নিত্যং রাজলক্ষ্মীং বিধেহি॥ ওঁ কুরু মম রিপুনাশং কামঋদ্ধিঞ্চ সিদ্ধিং, হর হর মম দুঃখং সর্বপাপং কুবুদ্ধিম্। ভবতারণবরেণ্যে পূজিতাধিষ্ঠিতা ত্বা, ভগবতি ফলদা ত্বং সর্বযজ্ঞব্রতানাম্॥'' অতঃপর মহিষের অঙ্গে ন্যাস করিবেন। যথা—(মস্তকে)—ওঁ অং নমঃ, ওঁ আং নমঃ।'' (নাসাদ্বয়ে)—''ওঁ ইং নমঃ, ওঁ ঈং নমঃ।'' (চক্ষুর্দ্বয়ে)—''ওঁ উং নমঃ, ওঁ ঊং নমঃ।'' (পৃষ্ঠে)—''ওঁ ঋং নমঃ, ওঁ ৠং নমঃ।'' (দন্তপঙ্‌ক্তিতে)—''ওঁ ৯ং নমঃ, ওঁ ৡং নমঃ।''

(গণ্ডদ্বয়ে)—"ওঁ এং নমঃ, ওঁ ঐং নমঃ।" (পুচ্ছে)—"ওঁ ওং নমঃ, ওঁ ঔং নমঃ।" (জিহ্বায়)—"ওঁ অঃ নমঃ।" (দক্ষিণপাদদ্বয়ে)—"ওঁ কং খং গং ঘং ঙং নমঃ।" (বামপাদদ্বয়ে)—"ওঁ চং ছং জং ঝং ঞং নমঃ।" (জঙ্ঘাদ্বয়ে)—"ওঁ টং ঠং ডং ঢং ণং নমঃ।" (পার্শ্বদ্বয়ে)—"ওঁ তং থং দং ধং নং নমঃ।" (পৃষ্ঠে)—"ওঁ পং ফং বং ভং মং নমঃ।" (হৃদয়ে)—"ওঁ যং রং লং বং নমঃ।" (উদরে)—"ওঁং শং ষং সং নমঃ।" (গলদেশে)—"ওঁ হ্‌ং লং নমঃ" (মস্তকে)—"ওঁ ক্ষং নমঃ।" অতঃপর—"ওঁ মহিষপশবে নমঃ।" মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা মহিষের পূজা পূর্বক—"ওঁ যমায় নমঃ।" মন্ত্রে অধিপতি দেবতার পূজা করিয়া, করযোড়ে পাঠ করিবেন। যথা—"ওঁ মহিষ ত্বং মহাবীর মম ভাগ্যাদুপস্থিতঃ। প্রণমামি ততঃ সর্বরূপিণম্ বলিরূপিণং॥ ওঁ চণ্ডিকাপ্রীতিদানেন দাতুরাপদ্বিনাশনে। চণ্ডিকাবলিরূপায় বলে তুভ্যং নমো নমঃ॥ ওঁ যজ্ঞার্থে পশবঃ সৃষ্ট্যাঃ স্বয়মের স্বয়ম্ভুবা। অতস্ত্বাৎ ঘাতয়ামদ্য তস্মাৎ যজ্ঞে বধো হ্বধঃ॥ ওঁ যথা ভব ভবান্ দ্বেষ্টি যথা বহসি চণ্ডিকাম্। তথা মম রিপুন্ হংসি শুভং বহ লুলাপক॥ ওঁ যমস্য বাহনং ত্বং হি বররূপধরোহ্ব্যয়ঃ। আয়ুর্বিত্ত যশো দেহি কাসরায় নমো নমঃ॥" অতঃপর মহিষকে শিবরূপী চিন্তা পূর্বক "ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং" বীজমন্ত্র পাঠ পূর্বক মহিষের মস্তকে পুষ্প প্রদান পূর্বক উৎসর্গ করিবেন। যথা—"বিষ্ণুরোঁ তৎসৎ অদ্য আশ্বিনেমাসি কন্যারাশিস্থে ভাস্করে শুক্লেপক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা (পরার্থে—অমুক গোত্রস্য শ্রীঅমুকস্য) শতবর্ষাবচ্ছিন্ন শ্রীশ্রীদুর্গাদেবী প্রীতিকামঃ ইমং মহিষপশুং যমদৈবতং হ্রীং ওঁ শ্রীশ্রীদুর্গাদেব্যৈ তুভ্যমহং ঘাতয়িষ্যে। (পরার্থে—ঘাতয়িষ্যামি)॥" এইরূপে উৎসর্গ বাক্য পাঠ করিয়া মহিষের মস্তকে কুশোদক দিয়া করযোড়ে পাঠ করিবেন। যথা—"ওঁ প্রাণিনামুপকারার্থং পশুং সৃষ্টঃ স্বয়ম্ভুবা। প্রোষিতঃ পার্বতী প্রীত্যৈ মমাত্মানঞ্চ তারয়॥" অতঃপর খড়্গ পূজা (পৃঃ৮২ পং ৫) করিয়া খড়্গ গ্রহণ পূর্বক—"ওঁ হ্রীং কালী কালী বিকটদংষ্ট্রে ক্ষেংক্ষেং ফেৎকারিণি খাদয় খাদয় ছেদয় ছেদয় সর্বান্ দুষ্টান্ মারয় মারয় লুলাপক খড়্গেন ছিন্দি ছিন্দি কিলি কিলি চিকি চিকি পিব পিব রুধিরং ষ্ফ্রৈং ষ্ফ্রৈং কিরি কিরি কালিকায়ৈ নমঃ॥ ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং মহিষং মহামোক্ষং কুরু কুরু স্বাহা।" পাঠ পূর্বক অভিমন্ত্রিত করিয়া মহিষের গলায় খড়্গ স্পর্শ করাইবেন। অনন্তর মন্ত্র পাঠ পূর্বক মহিষকে বন্ধন মুক্ত

করিবেন। যথা—"ওঁ যজ্ঞার্থে বন্ধনস্থোসি মুক্তয়ে মোচিতো ময়া। দেব্যাঃ প্রীতিঃ সমুৎপাদ্য স্বর্গং গত পশুত্তম॥ ওঁ শিরঃ পুচ্ছাদিমেস্তু পাদয়ো জঙ্ঘয়োস্তথা। উদরে পৃষ্ঠদেশে ত্বাং মুঞ্চন্তু পশুদেবতাঃ॥ ওঁ খড়্গাঘাতোদ্ভবং দুঃখং যত্তে মনসি বর্ততে। তৎক্ষমস্ব মহাভাগ গন্ধর্বলোকমাপ্নুহি॥" অতঃপর স্তম্ভপূজা (পৃঃ ৮৩ পং ৩) করিয়া স্বয়ং বলি করিতে অসমর্থ হইলে উপযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা এক আঘাতে ছেদন করিবেন বা করাইবেন। অনন্তর মৃৎপাত্রে অথবা তাম্রপাত্রে জল, সৈন্ধব, শর্করা ও মধু দিয়া সেই পাত্রে রুধির গ্রহণ করিয়া দেবীর অগ্রভাগে স্থাপন করিয়া, উৎসর্গ বাক্য পাঠ পূর্বক রুধির উৎসর্গ করিবেন। যথা—"বিষ্ণুরোঁ তৎসৎ অদ্য আশ্বিনে মাসি কন্যারাশিস্থে ভাস্করে শুক্লেপক্ষে অমুকতিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা (পরার্থে—অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকস্য) শতবর্ষাবচ্ছিন্ন শ্রীশ্রীদুর্গাদেবী প্রীতিকামনয়া এষ মহিষরুধির বলিঃ হ্রীং ওঁ শ্রীশ্রীদুর্গাদেব্যৈ নমঃ। ওঁ হ্রীং শ্রীং কৌষিকী রুধিরেণাপ্যায়তাম্॥" অনন্তর কুশত্রিপত্র দ্বারা ঐ রুধির চারিভাগে ভাগ করিয়া অগ্ন্যাদি চতুষ্কোণে বিভিন্ন দেবতাকে উৎসর্গ করিবেন। যথা—অগ্নিকোণে—"ওঁ বিদারিকায়ৈ নমঃ।" নৈঋতে—"ওঁ পাপরাক্ষস্যৈ নমঃ।" বায়ুকোণে—"ওঁ পূতনায়ৈ নমঃ।" ঈশানকোণে—"ওঁ কালিকায়ৈ নমঃ॥" অনন্তর মহিষের ছিন্নমুণ্ডের উপর জ্বলন্ত ঘৃতপ্রদীপ স্থাপন করতঃ উৎসর্গ করিবেন। যথা—"বিষ্ণুরোঁ তৎসৎ অদ্য আশ্বিনে মাসি কন্যারাশিস্থে ভাস্করে শুক্লেপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা (পরার্থে—অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকস্য) শ্রীশ্রীদুর্গাদেব্যাঃ দর্শনাভিবন্দন-স্পর্শনাভিপূজন-স্নপন-তর্পণ জনিত পূর্বপুণ্যাধিক পুণ্যপ্রাপ্তি কামনয়া এষ সপ্রদীপ মহিষশীর্ষবলিঃ হ্রীং ওঁ শ্রীশ্রীদুর্গাদেব্যৈ নমঃ॥" অনন্তর করযোড়ে পাঠ করিবেন, যথা—"ওঁ জয় ত্বং সর্বভূতেশে সর্বভূত সমাবৃতে। রক্ষ মং সর্বভূতেভ্যো বলিং গৃহ্ণ নমোহস্তুতে॥"—ইতি মহিষবলি বিধি।

কুষ্মাণ্ডাদি বলি—কুষ্মাণ্ডাদিতে সিন্দুর দিয়া—"বং এতস্মৈ কুষ্মাণ্ড বলয়ে নমঃ।" (কদলী হইলে—কদলীফল বলয়ে নমঃ।" এইক্রমে—ইক্ষুদণ্ড বলয়ে নমঃ। শশা হইলে—ত্রপুষ বলয়ে নমঃ। বাতাবী হইলে—মধুকর্কটী বলয়ে নমঃ।' বিল্ব হইলে—শ্রীফল বলয়ে নমঃ। সুপারী হইলে—গুবাক বলয়ে নমঃ

আদা হইলে—ইমাদ্রক বলয়ে নমঃ। নামোল্লেখ করিবেন) এইরূপে বারত্রয় কুশোদকে প্রোক্ষণ পূর্বক—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ কুষ্মাণ্ড (যাহা বলি হইবে তাহার নাম) বলয়ে নমঃ। "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ কুষ্মাণ্ড (যাহা বলি হইবে তাহার নাম) বলয়ে নমঃ। "এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে দেবায় ওঁ বনস্পতয়ে (বিষ্ণবে বা) নমঃ, সম্প্রদানৈ হ্রীং ওঁ শ্রীশ্রীদুর্গাদেব্যৈ নমঃ॥" বলিয়া উৎসর্গ বাক্য পাঠ করিবেন। যথা—"বিষ্ণুরোঁ তৎসৎ অদ্য আশ্বিনে মাসি কন্যারাশিস্থে ভাস্করে শুক্লেপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা (পরার্থে—অমুক গোত্রস্য শ্রীঅমুকস্য) শ্রীশ্রীদুর্গাদেবী প্রীতিকামঃ ইমং কুষ্মাণ্ডবলিং (যাহা বলি হইবে তাহার নাম) বনস্পতি দৈবতং (শ্রীবিষ্ণুর্দৈবতং বা) হ্রীং ওঁ শ্রীশ্রীদুর্গাদেব্যৈ তুভ্যমহং ঘাতয়িষ্যে। (পরার্থে—ঘাতয়িষ্যামি)॥" অতঃপর যথারীতি খড়্গপূজা ও স্তম্ভপূজা পূর্বক এক আঘাতে ঐ সকল দ্রব্য ছেদন করিবেন। —ইতি কুষ্মাণ্ডাদি বলি বিধি।

বলিবিঘ্নশান্তি—এক আঘাতে বলি ছেদন করিতে হয়। তাহা না হইলে নানপ্রকার দোষের কারণ হয়। যদ্যপি এক আঘাতে বলি ছেদন না হয়, তাহা হইলে সেই সমাংস রুধির দেবীকে উৎসর্গ করা শাস্ত্রনিষিদ্ধ। এইরূপ বলিবিঘ্ন হইলে দোষশান্তির নিমিত্ত বিঘ্ন বলির মাংস দ্বারা সহস্রহোম, একমাষা পরিমাণ স্বর্ণদান এবং সহস্র দুর্গানাম জপ করিতে হয়। পরন্তু কলিযুগে চতুর্গুণ বিধি। যথা—"কলৌ সংখ্যা চতুর্গুণ॥" অতঃপর পুনর্বার অন্য বলি প্রদান পূর্বক তাহার সমাংস রুধির দেবীকে উৎসর্গ করিবেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—একত্রে প্রভূত বলিদান হইলে এক জাতীয় পশু দেবীর অগ্রে রাখিয়া একত্রে উৎসর্গ করিবেন।" মন্ত্র কিন্তু একবচনান্ত হইবে। পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্যামাচরণ কবিরত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন—"প্রভূত বলিদানেন তু সজাতীয়ান্ দ্বৌ বা ত্রীন্ বা পশূন্ অগ্রতঃ কৃত্বা সর্বান্ যুগপৎ উৎসৃজেৎ। তত্র বহুপশু-ঘাতেহপি মন্ত্র একবচনান্ত এব প্রযোজ্যঃ।

হোম প্রকরণ

সামবেদীয় হোম প্রয়োগ—হোতা কুশাসনে পূর্বাস্যে বসিয়া উষ্ণীষধারণ পূর্বক আচমন, বিষ্ণুস্মরণাদি করিয়া আপন সম্মুখে শর্করাদি, দগ্ধমৃত্তিকা ও কীট-কেশাদি রহিত বালুকা লইয়া গোময়াদি দ্বারা পরিষ্কৃত ভূমিতে চতুর্দিকে সমচতুষ্কোণ একহস্ত পরিমিত স্থণ্ডিল রচনা করিয়া, একটি সাগ্র কুশদ্বারা অঙ্গুষ্ঠ সাহায্যে দ্বাদশ অঙ্গুলি মাপিয়া নখ ব্যতিরেকে ছেদন পূর্বক নৈর্ঋত কোণ হইতে পূর্বাভিমুখে উক্ত কুশটি স্থাপন করিবেন। অপর একগাছি কুশ লইয়া পূর্বোক্ত ক্রমে একবিংশতি অঙ্গুলি মাপিয়া স্থণ্ডিলের পশ্চিম প্রান্তে দুই অঙ্গুলি এবং দক্ষিণে অঙ্গুষ্ঠ মাত্র স্থান পরিত্যাগ পূর্বক উত্তরাভিমুখে স্থাপন করিবেন। অপর একটি কুশ সপ্তাঙ্গুলি মাপিয়া উত্তরাভিমুখে স্থাপন করিবেন। উহার উত্তর হইতে পূর্বাভিমুখে একটি প্রাদেশ প্রমাণ কুশ স্থাপন করিবেন। পুনরায় পূর্বক্রমে একটি সপ্তাঙ্গুল কুশ লইয়া দ্বিতীয় সপ্তাঙ্গুল কুশের উত্তর প্রান্ত হইতে উত্তরাভিমুখে স্থাপন করিবেন। উহার উত্তর প্রান্তে পূর্বাভিমুখে অপর একটি প্রাদেশ প্রমাণ কুশ স্থাপন করিবেন। অনন্তর দক্ষিণ হস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা একটি কুশ লইয়া—পূর্বস্থাপিত দ্বাদশ অঙ্গুলি হইতে পাঁচটি কুশ স্থাপনের পর্যায়ক্রমে পাঁচটি মন্ত্র পাঠান্তে রেখাকরণ করিবেন। যথা—(১) দ্বাদশাঙ্গুলিপ্রমাণ কুশে—ওঁ রেখেয়ং পৃথ্বীর্দেবতাকা পীতবর্ণা।" (২) একবিংশতি প্রমাণ কুশে—"ওঁ রেখেয়ং অগ্নির্দেবতাকা লোহিতবর্ণা।" (৩) প্রথম প্রাদেশ প্রমাণ পূর্বাভিমুখ কুশে—"ওঁ রেখেয়ং প্রজাপতির্দেবতাকা কৃষ্ণবর্ণা।" (৪) দ্বিতীয় প্রাদেশ প্রমাণ পূর্বাভিমুখ কুশে—ওঁ রেখেয়ং ইন্দ্রদেবতাকা নীলবর্ণা।" (৫) তৃতীয় প্রাদেশ প্রমাণ পূর্বাভিমুখ কুশে—"ওঁ রেখেয়ং সোমদেবতাকা শুক্লবর্ণা॥"

অতঃপর দক্ষিণ হস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠদ্বারা প্রথম রেখা হইতে আরম্ভ করিয়া যথাক্রমে পূর্বোক্ত পাঁচটি রেখার মূলদেশ হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ উৎকর (বালুকা) তুলিয়া—'প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দো হগ্নির্দেবতা উৎকর নিরসনে বিনিয়োগঃ। ওঁ নিরস্তঃ পরাবসুঃ॥" মন্ত্র পাঠ পূর্বক উক্ত বালুকা অরত্নি প্রমাণ দূরে ঈশান কোণে নিক্ষেপ করিবেন। অনন্তর পাতিত দক্ষিণজানু হইয়া একটি উত্তরাগ্র কুশের উপর বামহস্ত উত্তানভাবে উক্ত কুশোপরি অগ্নিস্থাপন পর্যন্ত

রাখিবেন। অতঃপর অগ্নিস্থাপন করিবেন।

বহ্নিস্থাপন—সন্নিহিত পাত্র হইতে শুদ্ধাগ্নি গ্রহণ পূর্বক—''প্রজাপতিঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দোঽগ্নির্দেবতা অগ্নিসংস্কারে বিনিয়োগঃ। ওঁ ক্রব্যাদমগ্নিং প্রহিণোমি দূরং যমরাজ্যং গচ্ছতু রিপ্রবাহঃ।'' এই মন্ত্র পাঠান্তে উক্ত অগ্নি নৈর্ঋত কোণে নিক্ষেপ করিবেন।

পুনর্বার প্রজ্বলিত শুদ্ধ অগ্নি লইয়া—''প্রজাপতিঋষির্বৃহতীছন্দঃ প্রজাপতির্দেবতা অগ্নিস্থাপনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বরোম্॥ এই মন্ত্র পাঠান্তে অগ্নিকে দক্ষিণাবর্তে স্থণ্ডিলের উপর ঘুরাইয়া তৃতীয় রেখার উপরে আত্মাভিমুখে স্থাপন করিবেন। অতঃপর বামহস্ত তুলিয়া লইয়া করযোড়ে পাঠ করিবেন। যথা—''প্রজাপতিঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ছন্দোঽগ্নির্দেবতা অগ্নিস্থাপনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইহৈবায় মিতরো জাতবেদা দেবেভ্য হব্যং বহতু প্রজানন্॥ ওঁ সর্বতঃ পাণিপাদান্ত সর্বতোঽক্ষি শিরোমুখঃ। বিশ্বরূপ মহানগ্নি প্রণীত সর্বকর্মসু॥'' অতঃপর অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকার দ্বারা আস্তৃত কুশ হইতে একটি কুশ লইয়া—''প্রজাপতিঋষিরগ্নির্দেবতা তৃণনিরসনে বিনিয়োগঃ। ওঁ নিরস্তঃ পরাবসুঃ॥'' এই মন্ত্র পাঠ পূর্বক স্থণ্ডিলের চারিপার্শ্বে সম্মার্জন পূর্বক কুশটি নৈর্ঋত কোণে ফেলিয়া দিয়া একটি প্রাদেশ প্রমাণ ঘৃতাক্ত কুশ অমন্ত্রক অগ্নিতে দিয়া, বামপদের উপর দক্ষিণপদ স্থাপন পূর্বক উত্তরাস্যে মন্ত্র পাঠান্তে কয়েকগাছি কুশ পাতিয়া ব্রহ্মাসন প্রস্তুত করতঃ জল দ্বারা অভ্যুক্ষণ করিবেন। মন্ত্র, যথা—'' প্রজাপতিঋষিরগ্নির্দেবতা ব্রহ্মোপবেশনে বিনিয়োগঃ। ওঁ আ বসোঃ সদনে সীদ। বৃত ব্রহ্মা (অভাবে হোতা) বলিবেন—''ওঁ সীদামি।'' (বৃত ব্রাহ্মণ ব্রহ্মা না হইলে—কুশময় ব্রাহ্মণ স্থাপন করিবেন।) এই মন্ত্র পাঠ পূর্বক আসনে উত্তরাভিমুখে ব্রহ্মাস্থাপন করিবেন। অতঃপর অযজ্ঞীয় বাগ্বচন নিমিত্ত মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—'' প্রজাপতিঋষিগায়ত্রীছন্দো বিষ্ণুর্দেবতা অযজ্ঞীয় বাগ্বচন নিমিত্ত জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদম্। স মূঢ়মস্য পাংসুলে॥ অতঃপর কুশপুষ্পাদি দ্বারা—''ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ।'' মন্ত্রে পূজা করিবেন। অতঃপর ভূমিজপাদি করিবেন।

ভূমিজপ—দক্ষিণ জানু ভূমিতে পাতিত করিয়া এবং দক্ষিণহস্ত ভূমিতে রাখিয়া মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—''পরমেষ্ঠীঋষিরনুষ্টুপ্ছন্দঃ অগ্নির্দেবতা ভূমিজপে

বিনিয়োগঃ। ওঁ ইদং ভূমের্ভজামহম্, ইদং ভদ্রসুমঙ্গলম্। পরস্বপত্নান্ বাধস্বাণ্যেস্বাং বিন্দতে ধনম্॥

অতঃপর দক্ষিণহস্তে কুশ গ্রহণ করিয়া অগ্নির উত্তরে দক্ষিণাবর্তে তৃণাদি মার্জন করিবেন। মন্ত্র, যথা—(এই তিনটি মন্ত্রের একই ঋষ্যাদি তজ্জন্য একবার উল্লেখ করা হইল)। কুৎস ঋষির্জগতীচ্ছন্দঃ অগ্নির্দেবতা, পৃষ্ঠস্য ষড়হস্য ষষ্ঠেঽহনি, অগ্নিমারুতে শস্ত্রে, পরিসমূহনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইমং স্তোমমর্হতে জাতবেদসে, রথমিব ষন্মহেমো মনীষয়া। ভদ্রা হি নঃ প্রমতিরস্য সংসদ্যগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ং তব॥ ১॥ ''ওঁ ভরামেষ্মংকৃণবামা হবীংষি তে, চিতয়ন্ত পর্বণা পর্বণা বয়ম্। জীবাতবে প্রতরাং সাধয়া ধিয়ো হ্যগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ং তব॥ ২॥ ''ওঁ শকেম ত্বা সমিধং সাধয়া ধিয়স্ত্বে দেবা হবিরদন্ত্যাহুতম্। ত্বমাদিত্যাঁ আ বহ তান্ হ্যশ্মস্যগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ং তব॥ ৩॥'' অতঃপর কুশগুলি স্থণ্ডিলের ঈশানে পরিত্যাগ করিবেন।

অতঃপর অগ্নির পূর্বে উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্যন্ত কতকগুলি প্রাদেশ প্রমাণ কুশ বিছাইবেন। এবং সাগ্রকুশ দ্বারা বারত্রয় তাহার মূলদেশ আচ্ছাদন করিবেন। এইরূপে অগ্নির দক্ষিণে পূর্ব হইতে পশ্চিম পর্যন্ত, উত্তরে পূর্ব হইতে পশ্চিম পর্যন্ত পশ্চিমে দক্ষিণ হইতে উত্তর পর্যন্ত উক্তরূপে কুশ বিছাইবেন এবং মূলদেশ আচ্ছাদন করিবেন।

অতঃপর পূর্বাদি দশদিক ক্রমে আতপ তণ্ডুল বিকীর্ণ করিবেন। যথা—''ওঁ ইন্দ্রায় স্বাহা। ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা। ওঁ পিতৃপতয়ে স্বাহা। ওঁ নির্ঋতয়ে স্বাহা। ওঁ বরুণায় স্বাহা। ওঁ বায়বে স্বাহা।'' ওঁ কুবেরায় স্বাহা। ওঁ ঈশানায় স্বাহা। (ঈশানকোণে) ওঁ ব্রহ্মণে স্বাহা। (নৈঋতে)—''ওঁ অনন্তায় স্বাহা॥''

অতঃপর দুইটি সাগ্রকুশ লইয়া পবিত্র বন্ধন পূর্বক—''প্রজাপতিঋষিঃ পবিত্রে দেবতে পবিত্রচ্ছেদনে বিনিয়োগঃ। ওঁ পবিত্রে স্থো বৈষ্ণব্যৌ॥'' মন্ত্র পাঠান্তে প্রাদেশ প্রমাণ মাপিয়া নখ ব্যতিরেকে ছিন্ন করিবেন।'' প্রজাপতিঋষিঃ পবিত্রে দেবতে পবিত্রমার্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ বিষ্ণোর্মনসা পূতে স্থঃ॥'' মন্ত্র পাঠান্তে অভ্যুক্ষণ করিয়া আজ্যস্থালীতে উত্তরাগ্র করিয়া রাখিয়া তাহাতে হোমের ঘৃত ঢালিবেন। অতঃপর দক্ষিণ হস্তের অনামিকা অঙ্গুষ্ঠদ্বারা পবিত্রের অগ্রভাগ,

বামহস্তের অনামিকা অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা পবিত্রের মূলদেশ ধারণ পূর্বক বামহস্তোপরি দক্ষিণ হস্ত অধোমুখে রাখিয়া—"প্রজাপতিঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দ আজ্যংদেবতা আজ্যোৎপবনে বিনিয়োগঃ। ওঁ দেবস্ত্বা সবিতোৎপুনাত্বচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ। বসোঃ সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ স্বাহা॥" মন্ত্র পাঠান্তে পবিত্রের মধ্যভাগ দ্বারা ঘৃত তুলিয়া একবার অগ্নিতে আহুতি দিবেন। আরও দুইবার অমন্ত্রক দিবেন। অতঃপর পবিত্রটি বামহস্তের অনামিকা অঙ্গুষ্ঠা দ্বারা ধরিয়া কুশোদকে অভ্যুক্ষণ করতঃ অগ্নিতে দিবেন। অতঃপর আজ্যস্থালী অগ্নিতে উত্তপ্ত করতঃ কুশোদকে অভ্যুক্ষণ করিয়া অগ্নির উত্তরে রাখিবেন। অতঃপর তিনবার আজ্যপাত্র সংস্কার করিবেন এবং স্রুব বা কুশীটিও অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া কুশোদক দিয়া সংস্কার করিবেন। অতঃপর উদকাঞ্জলি সেক করিবেন।

উদকাঞ্জলি সেক—দক্ষিণ জানু ভূমিতে পাতিত করিয়া বামজানু উন্নত রাখিয়া জলাঞ্জলি গ্রহণ পূর্বক— "প্রজাপতির্ঋষিরদিতির্দেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ আদিতে ঽনুমন্যস্ব।" মন্ত্র পাঠান্তে স্থণ্ডিলের দক্ষিণে নৈর্ঋত কোণ হইতে অগ্নিকোণ পর্যন্ত জলধারা দিবেন। পুনরায় জলাঞ্জলি গ্রহণ পূর্বক— "প্রজাপতির্ঋষিরনুমতির্দেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ অনুমতে অনুমন্যস্ব॥" মন্ত্র পাঠান্তে পশ্চিম ও নৈর্ঋত কোণ হইতে বায়ুকোণ পর্যন্ত জলধারা দিবেন। পুনর্বার জলাঞ্জলি গ্রহণ পূর্বক—"প্রজাপতির্ঋষি সরস্বতীর্দেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ সরস্বত্য ঽনুমন্যস্ব।" মন্ত্র পাঠ পূর্বক স্থণ্ডিলের উত্তরে বায়ুকোণ হইতে ঈশান কোণ পর্যন্ত জলধারা দিবেন। পুনর্বার জলাঞ্জলি লইয়া—"প্রজাপতির্ঋষি সবিতা দেবতা অগ্নিপর্য্যুক্ষণে বিনিয়োগঃ। ওঁ দেবঃ সবিতঃ প্রসুব যজ্ঞপতিং ভগায়। দিব্যো গন্ধর্বঃ কেতুপূঃ কেতন্নঃ পুনাতু বাঁচস্পতি বাচন্ন স্বদতু॥" মন্ত্র পাঠান্তে দক্ষিণাবর্তে অগ্নিকে জলধারা দ্বারা বেষ্টন করিবেন। অতঃপর দক্ষিণ জানু তুলিয়া করযোড়ে পাঠ করিবেন—"ওঁ তপশ্চ তেজশ্চ শ্রদ্ধা চ হ্রীশ্চ সত্যঞ্চাক্রোধশ্চ ত্যাগশ্চ ধৃতিশ্চ ধর্মশ্চ সত্ত্বঞ্চ বাক্ চ মনশ্চাত্মা চ ব্রহ্ম চ, তানি প্রপদ্যে, তানি মামবন্ত॥" অতঃপর বিরূপাক্ষ জপ করিবেন।

বিরূপাক্ষ জপ—উভয় হস্তে হরীতকী, পুষ্প ও কুশ লইয়া হস্তদ্বয় মুষ্টিবদ্ধ করতঃ উপরে দক্ষিণহস্ত ও নিচে বাম হস্ত মুষ্টিবদ্ধ অবস্থায় রাখিয়া পাঠ

করিবেন। যথা—পরমেষ্ঠীঋষি রুদ্ররূপো ঽগ্নির্দেবতা বিরূপাক্ষ জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বরোম্ মহান্তমাত্মানং প্রপদ্যে, বিরূপাক্ষো ঽসি দন্তাঞ্জিস্তস্য তে শয্যাপর্ণে গৃহান্তরিক্ষে বিমিতং হিরণ্যয়ং তদ্দেবানাং হৃদয়ান্যয়াময়ে কুম্ভে ঽন্তঃ সন্নিহিতানি। তানি বলভৃচ্চ বলসাচ্চ রক্ষতো ঽপ্রমনী অনিমিষৎ। তৎ সত্যং, যত্তে দ্বাদশ-পুত্রা-স্তে ত্বা সংবৎসরে কামপ্রেণ যজ্ঞেন যাজয়িত্বা, পুনর্ব্রহ্মচর্য্য-মুপয়ন্তি। ত্বং দেবেষু ব্রাহ্মণো ঽস্যহং মনুষ্যেষু। ব্রাহ্মণো বৈ ব্রাহ্মণ মূপ ধাবত্যুপ ত্বা ধাবামি, জপন্তং মা মা প্রতিজাপী, র্জুহ্বন্তং মা মা প্রতিহৌষীঃ, কুর্বন্তং মা মা প্রতিকার্ষী, স্বাং প্রপদ্যে। ত্বয়া প্রসূত ইদং কর্ম করিষ্যামি। তন্মে রাধ্যতাং, তন্মে সমৃধ্যতাং, তন্মে উপপদ্যতাম্। সমুদ্রো মা বিশ্বব্যচা ব্রহ্মানুজানাতু, তুথো মা বিশ্বেবেদা ব্রহ্মণঃ পুত্রো ঽনুজানাতু, স্বাত্রো মা প্রচেতা মৈত্রাবরুণো ঽনুজানাতু। তস্মৈ বিরূপাক্ষায় দন্তাঞ্জয়ে, সমুদ্রায় বিশ্বব্যচসে, তুথায় বিশ্ববেদসে, শ্বাত্রায় প্রচেতসে, সহস্রাক্ষায় ব্রহ্মণঃ পুত্রায় নমঃ॥" মন্ত্রপাঠ পূর্বক হস্তস্থিত কুশগুলি ঈশাণ কোণে ফেলিয়া দিয়া, ফল পুষ্প ব্রহ্মাকে নিবেদন করিবেন। অতঃপর প্রকৃত কর্ম করিবেন।

প্রকৃত কর্ম—যে উদ্দেশ্যে কুশণ্ডিকা সেই প্রধান কর্মকে প্রকৃত কর্ম বলা হয়। প্রথমে সঙ্কল্প করিবেন। যথা—"বিষ্ণুরোঁ তৎসৎ অদ্য আশ্বিনে মাসি কন্যারাশিস্থে ভাস্করে শুক্লেপক্ষে মহানবম্যাং তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা (পরার্থে—অমুক গোত্রস্য শ্রীঅমুকস্য) শ্রীদুর্গাপ্রীতিকামঃ জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী। দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী স্বাহা স্বধা নমো ঽস্তুতে॥ ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ স্বাহেতি মন্ত্রেন অষ্টোত্তরশত সংখ্যক (১০৮) (অথবা অষ্টোত্তর সহস্র সংখ্যক (১০০৮), অথবা অষ্টাবিংশতি সংখ্যক (২৮) সাজ্য-বিল্বপত্রৈর্হোমমহং করিষ্যে।" (পরার্থে—করিষ্যামি)।" এইরূপে সঙ্কল্প পূর্বক "ওঁ অগ্নে ত্বং বলদনামাসি" মন্ত্রে অগ্নির 'বলদ' নামকরণ করিয়া, কূর্মমুদ্রায় পুষ্প লইয়া—"ওঁ পিঙ্গভ্রূশ্মশ্রুকেশাক্ষঃ পীনাঙ্গজঠরো ঽরুণঃ। ছাগস্থঃ সাক্ষসূত্রো ঽগ্নিঃ সপ্তার্চিঃ শক্তিধারকঃ॥" ধ্যানান্তে—"ওঁ বলদাগ্নে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ।" মন্ত্রে আবাহন্যাদি পঞ্চমুদ্রা দ্বারা আবাহন পূর্বক—"এষ গন্ধঃ ওঁ বলদাগ্নয়ে নমঃ, এতৎ পুষ্পম্ ওঁ বলদাগ্নয়ে নমঃ, এষ ধূপঃ ওঁ বলদাগ্নয়ে নমঃ, এষ দীপঃ ওঁ বলদাগ্নয়ে নমঃ, ইদম্

আজ্যনৈবেদ্যং ওঁ বলদাগ্নয়ে নমঃ॥'' মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা করিবেন।

অতঃপর আজ্যস্থালী সম্মুখে আনিয়া উত্তরাগ্র কুশোপরি রাখিবেন। তাহাতে তিল দিয়া, একটি প্রাদেশ প্রমাণ ঘৃতাক্ত কুশ সমিধ অমন্ত্রক অগ্নিতে দিয়া **মহাব্যাহৃতি হোম** করিবেন। যথা—''প্রজাপতির্ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ অগ্নির্দেবতা মহাব্যাহৃতি হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূঃ স্বাহা।'' আহুতি দিয়া হুতশেষ অমন্ত্রক পাত্রান্তরে রাখিবেন। এইরূপে সর্বত্র হইবে। ''প্রজাপতির্ঋষিরুষ্ণিক্ছন্দঃ বায়ুর্দেবতা মহাব্যাহৃতি হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভুবঃ স্বাহা॥'' ''প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্ছন্দঃ সূর্য্যো দেবতা মহাব্যাহৃতি হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ স্বঃ স্বাহা॥'' মহাব্যাহৃতি হোম করিয়া—''ওঁ জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী। দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী স্বাহা স্বধা নমো হস্তুতে। ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ স্বাহা॥'' এই মন্ত্রে একটি করিয়া সাজ্য বিল্বপত্র চিৎহস্তে অগ্নিতে আহুতি দিবেন। অতঃপর পুনরায় মহাব্যাহৃতি হোম করিয়া, একটি ঘৃতাক্ত প্রাদেশ প্রমাণ কুশসমিধ অমন্ত্রক আহুতি দিবেন। অতঃপর উদীচ্য কর্ম করিবেন।

উদীচ্য কর্ম—প্রথমে সঙ্কল্প করিবেন। যথা—''বিষ্ণুরোঁ তৎসৎ অদ্য আশ্বিনে মাসি শুক্লেপক্ষে মহানবম্যান্তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা কৃতে হস্মিন্ হোম কর্মণি যদ্ বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষপ্রশমনায় ব্যস্তসমস্ত মহাব্যাহৃতিভিঃ প্রায়শ্চিত্ত হোমমহং করিষ্যে॥'' এইরূপে সঙ্কল্প পূর্বক ''ওঁ অগ্নে ত্বং বিধুনামাসি।'' মন্ত্রে অগ্নির বিধুনামকরণ করিয়া, কূর্মমুদ্রা যোগে পুষ্প লইয়া—''ওঁ পিঙ্গভ্রূ'' ইত্যাদি মন্ত্রে ধ্যান পূর্বক ''ওঁ বিধ্বগ্নে ইহাগচ্ছ'' ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন্যাদি পঞ্চমুদ্রায় আবাহন পূর্বক—''এষ গন্ধঃ ওঁ বিধ্বগ্নয়ে নমঃ, এতৎ পুষ্পং ওঁ বিধ্বগ্নয়ে নমঃ, এষ ধূপঃ ওঁ বিধ্বগ্নয়ে নমঃ, এষ দীপঃ ওঁ বিধ্বগ্নয়ে নমঃ, ইদম্ আজ্যনৈবেদ্যম্ ওঁ বিধ্বগ্নয়ে নমঃ॥'' মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজাপূর্বক একটি প্রাদেশ প্রমাণ ঘৃতাক্ত কুশ সমিধ অমন্ত্রক অগ্নিতে আহুতি দিয়া পুনরায় মহাব্যাহৃতি হোম করিয়া, ব্যস্তসমস্ত মহাব্যাহৃতি হোম করিবেন।

ব্যস্তসমস্ত মহাব্যাহৃতি হোম—''প্রজাপতির্ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ অগ্নির্দেবতা ব্যস্তসমস্ত মহাব্যাহৃতিভিঃ প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূঃ স্বাহা॥''

প্রজাপতির্ঋষি-রুষ্ণিকছন্দো বায়ুর্দেবতা ব্যস্তসমস্ত মহাব্যাহৃতিভিঃ প্রায়শ্চিত্ত হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভুবঃ স্বাহা॥'' ''প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপছন্দঃ সূর্য্যো দেবতা ব্যস্তসমস্ত মহাব্যাহৃতিভিঃ প্রায়শ্চিত্ত হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ স্বঃ স্বাহা॥'' ''প্রজাপতির্ঋষির্বৃহতীচ্ছন্দঃ প্রজাপতির্দেবতা ব্যস্তসমস্ত মহাব্যাহৃতিভিঃ প্রায়শ্চিত্ত হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহা॥'' পুনর্বার মহাব্যাহৃতি হোম পূর্বক প্রাদেশ প্রমাণ ঘৃতাক্ত কুশ সমিধ অমন্ত্রক অগ্নিতে দিবেন। অতঃপর নবগ্রহ হোম করিবেন।

নবগ্রহ হোম—(সূর্য্য)—''ওঁ আ কৃষ্ণেন রজসা বর্তমানো, নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্যঞ্চ। হিরণ্যয়েণ সবিতা রথেনা, দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন্ স্বাহা॥'' **(সোম)**—''আপ্যায়স্ব সমেতু তে, বিশ্বতঃ সোমবৃষ্ণ্যম্। ভবা বাজস্য সঙ্গথে স্বাহা॥'' **(মঙ্গল)**—''ওঁ অগ্নির্মূর্দ্ধা দিবঃ কুকুৎ পতিঃ পৃথিব্যা অয়ম্। অপাং রেতাংসি জিন্বতি স্বাহা॥'' **(বুধ)**—''ওঁ অগ্নে বিবস্বদুষসশ্চিত্রং রাধো অমর্ত্য। আ দাশুষে জাতবেদো বহাত্ব মদ্যা দেবাং উষর্বুধঃ স্বাহা॥'' **(বৃহস্পতি)**—''ওঁ বৃহস্পতে পরিদীয়া রথেন, রক্ষোহামিত্রাঁ অপবাধমানঃ। প্রভঞ্জনং সেনাঃ প্রমৃণো যুধা, জয়ন্নাস্মাকমেধ্যবিতা রথানাং স্বাহা॥'' **(শুক্র)**—''ওঁ শুক্রান্তে অন্যদ্ যজতন্তে অন্যদ্, বিষুরূপে অহনী দ্যৌরিবাসি। বিশ্বা হি মায়া অবসি স্বধাবন্, ভদ্রা তে পূষন্নিহ রাতিরস্তু স্বাহা॥'' **(শনি)**—''ওঁ শন্নো দেবীরভিষ্টয়ে, শন্নো ভবন্তু পীতয়ে। শং যো রভি স্রবন্তু নঃ স্বাহা॥'' **(রাহু)**—''ওঁ কয়া নশ্চিত্র আভুব-দূতী সদা বৃধঃ সখা। কয়া শচিষ্ঠয়া বৃতা স্বাহা॥'' **(কেতু)**—''ওঁ কেতুং কৃণ্বন্নকেতবে, পেশো মর্য্যা অপেশসে। সমুষদ্ভি রজায়থা স্বাহা॥'' অনন্তর দিকপাল হোম করিবেন।

দিকপাল হোম—(ইন্দ্র)—''ওঁ ত্রাতারমিন্দ্র মবিতারমিন্দ্রং, হবে হবে সুহবং শূরমিন্দ্রম্। হুবে নু শক্রং পুরুহূতমিন্দ্রং হবির্মঘবা বেত্বিন্দ্রঃ স্বাহা॥'' **(অগ্নি)**—''ওঁ অগ্নিং দূতং বৃণীমহে, হোতারং বিশ্ববেদসম্। অস্য যজ্ঞস্য সুক্রতুম্ স্বাহা॥'' **(যম)**—''ওঁ নাকে সুপর্ণ-মুপ যৎ পতন্তং হৃদা বেনন্তো অভ্যচক্ষত ত্বা। হিরণপক্ষং বরুণস্য দূতং,যমস্য যোনৌ শকুনং ভুরণ্যুম্ স্বাহা॥'' (নির্ঋতি)—''ওঁ বেথা হি নির্ঋতীনাং, বজ্রহস্ত পরিবৃজম্। অহরহঃ শুন্ধ্যুঃ পরিপদামিব

স্বাহা॥'' (বরুণ)—''ওঁ ঘৃতবতী ভুবনানা মভিশ্রিয়োর্বী, পৃথ্বী মধুদুঘে সুপেশসা। দ্যাবাপৃথিবী বরুণস্য ধর্ম্মণা, বিষ্কভিতে অজরে ভুরিরেতসা স্বাহা॥'' (বায়ু)—''ওঁ বাত আ বাতু ভেষজং, শম্ভুময়োভু নো হৃদে। প্রাণ আয়ুংসি তারিষৎ স্বাহা॥'' **(কুবের)**—''ওঁ সোমং রাজানং বরুমগ্নিমণ্বারভামহে। আদিত্যং বিষ্ণুং সূর্য্যং, ব্রহ্মাণঞ্চ বৃহস্পতিম্ স্বাহা॥'' (ঈশান)—''ওঁ অভি ত্বা শূর নোনুমো হৃদুগ্ধা ইব ধেনবঃ। ঈশানমস্য জগতঃ স্বর্দৃশ, মীশানমিন্দ্র তস্থুষঃ স্বাহা॥'' (ব্রহ্মা)—''ওঁ ব্রহ্ম জজ্ঞানং প্রথমং পুরস্তাদ্, বি সীমতঃ সুরুচো বেন আবঃ। স বুধ্ন্যা উপমা অস্য বিষ্ঠাঃ, সতশ্চ যোনি-মসতশ্চ বিবঃ স্বাহা॥'' **(অনন্ত)**—''ওঁ চর্ষণীধৃতং মঘবানমুক্থ্য-মিন্দ্রং গিরো বৃহতী-রভ্যনূষত। বাবৃধানং পুরুহূতং সুবৃক্তিভি, রমর্ত্ত্যং জরমাণং দিবে দিবে স্বাহা॥'' অনন্তর প্রত্যক্ষ দেবতার হোম করিবেন।

প্রত্যক্ষ দেবতার হোম—প্রথমে ২৮টি যজ্ঞডুমুর সমিধ দ্বারা বিষ্ণুর হোম কর্তব্য, মন্ত্র, যথা—''ওঁ তদ্বিষ্ণো পরমং পদম্ সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্ স্বাহা॥'' অতঃপর ''ওঁ নবপত্রিকাবাসিন্যৈ নবদুর্গায়ৈ স্বাহা। ওঁ গণেশায় স্বাহা। ওঁ চণ্ডিকায়ৈ স্বাহা। ওঁ লক্ষ্ম্যৈ স্বাহা। ওঁ সরস্বত্যৈ স্বাহা। ওঁ কার্ত্তিকেয়ায় স্বাহা। ওঁ বজ্রনখদংষ্ট্রায়ুধায় মহাসিংহায় হুং ফট্ স্বাহা। ওঁ মহিষাসুরায় স্বাহা। ওঁ নাগপাশায় স্বাহা। ওঁ মূষিকায় স্বাহা। ওঁ পেচকায় স্বাহা। ওঁ জয়ায়ৈ স্বাহা। ওঁ বিজয়ায়ৈ স্বাহা। ওঁ শিবায় স্বাহা। ওঁ শীতলায়ৈ স্বাহা। ওঁ মনসায়ৈ স্বাহা। ওঁ গঙ্গায়ৈ স্বাহা। ওঁ যমুনায়ৈ স্বাহা। ওঁ কাল্যাদি দশমহাবিদ্যায়ৈ স্বাহা। ওঁ সর্ব্বেভ্যো দেব-দেবীভ্যো স্বাহা॥''

অতঃপর পূর্ব্ববৎ মহাব্যাহৃতি হোম (পৃঃ ৯৪) করিয়া, প্রাদেশ প্রমাণ ঘৃতাক্ত কুশ সমিধ অমন্ত্রক আহুতি দিয়া, পাতিত দক্ষিণ জানু হইয়া প্রতিবার উদকাঞ্জলি গ্রহণ পূর্ব্বক অগ্নিপর্য্যুক্ষণ করিবেন। যথা—''প্রজাপতিঋষিস্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দঃ সবিতা দেবতা অগ্নিপর্য্যুক্ষণে বিনিয়োগঃ। ওঁ দেব সবিতঃ প্রসূব যজ্ঞং প্রসূব যজ্ঞপতিং ভগায়। দিব্যো গন্ধর্বঃ কেতপূঃ কেতন্নঃ পুনাতু, বাচস্পতির্বাচন্নঃ স্বদতু॥'' দক্ষিণাবর্তে জলধারা দ্বারা অগ্নিকে বেষ্টন করিবেন।

''প্রজাপতিঋষিরদিতির্দেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ অদিতে হ্বমংস্থাঃ॥'' অগ্নির দক্ষিণে পশ্চিম হইতে পূর্ব পর্যন্ত জলধারা দিবেন। ''প্রজাপতিঋষিরনুমতির্দেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ অনুমতে হ্বমংস্থাঃ॥'' মন্ত্র পাঠান্তে অগ্নির পশ্চিমে দক্ষিণ হইতে উত্তর পর্যন্ত জলধারা দিবেন। ''প্রজাপতিঋষিঃ সরস্বতী দেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ সরস্বত্যন্বমংস্থা॥'' মন্ত্র পাঠান্তে অগ্নির উত্তরে পশ্চিম হইতে পূর্ব পর্যন্ত জলধারা দিবেন।

অতঃপর উত্তান হস্তদ্বয়ে কতিপয় কুশ লইয়া—''প্রজাপতিঋষির্বয়ো দেবতা দর্ভতৃণাভ্যঞ্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ অক্তং রিহানা বিয়ন্তু বয়ঃ॥'' মন্ত্র পাঠ পূর্বক কুশগুলি কুশোদকে অভ্যুক্ষণ পূর্বক ''প্রজাপতিঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দো রুদ্রো দেবতা দর্ভজুটিকাহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ যঃ পশুনামধিপতী, রুদ্রস্তন্তিচরো বৃষা। পশুনস্মাকং মা হিংসী, রেতদস্তু হুতং তব স্বাহা॥'' মন্ত্র পাঠান্তে কুশগুলি অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবেন। অতঃপর পূর্ণহোম করিবেন।

পূর্ণহোম—''ওঁ অগ্নে ত্বং মৃড়নামাসি'' মন্ত্রে অগ্নির মৃড় নামকরণ করিয়া—''ওঁ পিঙ্গভ্রূশ্মশ্রুকেশাক্ষঃ পীনাঙ্গজঠরো হরুণঃ। ছাগস্থঃ সাক্ষসূত্রো হগ্নিঃ সপ্তার্চিঃ শক্তিধারকঃ॥'' ধ্যানান্তে—''মৃড়নামাগ্নে ইহাগচ্ছ'' ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন্যাদি পঞ্চমুদ্রা দ্বারা আবাহন পূর্বক, এষ গন্ধঃ ওঁ মৃড়নামাগ্নে নমঃ। এতৎ পুষ্পম্ ওঁ মৃড়নামাগ্নে নমঃ। এ ধূপঃ ওঁ মৃড়নামাগ্নে নমঃ। এষ দীপঃ ওঁ মৃড়নামাগ্নে নমঃ। ইদম্ আজ্যনৈবেদ্যং ওঁ মৃড়নামাগ্নে নমঃ॥'' মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা পূর্বক ফল-পুষ্প ঘৃতাদি তাম্বুল ও বস্ত্রখণ্ড লইয়া (পরার্থে—যজমানসহ) উত্থিত হইয়া—''প্রজাপতিঋষির্বিরাড় গায়ত্রীচ্ছন্দ ইন্দ্রো দেবতা যশস্কামস্য যজনীয় প্রয়োগে বিনিয়োগঃ। ওঁ পূর্ণহোমং যশসে জুহোমি, যোহস্মৈ জুহোতি, বরমস্মৈ দদাতি। বরং বৃণে, যশসা ভামি লোকে স্বাহা॥'' এইরূপে পূর্ণাহুতি দিয়া ব্রহ্মদক্ষিণা স্বরূপ পূর্ণপাত্রানুকল্পভোজ্য উৎসর্গ করিবেন। মন্ত্র যথা—''বং এতস্মৈ পূর্ণপাত্রানুকল্প ভোজ্যায় নমঃ।'' মন্ত্র তিনবার পাঠান্তে তিনবার কুশোদকে অভ্যুক্ষণ পূর্বক—''এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতস্মৈ পূর্নপাত্রানুকল্পভোজ্যায় নমঃ। মন্ত্রে গন্ধপুষ্প দিয়া—এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ।'' মন্ত্রে

শালগ্রামে গন্ধপুষ্প দিয়া। এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ।'' মন্ত্রে কুশোদক দিয়া, উৎসর্গ বাক্য পাঠ করিবেন। যথা—''বিষ্ণুরোঁ তৎসৎ অদ্য আশ্বিনে মাসি শুক্লেপক্ষে মহানবম্যান্তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা (পরার্থে—অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ) শ্রীভগবদ্দুর্গা প্রীতিকামঃ শ্রীশ্রীভগবদ্দুর্গামহাপূজাঙ্গীভূত হোম কর্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং পূর্ণপাত্রানুকল্প ভোজ্যং শ্রীবিষ্ণুর্দৈবতম্ যথাসম্ভব গোত্রনাম্নে (বৃত ব্রাহ্মণ ব্রহ্মা হইলে তাঁহার নাম গোত্র উল্লেখ্য) ব্রহ্মণে অহং সম্প্রদদে॥ (পরার্থে—দদানি।) (কুশময় ব্রাহ্মণ হইলে—''ওঁ ব্রহ্মণ্ ক্ষমস্ব।'' মন্ত্রে ব্রহ্মার বিসর্জন করিবেন। এবং ব্রহ্মগ্রন্থি খুলিয়া দিবেন।) অতঃপর অগ্নির ঈশানে দুগ্ধ বা দধি দিয়া ''ওঁ অগ্নে ত্বং সমুদ্রং গচ্ছ।'' জল দিয়া—''ওঁ পৃথ্বী ত্বং শীতলা ভব'' মন্ত্রে অগ্নি বিসর্জন দিয়া, ঈশান কোণ হইতে কিঞ্চিৎ ভস্ম লইয়া তিলক করিবেন। যথা—(ললাটে)—''ওঁ কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষং।'' (কণ্ঠে)—ওঁ জমদগ্নেস্ত্র্যায়ুষং।'' (বাহুমূলদ্বয়ে)—''ওঁ যদ্দেবানাং ত্র্যায়ুষং।'' (হৃদি) —''ওঁ তন্মে অস্তু ত্র্যায়ুষম্॥'' অতঃপর শান্তি দিবেন (শেষে দ্রষ্টব্য)।—ইতি সামবেদীয় হোম।

যজুর্বেদীয় হোম

গোময়াদিলিপ্ত পরিষ্কার স্থানে হোতা কুশাসনে পূর্বাস্যে বসিয়া কুশহস্তে আচমন পূর্বক চতুর্দিকে একহস্ত প্রমাণ কেশ-অঙ্গার-তুষাদি রহিত পরিস্কৃত বালুকা দ্বারা স্থণ্ডিল প্রস্তুত করিয়া, কুশ দ্বারা স্থণ্ডিলে প্রমাণ পূর্বাগ্র তিনটি রেখা অঙ্কন করিয়া, দক্ষিণহস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা রেখাত্রয়ের মূলদেশ হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ উৎকর (বালুকা) তুলিয়া ঈশান কোণে নিক্ষেপ করিবেন। অতঃপর স্থণ্ডিল জল দ্বারা অভ্যুক্ষণ পূর্বক স্ব-দক্ষিণে কাংস্যপাত্রে, তাম্রপাত্রে অথবা নব মৃন্ময় শরাবে জ্বলন্ত অগ্নি হইতে একটি জ্বলন্ত কাষ্ঠ লইয়া—ওঁ ক্রব্যাদমগ্নিং প্রহিণোমি দূরং যমরাজ্যং গচ্ছতু রিপ্রবাহঃ।'' মন্ত্রে দক্ষিণে ত্যাগ করিয়া, অপর অগ্নি লইয়া—''ওঁ ইহৈবায়মিতরো জাতবেদা, দেবেভ্যো হব্যং বহতু প্রজানন্॥'' মন্ত্রে আত্মাভিমুখে স্থণ্ডিলের মধ্যরেখায় স্থাপন করিবেন।

অতঃপর করযোড়ে পাঠ করিবেন।—''ওঁ সর্বতঃ পাণিপাদান্তঃ সর্বতো হক্ষিশিরোমুখঃ। বিশ্বরূপো মহানগ্নিঃ প্রণীতঃ সর্বকর্মসু॥''

অতঃপর অগ্নির দক্ষিণে কতকগুলি পূর্বাগ্র কুশ আস্তরণ করিয়া ব্রহ্মাসন প্রস্তুত করিবেন। অতঃপর বৃত ব্রাহ্মণ ব্রহ্মা হইলে পূর্বাদিক্রমে উত্তরে অগ্নিকে প্রদক্ষিণ পূর্বক আসনের নিকট গমন করিবেন। (বৃত ব্রাহ্মণ ব্রহ্মা না হইলে কুশময় ব্রাহ্মণ বা কমণ্ডলু স্থাপন করিবেন।) হোতা বলিবেন—''ওঁ অহে দৈধিষব্যোদতাস্তিষ্ঠান্যস্য সদনে সীদঃ। যো হস্মাৎ পাকতরঃ॥'' মন্ত্রে ব্রহ্মাসনে কুশোদক দিবেন। ব্রহ্মা বলিবেন—''ওঁ সীদামি।'' (বৃত ব্রাহ্মণ ব্রহ্মা না হইলে হোতা স্বয়ং বলিবেন—''ওঁ সীদামি।'') অতঃপর একটি সাগ্র কুশ বামহস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠদ্বারা ধারণ পূর্বক বলিবেন—''ওঁ নিরস্তঃ পাপ্মাসহ তেন বয়ং দিষ্ম॥'' মন্ত্র পাঠ পূর্বক উক্ত কুশ স্থণ্ডিলের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ত্যাগ করিবেন। অনন্তর বৃত ব্রহ্মা (অভাবে হোতা) বলিবেন—''ওঁ ইদমহং বৃহস্পতেঃ সদনে সীদামি। প্রসূতো দেবেন সবিত্রা তদগ্নয়ে প্রব্রবীমি তদ্বায়বে, তৎ পৃথিব্যৈ॥ (বৃত ব্রাহ্মণ ব্রহ্মা হইলে) উক্ত মন্ত্রটি পাঠ পূর্বক অগ্নি অভিমুখে উপবেশন করিবেন।

অনন্তর অগ্নির পশ্চিমে প্রণীতা পাত্র রাখিয়া হোমের দ্রব্য সকল সজ্জিত করিয়া রাখিবেন। অতঃপর স্থণ্ডিলের উত্তরে দুইগাছা কুশ পূর্বাগ্রে রাখিয়া তদুপরি ঔড়ুম্বর কাষ্ঠ নির্মিত বারো অঙ্গুলি দীর্ঘ ও ছয় অঙ্গুলি বিস্তৃত এবং চারি অঙ্গুলি গর্ত বিশিষ্ট পাত্রকে প্রণীতা পাত্র কল্পনা করিয়া বামহস্তে তুলিয়া দক্ষিণ হস্তদ্বারা প্রণীতা পাত্রটিকে প্রোক্ষণী পাত্রের (কোশার) জল দ্বারা পূরণ করিবেন। অতঃপর প্রণীতা পাত্রটিকে স্থণ্ডিলের পশ্চিমে কুশের উপর রাখিয়া একবার স্পর্শ পূর্বক পুনরায় পূর্বাসনে রাখিয়া পূর্বাগ্র প্রাদেশ প্রমাণ একমুষ্ঠি কুশ দ্বারা অগ্নির চতুর্দিকে আস্তরণ করিবেন। অর্থাৎ ঈশান কোণ হইতে উত্তরদিক পর্যন্ত ছড়াইবেন। অতঃপর পবিত্রচ্ছেদনার্থ ৩টি কুশ, পবিত্র ২টি, প্রোক্ষণীপাত্র, পূর্ণপাত্র (এক সরা আতপ চাউল), সম্মার্জন কুশ ৩টি, উপযমন কুশ ৬টি, সমিধ ৩টি সাজাইয়া লইবেন।

অতঃপর পবিত্র ছেদনার্থ দুইটি সাগ্র কুশ লইয়া অপর একটি কুশ দ্বারা পবিত্র বন্ধন করিয়া—"ওঁ পবিত্রে স্থো বৈষ্ণব্যৌ," মন্ত্রে প্রাদেশ প্রমাণ মাপিয়া নখ ব্যতিরেকে ছেদন পূর্বক—"ওঁ বিষ্ণোর্মনসা পূতে স্থঃ।" মন্ত্র পাঠান্তে কুশবারি দ্বারা অভ্যুক্ষণ করতঃ একটি উত্তরাগ্রে প্রোক্ষণী পাত্রে রাখিবেন। অতঃপর বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা অপর পবিত্রটির অগ্রভাগ ও দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ অনামিকার দ্বারা উক্ত পবিত্রটির মূলদেশ ধরিয়া প্রোক্ষণী পাত্রে ডুবাইয়া বামহস্তের করতলে প্রোক্ষণীপাত্র রাখিয়া পবিত্রযুক্ত দক্ষিণহস্তে প্রোক্ষণী পাত্রের জল কিঞ্চিৎ ভূমিতে ফেলিবেন। অতঃপর বামপার্শ্বে কুশোপরি প্রণীতা পাত্রের নিকটে প্রোক্ষণী পাত্র রাখিয়া সেই জল দ্বারা হোমীয় দ্রব্য সকল প্রোক্ষণ করিবেন। অতঃপর আজ্যস্থালীর ঘৃত অবলোকন পূর্বক অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া একটি জ্বলন্ত কাষ্ঠ আজ্যস্থালীর উপর ৩ বার ঘুরাইয়া পুনরায় ঐ কাষ্ঠ হোমকুণ্ডে ফেলিবেন। অতঃপর স্রুব (ঘৃত তুলিবার হাতা) নিম্নমুখে উত্তপ্ত করিয়া কয়েকগাছি সম্মার্জন কুশ দ্বারা স্রুবের মূলদেশ হইতে অগ্রভাগ পর্যন্ত সম্মার্জন পূর্বক প্রণীতাপাত্রের জল দ্বারা স্রুব অভ্যুক্ষণ করতঃ পুনর্বার অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া প্রোক্ষণী পাত্রে রাখিবেন। অতঃপর প্রোক্ষণী পাত্র হইতে পবিত্রটি লইয়া উক্ত পবিত্র দ্বারা আজ্যস্থালী হইতে কিঞ্চিৎ ঘৃত লইয়া অগ্নিতে দিবেন। মন্ত্র, যথা—"ওঁ সবিতুস্ত্বা প্রসব উৎপুনাম্যচ্ছিদ্রেন পবিত্রেণ বসোঃ সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ স্বাহা॥" অতঃপর পবিত্রটি প্রোক্ষণী পাত্রে রাখিয়া দিবেন। উপযমন একটি কুশ অমন্ত্রক অগ্নিতে দিবেন। অতঃপর বায়ুকোণ হইতে অগ্নিকোণ পর্যন্ত যথাক্রমে আহুতি দিবেন। যথা—"ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা।—ইদং প্রজাপতয়ে॥" মন্ত্রে হুতশেষ পাত্রান্তরে রাখিবেন। নৈর্ঋত কোণ হইতে অগ্নিকোণ পর্যন্ত ঘৃতধারা দিবেন এবং প্রতিবার আহুতির শেষে হুতশেষ পাত্রান্তরে রাখিবেন। "ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা।—ইদমগ্নয়ে।" বায়ুকোণ হইতে ঈশান কোণ পর্যন্ত ঘৃতধারা দিবেন—"ওঁ সোমায় স্বাহা ইদং সোমায়।" অতঃপর প্রকৃত কর্ম করিবেন।

প্রকৃত কর্ম—যে কার্য্যের জন্য কুশণ্ডিকা তাহাকেই প্রকৃত কর্ম বলা হয়। এই কার্যে প্রথমেই সঙ্কল্প করিবেন। যথা—"বিষ্ণুরোঁ তৎসদদ্য আশ্বিনে মাসি শুক্লেপক্ষে মহানবম্যাং তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা (পরার্থে-অমুক গোত্রস্য শ্রীঅমুক দেবশর্মণঃ) শ্রীভগবদ্দুর্গা পূজাঙ্গীভূত" ওঁ জয়ন্তী মঙ্গলা কালী

ভদ্রকালী কপালিনী। দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী স্বাহা স্বধা নমো হস্তুতে স্বাহেতি মন্ত্রেণ অষ্টোত্তর শতসংখ্যক (অথবা ১০০৮ হইলে—অষ্টোত্তর সহস্র সংখ্যক, ২৮টি হইলে—অষ্টাবিংশতি সংখ্যক) সাজ্য বিল্বপত্র সমিদ্ভিঃ হোম কর্মাহং করিষ্যে। (পরার্থে—করিষ্যামি)। অনন্তর অগ্নির "বলদ" নামকরণ করিবেন। যথা—"ওঁ অগ্নে ত্বং বলদ নামাসি।" এইরূপে নামকরণ করিয়া পুষ্পাদি লইয়া ধ্যান করিবেন। যথা—"ওঁ পিঙ্গভ্রূশ্মশ্রুকেশাক্ষঃ পীনাঙ্গ জঠরো হরুণ। ছাগস্থঃ সাক্ষসূত্রোগ্নিঃ সপ্তার্চি শক্তিধারকঃ॥" ধ্যানান্তে আবাহন্যাদি পঞ্চমুদ্রা দ্বারা অগ্নির আবাহন করিবেন। যথা—"ওঁ বলদাগ্নে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ।" অতঃপর "এষ গন্ধঃ ওঁ বলদাগ্নয়ে নমঃ, এতৎ পুষ্পম্ ওঁ বলদাগ্নয়ে নমঃ, এষ ধূপঃ ওঁ বলদাগ্নয়ে নমঃ, এষ দীপঃ ওঁ বলদাগ্নয়ে নমঃ, ইদম্ আজ্যনৈবেদ্যং ওঁ বলদাগ্নয়ে নমঃ।" এইরূপে পঞ্চোপচারে পূজা পূর্বক সমিধের অর্চনা করিবেন। যথা—"এতেভ্যঃ বিল্বপত্র সমিদ্ভ্যো নমঃ।" এই মন্ত্র তিনবার পাঠান্তে তিনবার কুশোদকে অভ্যুক্ষণ পূর্বক, "এতে গন্ধপুষ্পে এতেভ্যঃ বিল্বপত্র সমিদ্ভ্যো নমঃ। "এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ। এতৎ সম্প্রদানায় হ্রীং ওঁ ভগবদ্দুর্গায়ৈ নমঃ।" অতঃপর "জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী। দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী স্বাহা স্বধা নমো হস্তুতে স্বাহা॥" (কালিকা পুরাণে—"ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি স্বাহা। বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণে—"ওঁ দক্ষযজ্ঞবিনাশিন্যৈ মহাঘোরায়ৈ ইত্যাদি) মন্ত্রে চিৎহস্তে একটি করিয়া সাজ্য বিল্বপত্র অগ্নিতে আহুতি দিবেন।

উক্তরূপে হোম শেষ করিয়া মহাব্যাহৃতি হোম করিবেন। যথা—"ওঁ ভূঃ স্বাহা, ইদম্ অগ্নয়ে। ওঁ ভুবঃ স্বাহা, ইদং বায়বে। ওঁ স্বঃ স্বাহা, ইদং সূর্য্যায়।" প্রজাপতির্ঋষি বৃহতীচ্ছন্দঃ প্রজাপতির্দেবতা ব্যস্তসমস্ত মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহা॥" অতঃপর প্রাদেশ প্রমাণ একটি ঘৃতাক্ত কুশ সমিধ অমন্ত্রক অগ্নিতে দিয়া প্রায়শ্চিত্ত হোম করিবেন।

প্রায়শ্চিত্ত হোম—প্রথমে সঙ্কল্প করিবেন। যথা—বিষ্ণুরোঁ তৎসদদ্য আশ্বিনে মাসি শুক্লেপক্ষে মহানবম্যাস্তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা

শ্রীশ্রীভগবদ্দুর্গাপূজা কর্মাঙ্গ হোম কর্মণি যদবৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষ প্রশমনায় ওঁ ত্বন্নোহগ্নে ইত্যাদিভিঃ পঞ্চভির্মন্ত্রৈঃ হোমমহং করিষ্যে।'' অতঃপর ''অগ্নে ত্বং বিধুনামাসি'' মন্ত্রে অগ্নির বিধুনামকরণ পূর্বক ধ্যান করিবেন। যথা—''ওঁ পিঙ্গভ্রূশ্মশ্রু কেশাক্ষ পিনাঙ্গ জঠরো হরুণ। ছাগস্থঃ সাক্ষসূত্রোগ্নি সপ্তার্চি শক্তিধারকঃ॥'' অতঃপর ''ওঁ বিধুনামাগ্নে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহাসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ॥'' মন্ত্রে আবাহন্যাদি পঞ্চমুদ্রা দ্বারা আবাহন পূর্বক ''এষ গন্ধঃ ওঁ বিধুনামাগ্নে নমঃ। এষ পুষ্পঃ ওঁ বিধুনামাগ্নে নমঃ। এষ ধূপঃ ওঁ বিধুনামাগ্নে নমঃ। এষ দীপঃ ওঁ বিধুনামাগ্নে নমঃ। ইদম্ আজ্যনৈবেদ্যং ওঁ বিধুনামাগ্নে নমঃ।'' এইরূপে পঞ্চোপচারে পূজা পূর্বক নিম্নলিখিত পঞ্চমন্ত্রে হোম করিবেন। যথা—ত্বন্ন ইত্যস্য বামদেব্য-ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ছন্দো হগ্নিবরুণৌ দেবতে প্রায়শ্চিত্ত হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ত্বন্নো অগ্নে বরুণস্য বিদ্বান্ দেবস্য হেলো অবযাসিসীষ্ঠাঃ। যজিষ্ঠো বহ্নিতমঃ শোশুচানো বিশ্বা দ্বেষাগুঁসি প্রমুমুগ্ধ্যস্মৎ স্বাহা। ইদমগ্নিবরুণাভ্যাম॥ ১॥ ত্বন্ন ইত্যস্য বামদেব্যঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ছন্দো হগ্নিবরুণৌ দেবতে প্রায়শ্চিত্ত হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ সত্বগ্নে অগ্নে হবমো ভবোতী নেদিষ্ঠো অস্য উষগোব্যুষ্ঠৌ অবযক্ষ্বণো বরুণগুঁ বরার্ণো ব্রীহি মৃড়িকগুঁ সুহবো ন এধি স্বাহা॥ ইদমগ্নিবরুণাভ্যাম্॥ ২॥ অয়শ্চাগ্ন ইত্যস্য প্রজাপতিঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোহগ্নির্দেবতা প্রায়শ্চিত্ত হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অয়শ্চাগ্নে হস্য নভিশস্তিপাশ্চ সত্যমিত্বময়া অসি। অয়ানো যজ্ঞং বহা স্যায়ানো ধেহি ভেষজগুঁ স্বাহা॥ ইদমগ্নয়ে॥ ৩॥ ওঁ যেতেশতমিত্যস্য শুনঃশেফঋষির্জগতীচ্ছন্দো বরুণঃ সবিতা বিষ্ণুর্বিশ্বেদেবা মরুতঃ স্বর্কাঃ দেবতাঃ প্রায়শ্চিত্ত হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ যেতে শতং বরুণ দ্বেসহস্রং যজ্ঞিয়াঃ পাশা বিততা মহান্তঃ তেভির্নো অদ্য সবিতোত্ বিষ্ণুর্বিশ্বে মুঞ্চন্তু মরুতঃ স্বর্কাঃ স্বাহা। ইদং বরুণায় সবিত্রে বিষ্ণবে বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যো মরুদ্ভ্যঃ স্বর্কেভ্যঃ॥ ৪॥ ওঁ উদুত্তম মিত্যস্য শুনঃশেফঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ছন্দো বরুণো দেবতা অয়নে রুক্সপাশয়োরুন্মোচনে বিনিয়োগঃ। ওঁ উদুত্তমং বরুণ পাশমস্মদবাধমং বিমধ্যমং শ্রথায় অথাবয় মাদিত্যব্রতে তথা নাগসো অদিতয়ে স্যাম স্বাহা। ইদং বরুণায়॥ ৫॥ ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা। ইদং প্রজাপতয়ে॥ ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টিকৃতে স্বাহা। ইদং সূর্য্যায়॥ পুনর্বার মহাব্যাহৃতি হোম করিবেন।

মহাব্যাহৃতি হোম—''ওঁ ভূঃ স্বাহা। ইদমগ্নয়ে॥ ওঁ ভুবঃ স্বাহা। ইদং বায়বে॥ ওঁ স্বঃ স্বাহা। ইদং সূর্য্যায়॥ অতঃপর ২৮টি ওড়ুম্বর সমিধ দ্বারা বিষ্ণুর হোম করিয়া নবগ্রহ ও দশদিকপালের হোম করিবেন। শেষে প্রত্যক্ষ দেবতার হোম করিবেন।

বিষ্ণুর হোম—''ওঁ তদ্বিষ্ণো পরমং পদম্, সদাপশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্ স্বাহা। ইদং বিষ্ণবে॥'' অতঃপর ২৮টি বিল্বপত্র দ্বারা চণ্ডীর হোম করিবেন। যথা—''ওঁ হ্রীং চণ্ডিকায়ৈ স্বাহা। ইদং চণ্ডিকায়ৈ॥'' অনন্তর ২৮টি বিল্বপত্র দ্বারা শিবের হোম করিবেন যথা—''ওঁ নমঃ শিবায় স্বাহা। ইদম্ শিবায়॥'' (অথবা—''ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনম্। উর্বারুকমিব বন্ধনা মৃত্যোর্মুক্ষীয় মামৃতাৎ স্বাহা। ইদং শিবায়।) অতঃপর নবগ্রহ হোম করিবেন।

নবগ্রহ হোম—(সূর্য্য)—ওঁ আ কৃষ্ণেন রজসা বর্তমানো, নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্যঞ্চ। হিরণ্ময়েন সবিতা রথেন, দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন্, স্বাহা। ইদং সূর্য্যায়॥'' **(সোম)**—''ওঁ ইদং দেবা অপসপত্নগুঁ সুবধ্বং, মহতে ক্ষত্রায়, মহতে জ্যেষ্ঠায়, মহতে জ্ঞানরাজ্যায়েন্দ্রস্যেন্দ্রিয়ায়। ইমমমুষ্য পুত্র মমুষ্যৈ পুত্রমস্যৈ বিশ, এষ বোহমী রাজা, সোমো হস্মাকং ব্রাহ্মণানাগুঁ রাজা স্বাহা। ইদং সোমায়॥'' **(মঙ্গল)**—''ওঁ অগ্নির্মূর্দ্ধা দিবঃ ককুৎপতিঃ পৃথিব্যা অয়ম্। অপাং রেতাগুঁসি জিন্বতি স্বাহা। ইদং মঙ্গলায়॥'' **(বুধ)**—''ওঁ উদ্বুধ্যস্বাগ্নে প্রতিজাগৃতি ত্বমিষ্টাপূর্তে সগুঁসৃজেথাময়ঞ্চ। অস্মিন্ সধস্থে অধ্যুত্তরমস্মিন্, বিশ্বে দেবা যজমানশ্চ সীদত স্বাহা। ইদং বুধায়॥'' **(বৃহস্পতি)**—ওঁ বৃহস্পতয়ে অতি অদর্য্যো অর্হাদ্, দ্যুমদ্ বিভাতি ক্রতুমজ্জনেষু। যদ্দীদয়চ্ছব। ঋতপ্রজাত তদস্মাসু দ্রবিণং ধেহি চিত্রগুঁ স্বাহা। ইদং বৃহস্পতয়ে॥'' **(শুক্র)**—''ওঁ অন্নাৎ পরিস্রুতো রসং ব্রহ্মণা ব্যপিবৎ, ক্ষত্রং পয়ঃ সোমং প্রজাপতিঃ। ঋতেন সত্যমিন্দ্রিয়ং বিপানগুঁ শুক্রমন্ধস ইন্দ্রস্যেন্দ্রিয়-মিদং পয়োহমৃতং মধু স্বাহা। ইদং শুক্রায়॥'' **(শনি)**—''ওঁ শন্নো দেবীরভিষ্টয়ে আপো ভবন্তু পীতয়ে। শং যোরভিঃ স্রবন্তু নঃ স্বাহা। ইদং শনৈশ্চরায়॥'' **(রাহু)**—''ওঁ কাণ্ডাৎ কাণ্ডাৎ প্ররোহন্তী, পুরুষঃ পুরুস্পরি। এবা নো দূর্বে প্রতনু সহস্রেন শতেন চ স্বাহা। ইদং রাহবে॥'' **(কেতু)**—''ওঁ

কেতুং কৃণ্বন্ন কেতবে পেশো মর্য্যা অপেশসে। সমুষড্ভিরজায়থা স্বাহা। ইদং কেতবে॥'' অনন্তর দিকপাল হোম করিবেন।

দিকপাল হোম—(ইন্দ্র)—''ওঁ ত্রাতারমিন্দ্র মবিতারমিন্দ্রগুঁ, হবে হবে সুহবগুঁ শূরমিন্দ্রম্। হ্বয়ামি শক্রং পুরহূতমিন্দ্রগুঁ, স্বস্তি নো মঘবা ধাত্বিন্দ্রঃ স্বাহা। ইদমিন্দ্রায়॥'' **(অগ্নি)**—''ওঁ বৈশ্বানরো ন উতয়, আ প্রয়াতু পরাবতঃ। অগ্নিরুক্‌থেন বাহসা স্বাহা। ইদমগ্নয়ে॥'' **(যম)**—''ওঁ অসি যমো অস্যাদিত্যো অর্বন্নসি, ত্রিতো গুহ্যেন ব্রতেন। অসি সোমেন সময়া বিপৃক্ত, আহুস্তে ত্রীণি দিবি বন্ধনানি স্বাহা। ইদং যমায়॥'' **(নির্ঋতি)**—''ওঁ যং তে দেবী নির্ঋতিরাববন্ধঃ, পাশং গ্রীবাস্ববিচৃত্যম্। তং তে বিষ্যামায়ুষো ন মধ্যা, দধৈতং পিতৃমদ্ধি প্রসূতঃ স্বাহা। ইদং নির্ঋতয়ে॥'' **(বরুণ)**—''ওঁ উদুত্তমং বরুণ পাশমস্ম-দবাধমং বিমধ্যমগুঁ শ্রথায়। অথা বয়মাদিত্যব্রতে, তবানাগসো অদিতয়ে স্যাম স্বাহা। ইদং বরুণায়॥'' **(বায়ু)**—''ওঁ বাতো বা, মনো বা গন্ধর্বাঃ সপ্তবিগুঁশতি। ত্বম অগ্রে অশ্বিমযুঞ্জং,স্তে অস্মিঞ্জবমাদধুঃ স্বাহা। ইদং বায়বে॥'' **(কুবের)**—''ওঁ কুবিরঙ্গদ যবমন্তো যবঞ্চিদ্, যথা দান্ত্যনুপূর্বং বিযুয়। ইহেহৈষাং কৃণুহি ভোজনানি, যে বর্হিষো নম উক্তিং যজন্তি স্বাহা। ইদং কুবেরায়॥'' **(ঈশান)**—''ওঁ তমীশানং জগতস্তস্থুষস্পতিং, ধিয় জিন্বমবসে হুমহে বয়ম্। পূষা নো যথা বেদসা-মসদ্‌বৃধে, রক্ষিতা পায়ুরদব্ধঃ স্বস্তয়ে স্বাহা। ইদমীশানায়॥'' (ব্রহ্মা)—''ওঁ আ ব্রহ্মণ্, ব্রহ্মণো ব্রহ্মবর্চষী জায়তা, মা রাষ্ট্রে রাজন্যঃ শূর ইষব্যো হতিব্যাধী মহারথো জায়তাং দোগ্‌ধ্রী ধেনু-র্বোঢ় হনড্বা নাশুঃ, সপ্তিঃ পুরন্ধির্যোসা, জিষ্ণু রথেষ্ঠাঃ, সভেয়ো যুবা হস্য যজমানস্য বীরো জায়তাং, নিকামে নিকামে নঃ পর্জন্যো বর্ষতু, ফলবত্যো ন ওযধয়ঃ পচ্যন্তাং, যোগক্ষেমো ন কল্পতাগুঁ স্বাহা। ইদং ব্রহ্মণে॥'' **(অনন্ত)**—''**ওঁ নমো হস্তু সর্পেভ্যো, যে কে চ পৃথিবীমনু। যে অন্তরীক্ষে যে দিবি, তেভ্যঃ সর্পেভ্যো নমঃ স্বাহা। ইদমনন্তায়॥**'' অতঃপর প্রত্যক্ষ দেবতার হোম করিবেন।

প্রত্যক্ষ দেবতার হোম—''ওঁ নবপত্রিকাবাসিন্যৈ দুর্গায়ৈ স্বাহা।'' এইক্রমে—''ওঁ গণেশায়, ওঁ কার্তিকেয়ায়, ওঁ লক্ষ্ম্যৈ, ওঁ সরস্বত্যে, ওঁ বজ্রনখদংষ্ট্রায়ুধায় মহাসিংহায় হুং ফট স্বাহা। ওঁ মহিষাসুরায়, ওঁ নাগপাশায়, ওঁ মূষিকায়, ওঁ ময়ূরায়, ওঁ পেচকায়, ওঁ হংসায়, ওঁ জয়ায়ৈ, ওঁ বিজয়ায়ৈ, ওঁ শীতলায়ৈ, ওঁ মনসায়ৈ,

ওঁ গঙ্গায়ৈ, ওঁ যমুনায়ৈ, ওঁ বাস্তুদেবতায়ৈ, ওঁ কুল দেবতায়ৈ, ওঁ ইষ্ট দেবদেবীভ্যোঃ।'' এইরূপে আদিতে ''ওঁ'' অন্তে ''স্বাহা'' যোগে হোম করিবেন। অতঃপর পূর্ণাহুতি দিবেন।

পূর্ণাহুতি—''ওঁ অগ্নে ত্বং মৃড়নামাসি।'' মন্ত্রে অগ্নির মৃড় নামকরণ করিয়া, ধ্যান করিবেন। যথা—''ওঁ পিঙ্গভ্রূশ্মশ্রুকেশাক্ষঃ পীনাঙ্গ জঠরো হরুণঃ। ছাগস্থঃ সাক্ষসূত্রাগ্নি সপ্তার্চি শক্তিধারকঃ॥'' ওঁ মৃড়নামাগ্নে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ॥'' এষ গন্ধঃ ওঁ মৃড়নামাগ্নয়ে নমঃ, এষ পুষ্পঃ ওঁ মৃড়নামাগ্নয়ে নমঃ, এষ ধূপঃ ওঁ মৃড়নামাগ্নয়ে নমঃ, এষ দীপঃ ওঁ মৃড়নামাগ্নয়ে নমঃ। ইদম্ আজ্য নৈবেদ্যম্ ওঁ মৃড় নামাগ্নয়ে নমঃ।'' এইরূপে পঞ্চোপচারে পূজা পূর্বক তাম্বুল, বস্ত্রখণ্ড, রম্ভা ও প্রচুর ঘৃত লইয়া যজমানসহ দণ্ডায়মান হইয়া পূর্ণাহুতি দিবেন। মন্ত্র, যথা—''ওঁ মূর্ধানং দিবো অরতিং পৃথিব্যা বৈশ্বানর মৃত অজাতমগ্নিম্। কবিগুঁ সম্রাজ মতিথিং জনানা-মাসন্না পাত্রং জনয়ন্ত দেবাঃ স্বাহা॥'' এইরূপে পূর্ণাহুতি দিয়া পূর্ণপাত্ররূপ ব্রহ্মদক্ষিণা দিবেন। যথা—''ওঁ এতস্মৈ পূর্ণপাত্রানুকল্প ভোজ্যায় নমঃ'' তিনবার পাঠান্তে তিনবার কুশোদকের দ্বারা অভ্যুক্ষণ করিবেন। ''এতে গন্ধপুষ্পে পূর্ণপাত্রানুকল্প ভোজ্যায় নমঃ। এতদধিপতয়ে দেবায় ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ। এইরূপে অর্চনা পূর্বক উৎসর্গ বাক্য পাঠ করিবেন। যথা—''বিষ্ণুরোঁ তৎসৎ অদ্য আশ্বিনে মাসি শুক্লেপক্ষে মহানবম্যান্তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা (পরার্থে—অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকস্য) কৃতৈতৎ শ্রীশ্রীভগবদ্দুর্গা মহাপূজাঙ্গীভূত হোম কর্মণি ব্রহ্মকর্ম প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামেতৎ পূর্ণপাত্রানুকল্পভোজ্যং ব্রহ্মণে অহং দদে। (পরার্থে—দদানি)। পরে কুশ ব্রহ্মাকে ''ওঁ ব্রহ্মণ্ ক্ষমস্ব।'' মন্ত্রে বিসর্জন দিবেন। অতঃপর দক্ষিণা, বৈগুণ্য সমাধান ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবেন। (দক্ষিণান্ত, বৈগুণ্য **সমাধান ইত্যাদি করিয়া পৃঃ ১১৪ দ্রষ্টব্য)**। পরে হুতশেষ মিশ্রিত ভস্ম গ্রহণ করিয়া—তিলক করিবেন। প্রথমে নারায়ণ শিলা ও ঘটে স্পর্শ করাইয়া নিজে তিলক গ্রহণ করিবেন ও যজমানকে তিলক দিবেন। যথা, **(ললাটে)**—''ওঁ কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষং।'' **(কণ্ঠে)**—''ওঁ জমদগ্নেস্ত্র্যায়ুষং।'' **(দক্ষিণ বাহুমূলে)**—''ওঁ

যদ্দেবানাং ত্র্যায়ুষং।'' **(বাম বাহুমূলে)**—''ওঁ তত্তে হস্তু ত্র্যায়ুষম্।'' **(হৃদি)**—''ওঁ তন্মে হস্তু ত্র্যায়ুষম্॥''--ইতি যজুর্বেদীয় হোম।

ঋকবেদীয় হোম

গোময়াদি লিপ্ত শুদ্ধস্থানে হোতা পূর্বাস্যে বসিয়া আচমন, বিষ্ণুস্মরণাদি পূর্বক— তুষ-অঙ্গার-কীট-কেশাদি শূণ্য পরিস্কার বালুকা লইয়া চতুর্দিকে সমচতুষ্কোণ একহস্ত পরিমিত স্থণ্ডিল রচনা করিয়া, যজ্ঞকাষ্ঠ স্থণ্ডিলের পশ্চিমে সুসজ্জিত করিবেন। অতঃপর স্থণ্ডিলের উপর ছয়টি প্রাদেশ প্রমাণ রেখা অঙ্কন করিবেন। একটি রেখা উত্তরাগ্র, তদূর্ধে একটি পূর্বাগ্র। তন্মধ্যে তিনটি পূর্বাগ্র পুনরায় একটি উত্তরাগ্র রেখা হইবে।

অতঃপর হোতা কুশোদক দ্বারা স্থণ্ডিল অভ্যুক্ষণ পূর্বক—কাংস্যপাত্রে, তাম্রপাত্রে অভাবে মৃন্ময় শরাবে অগ্নি গ্রহণ করিয়া, স্থণ্ডিলের দক্ষিণে মন্ত্র পাঠান্তে স্থাপন করিবেন। যথা—''দমনঋষিরগ্নির্দেবতা ত্রিষ্টুপ্ছন্দঃ অগ্নিসংস্কারার্থং জলতৃণনিরসনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ক্রব্যাদমগ্নিং প্রহিণোমি দূরং যমরাজ্যং গচ্ছতু রিপ্রবাহঃ॥'' এই মন্ত্র পাঠ পূর্বক স্থণ্ডিলের নৈঋত কোণে উক্ত অগ্নি ত্যাগ করিয়া, অপর শুদ্ধাগ্নি গ্রহণ পূর্বক মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—''প্রজাপতিঋষি প্রজাপতির্দেবতা বৃহতীচ্ছন্দঃ অগ্নিস্থাপনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ॥'' এই মন্ত্র পাঠান্তে ষড়রেখার মধ্যে আত্মাভিমুখে স্থাপন করিবেন। অতঃপর করযোড়ে পাঠ করিবেন। যথা—''ওঁ সর্বতঃ পাণিপাদান্ত সর্বতো হক্ষিশিরোমুখঃ। বিশ্বরূপ মহানগ্নিঃ প্রণীতঃ সর্বকর্মসু॥ দমনঋষি অগ্নির্দেবতা ত্রিষ্টুপ্ছন্দঃ অগ্নিস্থাপনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইহৈবাহ মিতরো জাতবেদা, দেবেভ্যো হব্যং বহতু প্রজানন্॥ বসুশ্রুতঋষিরগ্নির্দেবতা ত্রিষ্টুপ্ছন্দঃ অগ্নিস্থাপনে বিনিয়োগঃ। ওঁ জুষ্টো দমুনা অতিথির্দুরোণ, ইমং নো যজ্ঞমুপয়াহিবিদ্বান্। বিশ্বা অগ্নে অভিযুজো বিহত্যা, শত্রয়তা মা ভরা ভোজনানি॥ বামদেবঋষিরগ্নির্দেবতা-ত্রিষ্টুপ্ছন্দঃ অগ্নিধ্যানে বিনিয়োগঃ। ওঁ চত্বারি শৃঙ্গানি ত্রয়ো অস্য পাদাং। দ্বে শীর্ষে সপ্ত হস্তানো অস্য॥ ত্রিধা বদ্ধো বৃষভো রোরবীতি, মহা দেবো মর্ত্যাঁ আ বিবেশ॥ রাহুগণো

গোতমঋষিরগ্নির্দেবতা ত্রিষ্টুপ্ছন্দঃ অগ্ন্যাবাহনে বিনিয়োগঃ। ওঁ এহ্যগ্ন ইহ হোতা নিধীদা-দব্ধঃ সু পুর এতো ভবা নঃ। অবতাং ত্বা রোদসী বিশ্বমিন্বে, যজামহে সৌমনসায় দেবান্॥''

অনন্তর পাতিত দক্ষিণ জানু হইয়া তিনটি প্রাদেশ প্রমাণ সাগ্র কুশ ঘৃতাক্ত করিয়া অমন্ত্রক অগ্নিতে দিয়া কোশার জলে হরীতকী ও ত্রিপত্র ধরিয়া সঙ্কল্প করিবেন। যথা—''বিষ্ণুরোঁ তৎসৎ অদ্য আশ্বিনে মাসি শুক্লেপক্ষে মহানবম্যাস্তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা (পরার্থে—অমুক গোত্রস্য অমুকস্য) বার্ষিক শরৎকালীন শ্রীশ্রীভগবদ্দুর্গা মহাপূজাঙ্গ হোম কর্মণি দ্রব্যদেবতায় গ্রহণায় অন্বাধনমহং করিষ্যে। (পরার্থে—করিষ্যামি।)'' সঙ্কল্প শেষ করিয়া অগ্নি অভিমুখে করযোড়ে পাঠ করিবেন। যথা—''ওঁ অস্মিন্নণ্বাহিতো হ্বগ্নৌ অগ্নি জাতবেদসে মিধ্মেন, প্রজাপতিমাঘারাভ্যাম্, অগ্নিযোমৌ চক্ষুষী আজ্যগাভ্যাম্ প্রধানদেবতাং ইয়ৎ সংখ্যক সাজ্য অমুক সমিদ্ভিঃ ★ হুত শেষেণাগ্নিং স্বিষ্টকৃতম্; ইধ্মসন্নহনেন রুদ্রম্, অয়ানামামগ্নি দেবান্ বিষ্ণুমগ্নি বায়ু সূর্য্যং প্রজাপতিঞ্চ সর্বাঃ প্রায়শ্চিত্ত দেবতা আজ্যেনাহং সদ্যো যক্ষ্যে (পরার্থে—যক্ষ্যামি।)

অনন্তর প্রাদেশ প্রমাণ সাগ্র তিনগাছি কুশ লইয়া উত্তরদিকে ভ্রমণ করাইবেন। পুনরায় উক্তরূপ তিনগাছা কুশ দক্ষিণাবর্তে ভ্রমণ করাইবেন। পুনরায় তিনগাছি কুশ দক্ষিণ হইতে উত্তরে ভ্রমণ করাইবেন। অনন্তর উক্ত কুশগুলির দ্বারা তিনটি রজ্জু প্রস্তুত করিয়া উক্ত তিনটি রজ্জু পূর্বাগ্রে বিছাইবেন। অতঃপর প্রাদেশ প্রমাণ একমুষ্টি কুশ লইয়া সেই কুশমুষ্টি পূর্বাগ্রে রাখিয়া সেই রজ্জু দ্বারা দুই পাক দিয়া বন্ধন করিবেন। অপর রজ্জুদ্বারা উক্ত কুশমুষ্টির মূলভাগ দুই পাক দিয়া বন্ধন করিবেন। অবশিষ্ট একটি রজ্জু দ্বারা পলাশ, খদির, শমী বা বট কাষ্ঠের পঞ্চদশ (১৫) সমিধ একবার পাক দিয়া বন্ধন করিবেন।

★ এখানে ইয়ৎ সংখ্যক স্থলে যত হোম হইবে তাহা উল্লেখ্য। এবং অমুক সমিদ্ভিঃ স্থলে সমিধের নাম উল্লেখ করিবেন।

অতঃপর অগ্নির ঈশান কোণ হইতে দক্ষিণাবর্তে সম্মার্জন কুশদ্বারা সম্মার্জন করিয়া অগ্নির বিক্ষিপ্ত অংশগুলি একত্র করিবেন। এইক্রমে—ঐ কুশগুলি অগ্নির উত্তরে বিছাইবেন। অতঃপর পূর্ব-পশ্চিমে উত্তরাগ্র কতকগুলি প্রাদেশ প্রমাণ কুশ এবং উত্তর দক্ষিণে কতকগুলি পূর্বাগ্র প্রাদেশ প্রমাণ কুশ বিছাইবেন। অতঃপর দক্ষিণদিকের উক্ত কুশগুলি কতকগুলি অন্য কুশ দ্বারা মূলদেশে আচ্ছাদিত করিবেন। অপর একটি দীর্ঘ সাগ্রকুশ তাহার উপর আস্তৃত করিবেন। অতঃপর অগ্নির উত্তরে কতকগুলি সাগ্র কুশ পাতিত করিয়া ব্রহ্মাসন প্রস্তুত করিবেন। এবার অগ্নির ঈশান কোণ হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণক্রমে তিনবার জলধারা দিবেন। অগ্নির উত্তরে বিস্তৃত কুশগুলি (দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরদিক পর্যন্ত) হস্তে লইয়া হোমীয় দ্রব্যসকল প্রোক্ষণ করিবেন। অনন্তর পবিত্রচ্ছেদনার্থ দুইগাছি সাগ্র কুশ লইয়া প্রাদেশ প্রমাণ মাপিয়া—"ওঁ পবিত্রে স্থো বৈষ্ণব্যৌ" মন্ত্র নখ ভিন্ন উপায়ে ছেদন করতঃ, বামহস্তের অনামিকা অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ধরিয়া—"ওঁ বিষ্ণোর্মনসা পূতে স্থঃ" মন্ত্র পাঠান্তে উহা কুশোদকে অভ্যুক্ষণ করিয়া, ঐ পবিত্র দ্বারা প্রোক্ষণী পাত্রের (কোশার) জল দ্বারা আজ্যস্থালী, স্রুব প্রভৃতি অভ্যুক্ষণ করিবেন।

পুনরায় দুইগাছি সাগ্র কুশ লইয়া—"প্রজাপতিঋষিঃ পবিত্রে দেবতে পবিত্রচ্ছেদনে বিনিয়োগঃ। ওঁ পবিত্রে স্থো বৈষ্ণব্যৌ" মন্ত্র পাঠ পূর্বক নখ ভিন্ন উপায়ে প্রাদেশ প্রমাণ রাখিয়া ছেদন পূর্বক—"প্রজাপতিঋষিঃ পবিত্রে দেবতে পবিত্রমার্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ বিষ্ণোর্মনসা পূতে স্থঃ॥" এই মন্ত্রে কুশোদক দ্বারা অভ্যুক্ষণ করতঃ প্রোক্ষণীপাত্রে পূর্বাগ্রে রাখিবেন। অতঃপর বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা উক্ত পবিত্রের অগ্রভাগ এবং দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকার দ্বারা পবিত্রের মূলভাগ ধারণ পূর্বক উত্তানহস্তে উক্ত পবিত্র প্রোক্ষণী পাত্রের জলে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ তিনবার ডুবাইবেন। অনন্তর তাহা প্রোক্ষণী পাত্রে রাখিয়া দিবেন। বৃত ব্রাহ্মণ ব্রহ্মা না হইলে দর্ভবটু অর্থাৎ কুশময় ব্রহ্মা নির্মাণ পূর্বক তাহা হস্তে লইয়া হোতা মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—"প্রজাপতিঋষিরগ্নির্দেবতা ব্রহ্মাসন বীক্ষণে বিনিয়োগঃ। ওঁ অহে দৈধিষব্যোদতস্তিষ্ঠান্যস্য সদনে সীদ, যোঽস্মৎ পাকতরঃ। মন্ত্র পাঠ পূর্বক কুশবারি দ্বারা

ব্রহ্মাসন প্রোক্ষণ পূর্বক বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা একগাছি প্রাদেশ প্রমাণ কুশ লইয়া—"প্রজাপতিঋষিরগ্নির্দেবতা তৃণনিরসনে বিনিয়োগঃ। ওঁ নিরস্তঃ পরাবসুঃ।" মন্ত্র পাঠান্তে ব্রহ্মাসনের নৈঋত কোণাভিমুখে তৃণনিরসন অর্থাৎ সম্মার্জন পূর্বক কুশটি ফেলিয়া দিয়া পাঠ করিবেন। যথা—"প্রজাপতিঋষির্ব্রহ্মা দেবতা ব্রহ্মোপবেশনে বিনিয়োগঃ। ইদমহমর্বা বসোঃ সদনে সীদামি।" মন্ত্র পাঠ পূর্বক ব্রহ্মাকে উত্তরাস্যে পূর্বোক্ত ব্রহ্মাসনে স্থাপন করিবেন। বৃত ব্রাহ্মণ ব্রহ্মা না হইলে হোতা পাঠ করিবেন। যথা—"প্রজাপতিঋষির্বৃহস্পতির্দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ ব্রহ্মজপে বিনিয়োগঃ। ওঁ বৃহস্পতির্ব্রহ্মাসদন আসিষ্যতে। বৃহস্পতে যজ্ঞং গোপায়।"

অনন্তর হোতা কুশ-পুষ্প দ্বারা "ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ" মন্ত্রে ব্রহ্মার অর্চনা পূর্বক প্রণাম করিবেন। যথা—"ওঁ ব্রহ্মন্নপঃ প্রণেষ্যামি। ব্রহ্মা বলিবেন—(বৃত ব্রাহ্মণ ব্রহ্মা না হইলে হোতা বলিবেন) "প্রজাপতিঋষির্বৃহস্পতির্দেবতা ব্রহ্মজপে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ বৃহস্পতি প্রসূতঃ॥" জপান্তে বলিবেন—"ওঁ প্রণয়।" অতঃপর প্রণীতা পাত্র (বজ্রকাষ্ঠ নির্মিত কোশা) অগ্নির পশ্চিমে স্থাপন পূর্বক তাহাতে গন্ধপুষ্প কুশাদি দিয়া আচ্ছাদিত করিবেন।

অতঃপর আজ্যস্থালী, স্রুব প্রভৃতি তিনবার অগ্নিতে স্পর্শ করাইয়া তিনবার তাহাতে কুশোদক দিয়া বলিবেন—"প্রজাপতিঋষিরাজ্যং দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ আজ্যোৎপবনে বিনিয়োগঃ। ওঁ সবিতুস্ত্বা প্রসব উৎপুনাম্যচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ বসোঃ সূর্যস্য রশ্মিভিঃ স্বাহা॥" মন্ত্র পাঠান্তে দক্ষিণ হস্তে আজ্যস্থালী, স্রুব প্রভৃতি অগ্নিতে স্পর্শ করাইবেন এবং একখণ্ড জ্বলন্ত কাষ্ঠ আজ্যস্থালীর উপর ভ্রমণ করাইবেন। অতঃপর অগ্নির অলঙ্করণ করিবেন। যথা—"বসুশ্রুত-ঋষির্জাতবেদা হুতাগ্নির্দেবতা ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দঃ অগ্ন্যলঙ্করণে বিনিয়োগঃ। ওঁ বিশ্বানি নো দুর্গহা। জাতবেদঃ, সিন্ধুং ন নাবা দুরিতাতি পর্ষি অগ্নে অত্রিবন্নমসা গৃণানো ঽস্মাকং বোধ্যবিতা তনূনাম্॥ ওঁ যস্ত্বা, হৃদা কীরিণা, মন্যমানো ঽমর্ত্যং মর্ত্যো জোহবীমি। জাতবেদো যশো অস্মাসু ধেহি, প্রজাভিরগ্নে অমৃতত্বমশ্যাম্॥ ওঁ যস্মৈ ত্বং সুকৃতে জাতবেদ, উ লোকমগ্নে কৃণবঃ স্যোনম্। অশ্বিনং সপুত্রিণং, বীরবন্তং গোমন্তং, রয়িং নশতে স্বস্তি॥"

অতঃপর আজ্য লইয়া—''ওঁ অগ্নয়ে জাতবেদসে ইদং নমঃ।'' মন্ত্র পাঠান্তে অগ্নিতে আহুতি দিবেন। পুনর্বার আজ্য গ্রহণ করিয়া—''ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা। ইদং প্রজাপতয়ে॥ এই মন্ত্র পাঠান্তে অগ্নির বায়ুকোণ হইতে অগ্নিকোণ পর্যন্ত ঘৃতধারা দিবেন। এইক্রমে—''ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা। ইদমগ্নয়ে॥'' অগ্নির উত্তরে ঘৃতধারা দিবেন। ''ওঁ সোমায় স্বাহা। ইদং সোমায়॥'' অগ্নির দক্ষিণে ঘৃতধারা দিবেন। অতঃপর প্রকৃত কর্ম করিবেন।

প্রকৃত হোম—প্রথমে সঙ্কল্প করিবেন। যথা—''বিষ্ণুরোঁ তৎসদদ্য আশ্বিনে মাসি শুক্লেপক্ষে মহানবম্যাস্তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা (পরার্থে—অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুক দেবশর্মণঃ, দাসো বা) শ্রীশ্রীভগবদ্দুর্গামহাপূজাঙ্গীভূত ''ওঁ জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী। দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী স্বাহা স্বধা নমোহস্তুতে স্বাহেতি মন্ত্রেণ অষ্টোত্তর শতসংখ্যক (২৮টি হইলে—অষ্টাবিংশতি সংখ্যক, ১০০৮হইলে অষ্টোত্তর সহস্র সংখ্যক) সাজ্য বিল্বপত্র সমিদ্ভিঃ হোম কর্মাহং করিষ্যে। (পরার্থে—করিষ্যামি।) অতঃপর অগ্নে ত্বং বলদ নামাসি মন্ত্রে অগ্নির ''বলদ'' নামকরণ করিবেন। ধ্যান, যথা—''ওঁ পিঙ্গভ্রূশ্মশ্রুকেশাক্ষঃ পীনাঙ্গ জঠরোহরুণ ছাগস্থঃ সাক্ষসূত্রোগ্নিঃ সপ্তার্চি শক্তিধারকঃ॥ এইরূপে ধ্যান পূর্বক আবাহন্যাদি পঞ্চমুদ্রাদ্বারা আবাহন করিবেন। যথা—''ওঁ বলদাগ্নে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ॥'' অতঃপর—''এষ গন্ধঃ ওঁ বলদাগ্নে নমঃ, এষ পুষ্পঃ ওঁ বলদাগ্নে নমঃ, এষ ধূপঃ ওঁ বলদাগ্নে নমঃ, ইদম্ আজ্য নৈবেদ্যম্ ওঁ বলদাগ্নে নমঃ।'' এইক্রমে পঞ্চোপচারে পূজা পূর্বক সমিধের অর্চনা করিবেন। যথা—''এতেভ্যঃ বিল্বপত্র সমিদ্ভ্যো নমঃ।'' তিনবার মন্ত্র পাঠান্তে তিনবার কুশোদক দ্বারা অভ্যুক্ষণ পূর্বক, ''এতে গন্ধপুষ্পে এতেভ্যঃ বিল্বপত্র সমিদ্ভ্যো নমঃ।'' মন্ত্রে গন্ধপুষ্প দিয়া—''এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।'' মন্ত্রে শালগ্রাম শিলায় গন্ধপুষ্প দিয়া, ''এতৎ সম্প্রদানায় হ্রীং ওঁ ভগবদ্দুর্গায়ৈ নমঃ।'' মন্ত্রে উৎসর্গ করিয়া—''ওঁ জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী। দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী স্বাহা স্বধা নমোহস্তুতে স্বাহা॥'' মন্ত্রে চিৎহস্তে এক একটি বিল্বপত্র ঘৃতাক্ত করিয়া আহুতি দিবেন। অতঃপর মহাব্যাহৃতি হোম করিয়া প্রায়শ্চিত্ত হোম করিবেন।

মহাব্যাহৃতি হোম—''ওঁ ভূঃ স্বাহা। ইদমগ্নয়ে॥ ওঁ ভুবঃ স্বাহা। ইদং বায়বে॥ ওঁ স্বঃ স্বাহা। ইদং সূর্য্যায়॥ ওঁ প্রজাপতিঋষি বৃহতীচ্ছন্দঃ প্রজাপতির্দেবতা ব্যস্তসমস্ত মহাব্যাহৃতি হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহা॥'' অতঃপর একটি ঘৃতাক্ত প্রাদেশ প্রমাণ কুশ সমিধ অমন্ত্রক অগ্নিতে দিয়া প্রায়শ্চিত্ত হোম করিবেন।

প্রায়শ্চিত্ত হোম—''বিষ্ণুরোঁ তৎসদদ্য আশ্বিনে মাসি শুক্লেপক্ষে মহানবম্যাস্তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা শ্রীশ্রীভগবদ্দুর্গা মহাপূজাঙ্গ হোম কর্মণি যদ্বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষ প্রশমনায় প্রায়শ্চিত্ত হোমমহং করিষ্যে।

অতঃপর ''অগ্নে ত্বং বিধুনামাসি'' মন্ত্রে অগ্নির বিধুনামকরণ করিয়া ধ্যান করিবেন। যথা—''ওঁ পিঙ্গভ্রূশ্মশ্রুকেশাক্ষঃ পীনাঙ্গ জঠরোহরুণ। ছাগস্থঃ সাক্ষসূত্রোগ্নি সপ্তার্চিঃ শক্তিধারকঃ॥'' ধ্যানান্তে—''ওঁ বিধুনামাগ্নে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ।'' মন্ত্রে আবাহন্যাদি পঞ্চমুদ্রা দ্বারা আবাহন পূর্বক— ''এষ গন্ধঃ ওঁ বিধুনামাগ্নে নমঃ, এতৎ পুষ্পম্ ওঁ বিধুনামাগ্নে নমঃ, এষ ধূপঃ ওঁ বিধুনামাগ্নে নমঃ, এষ দীপঃ ওঁ বিধুনামাগ্নে নমঃ, ইদম্ আজ্য নৈবেদ্যং ওঁ বিধুনামাগ্নে নমঃ। মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা পূর্বক— আজ্য গ্রহণ করিয়া ''বিমদঋষি-রয়োনামগ্নির্দ্দেবতা পঙ্‌ক্তিশ্ছন্দঃ প্রায়শ্চিত্ত হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অয়াশ্চাগ্নে হ্স্যানভিশস্তিপাশ্চ, সত্যমিত্ব-ময়া অসি। অয়সা বয়সা কৃতোহয়া সনহব্যমুহিষোহয়া সন্ ধেহি ভেষজং স্বাহা॥ মেধাতিথিনঋষিবিষ্ণুর্দ্দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অতো দেবতা অবন্তু নো, যতো বিষ্ণুর্বিচক্রমে। পৃথিব্যাঃ সপ্তধামভিঃ স্বাহা॥ মেধাতিথিনঋষিবিষ্ণুর্দ্দেবতা, গায়ত্রীচ্ছন্দঃ প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে, ত্রেধা নি দধে পদম্। সমূঢ়মস্য পাংশুলে স্বাহা॥ পরমেষ্ঠী প্রজাপতিঋষিরগ্নির্দ্দেবতা দৈবীগায়ত্রীচ্ছন্দঃ প্রায়শ্চিত্ত হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূঃ স্বাহা॥ পরমেষ্ঠী প্রজাপতিঋষির্বায়ুর্দেবতা দৈব্যুষ্ণিবুচ্ছন্দঃ প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভুবঃ স্বাহা॥ পরমেষ্ঠী প্রজাপতিঋষিঃ সূর্য্যো দেবতা দৈব্যনুষ্টুপ্ছন্দঃ প্রায়শ্চিত্তহোম বিনিয়োগঃ ওঁ স্বঃ স্বাহা॥ পরমেষ্ঠী প্রজাপতির্ষিঃ প্রজাপতির্দ্দেবতা

দৈবীবৃহতীচ্ছন্দঃ প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহা॥''

অতঃপর নবগ্রহ হোম (পৃঃ ১০৩) দিকপাল হোম (পৃঃ ১০৪) করিয়া প্রত্যক্ষ দেবতার হোম করিবেন।

প্রত্যক্ষ দেবতার হোম—''ওঁ নবপত্রিকাবাসিন্যৈ দুর্গায়ৈ স্বাহা। ওঁ গণেশায় স্বাহা, ওঁ লক্ষ্ম্যৈ স্বাহা, ওঁ সরস্বত্যৈ স্বাহা, ওঁ কার্ত্তিকেয়ায় স্বাহা, ওঁ বজ্রনখদংষ্ট্রায়ুধায় মহাসিংহায় হুং ফট্ স্বাহা, ওঁ মহিষাসুরায় স্বাহা, ওঁ নাগপাশায় স্বাহা, ওঁ মূষিকায় স্বাহা, ওঁ ময়ূরায় স্বাহা, ওঁ হংসায় স্বাহা, ওঁ পেচকায় স্বাহা, ওঁ জয়ায়ৈ স্বাহা, ওঁ বিজয়ায়ৈ স্বাহা, ওঁ শিবায় স্বাহা, ওঁ বিষ্ণবে স্বাহা, ওঁ শীতলায়ৈ স্বাহা, ওঁ মনসায়ৈ স্বাহা, ওঁ গঙ্গায়ৈ স্বাহা। ওঁ হ্রীং চণ্ডিকায়ৈ স্বাহা, ওঁ বাস্তুদেবতায়ৈ স্বাহা, ওঁ কুলদেবদেবীভ্যো স্বাহা, ওঁ ইষ্টদেব-দেবীভ্যো স্বাহা। ওঁ সর্বেভ্যো দেবদেবীভ্যো স্বাহা॥'' অনন্তর পূর্ণহোম করিবেন।

পূর্ণহোম—''ওঁ অগ্নে ত্বং মৃড়নামাসি।'' মন্ত্রে অগ্নির মৃড়নামকরণ করিয়া, ধ্যান করিবেন। যথা—''ওঁ পিঙ্গভ্রূশ্মশ্রুকেশাক্ষঃ পীণাঙ্গজঠরো হরুণঃ। ছাগস্থ, সাক্ষসূত্রোগ্নি সপ্তার্চি শক্তিধারকঃ॥'' ধ্যানান্তে ''ওঁ মৃড়নামাগ্নে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ॥ মন্ত্রে আবাহন্যাদি পঞ্চমুদ্রা দ্বারা আবাহন পূর্বক— ''এষ গন্ধঃ ওঁ মৃড়নামাগ্নে নমঃ, এতৎ পুষ্পম্ ওঁ মৃড়নামাগ্নে নমঃ, এষ ধূপঃ ওঁ মৃড়নামাগ্নে নমঃ, এষ দীপঃ ওঁ মৃড়নামাগ্নে নমঃ, ইদম্ আজ্য নৈবেদ্যং ওঁ মৃড়নামাগ্নে নমঃ॥'' মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা পূর্বক—ফল, তাম্বুল, পুষ্প ও বস্ত্রখণ্ডাদিসহ প্রচুর ঘৃত লইয়া যজমানসহ দণ্ডায়মান হইয়া, মন্ত্র পাঠ পূর্বক আহুতি দিবেন। যথা—''বামদেবঋষিরগ্নির্দেবতা জগতীচ্ছন্দঃ পূর্ণহোমে বিনিয়োগঃ। ধামন্ তে বিশ্বং ভুবনামধিশ্রুত-মন্তঃ সমুদ্রে হৃদ্যান্তরায়ুধি। অপামনীকে সমিধে য আভৃত, স্তম স্যাম মধুমন্তং উর্মি স্বাহা॥'' মন্ত্র পাঠান্তে পূর্ণাহুতি দিবেন।

অতঃপর—''হিরণ্যগর্ভ স্বারস্বতো হগ্নির্দেবতা স্বাবড়নুষ্টুপ্‌ছন্দঃ সংস্থাজপে বিনিয়োগঃ। ওঁ ওঞ্চ মে, স্বরশ্চ যে, যজ্ঞোপ চ তে নমশ্চ। যত্তে ন্যূনং তস্মৈ তে উপ, যত্তে হতিরিক্তং তস্মৈ তে নমঃ॥ অতঃপর অগ্নির বিসর্জন করিবেন।

অগ্নিবিসর্জন—''*প্রজাপতির্ঋষির্যজ্ঞো দেবতা যজ্ঞবিসর্জনে বিনিয়োগঃ। যজ্ঞ যজ্ঞং গচ্ছ, যজ্ঞপতিং গচ্ছ, স্বাঃ যোনিং গচ্ছ স্বাহা। এষ তে যজ্ঞো যজ্ঞোপতে সহসূক্তবাকঃ সুবীরঃ স্বাহা।*'' মন্ত্রে অগ্নিতে জলধারা দিবেন॥''

অতঃপর—''ওঁ পৃথ্বি ত্বং শীতলা ভব।'' মন্ত্রে অগ্নিতে দধি দিবেন। অতঃপর ভস্মগ্রহণ পূর্বক তিলক গ্রহণ করিবেন। যথা—(ললাটে)—''ওঁ কাশ্যপস্য ত্র্যায়ুষং। (কণ্ঠে)—''ওঁ জমদগ্নেস্ত্র্যায়ুষং।'' (দক্ষিণ ও বামাংশে)—''ওঁ যদ্দেবানাং ত্র্যায়ুষম্। (হৃদি)—''ওঁ তন্মে অস্তু ত্র্যায়ুষম্।''

অতঃপর স্রুক ও স্রুব অগ্নিতে দিবেন। তৎপরে প্রণীতা পাত্র লইয়া সেই জল মস্তকে দিবেন। মন্ত্র, যথা—'' বেদশ্রবাঋষি-রাপো দেবতাস্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দো মার্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ আপো অস্মান্মাতরঃ শুন্ধয়ন্ত, ঘৃতেন নো ঘৃতপুঃ পুনন্ত। বিশ্বং হি বিপ্রং প্রবহন্তি দেবী, রুদিদাভ্যঃ শুচি-রাপুত এমি॥ মেধাতিথিঋষি-রাপো দেবতা অনুষ্টপ্‌ছন্দো মার্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইদমাপং প্রহবত, যৎ কিঞ্চিৎ দুরিতং ময়ি। যদ্ বাহ-মভি-দুদ্রোহ, যদ্ বা শেপ উতানৃতম্॥ প্রজাপতির্ঋষি-রাপো দেবতা মার্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ সুমিত্র্যা ন আপ ওষধয়ঃ সন্তু দুস্মিত্র্যাস্তস্মৈ ভুয়াসু। যোঁ হস্মান্ দ্বেষ্টি, মঞ্চ বয়ং দিষ্ম॥'' মন্ত্রে নিজের ও যজমানের মস্তকে দিবেন। অতঃপর পূর্ণপাত্র ভোজ্য উৎসর্গ করিবেন। যথা—''ওঁ এতস্মৈ পূর্ণপাত্রায় নমঃ (পূর্ণপাত্রানুকল্প ভোজ্যং বা)। এতে গন্ধপুষ্পে পূর্ণপাত্রায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ। এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ।'' এইরূপে অর্চনাদি করিয়া উৎসর্গ বাক্য পাঠান্তে কুশোদক দ্বারা উৎসর্গ করিবেন। যথা—''বিষ্ণুরোঁ তৎসৎ অদ্য আশ্বিনে মাসি শুক্লেপক্ষে মহানবম্যাং তিথৌ (তিথি যাহা হইবে তাহা উল্লেখ্য) শ্রীশ্রীভগবদ্দুর্গা প্রীতিকামনয়া কৃতৈতদ্ধোমকর্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং পূর্ণপাত্রং (অথবা পূর্ণপাত্রানুকল্প ভোজ্যং) শ্রীবিষ্ণুর্দৈবতমহং অমুকগোত্রায় শ্রীঅমুক দেবশর্মণে ব্রহ্মণায় তুভ্যমহং (কুশময়াদি ব্রহ্মাপক্ষে—''যথাসম্ভব গোত্রনাম্নে ব্রহ্মণায়) সম্প্রদদে। (পরার্থে— দদানি)।'' মন্ত্র পাঠান্তে পূর্ণপাত্র বা পূর্ণপাত্রানুকল্প ভোজ্য দক্ষিণা উৎসর্গ করিয়া ''ওঁ ব্রহ্মণ্ ক্ষমস্ব'' মন্ত্রে কুশময়াদি ব্রহ্মাকে বিসর্জন দিয়া ব্রহ্মগ্রন্থি খুলিয়া দিবেন। —ইতি ঋগ্বেদিনাং হোমপ্রয়োগঃ॥

দক্ষিণান্ত বিধি

দক্ষিণান্তের মন্ত্রাদি সর্ববেদীয়গণেরই একই প্রকার।

মূল দক্ষিণা—মূল দক্ষিণা অর্থে পূজিত প্রধান দেবতাকে যে দক্ষিণা দেওয়া হয়, তাহাকেই মূল দক্ষিণা বলা হয়।

বিধি—দক্ষিণাদ্রব্য রখিয়া—''ওঁ এতস্মৈ কাঞ্চনমূল্যায় নমঃ।'' মন্ত্র তিনবার পাঠ পূর্বক তিনবার কুশোদকে অভ্যুক্ষণ পূর্বক, ''এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতস্মৈ কাঞ্চনমূল্যায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ শ্রীশ্রীভগবদ্দুর্গাদেব্যৈ নমঃ।'' অতঃপর উৎসর্গ বাক্য পাঠ করিয়া কুশোদক দিবেন। যথা—''বিষ্ণুরোঁ তৎসৎ অদ্য আশ্বিনেমাসি শুক্লেপক্ষে মহানবম্যান্তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা (পরার্থে—অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মণঃ দাসো বা) শ্রীশ্রীভগবদ্দুর্গা প্রীতিকামনয়া কৃতৈতদ্ বার্ষিক শরৎকালীন দুর্গাপূজাকর্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চন মূল্যং (রজত খণ্ডং বা) শ্রীবিষ্ণুদৈবতম্ শ্রীশ্রীদুর্গাদেব্যৈ তুভ্যমহং সম্প্রদদে। (পরার্থে—দদানি)।

ব্রাহ্মণাদির দক্ষিণা—''ওঁ এতস্মৈ কাঞ্চনমূল্যায় (রজত খণ্ডায় বা) নমঃ।'' মন্ত্র তিনবার পাঠান্তে তিনবার কুশোদকে অভুক্ষণ করতঃ, ''এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ কাঞ্চনমূল্যায় (রজত খণ্ডায়) নমঃ।'' মন্ত্রে গন্ধপুষ্প দিয়া। ''এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।'' মন্ত্রে নারায়ণ শিলায় গন্ধপুষ্প দিয়া। ''এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ।'' মন্ত্রে গন্ধপুষ্প দিয়া, উৎসর্গ বাক্য পাঠান্তে উহাতে কুশোদক দিবেন। উৎসর্গ বাক্য, যথা—''বিষ্ণুরোঁ তৎসৎ অদ্য আশ্বিনে মাসি শুক্লেপক্ষে মহানবম্যান্তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা (অমুক গোত্রস্য শ্রীঅমুকস্য) মৎসঙ্কল্পিত বার্ষিক শরৎকালীন দুর্গামহাপূজা কর্মণি পূজককর্মণঃ সাঙ্গতার্থং (তন্ত্রধারক হইলে—তন্ত্রধারক কর্মণঃ, চণ্ডীপাঠক হইলে—দেবীমাহাত্ম্য পাঠক কর্মণঃ সাঙ্গতার্থং) দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং (রজতখণ্ডং বা) শ্রীবিষ্ণুর্দৈবতং অমুক গোত্রায় শ্রীঅমুক দেবশর্মণে ব্রাহ্মণায় তুভ্যমহং সম্প্রদদে। (পরার্থে—দদানি) ব্রাহ্মণ ''স্বস্তি'' বলিয়া গ্রহণ করিবেন।

শান্তিমন্ত্র

বৈদিক শান্তিমন্ত্র

সামবেদীয়—''ওঁ কয়া ন শ্চিত্র ইত্যস্য মহাবামদেব্যঋষির্বিরাড় গায়ত্রীচ্ছন্দঃ ইন্দ্রোদেবতা শান্তিকর্মণি জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ কয়া ন শ্চিত্র আভুবদূতী সদাবৃধঃ সখা। ওঁ কয়া শচিষ্ঠয়া বৃতা। কস্তাসত্যো মদানাং মংহিষ্ঠো-মৎসদন্ধসঃ। দৃঢ়াচিদারুজে বসু॥ ওঁ অভী ষু ণ সখীনাম্ অবিতা জরীতৃণাং শতং ভবা স্যুতয়ে॥ ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি॥ দৌঃ শান্তি, অন্তরীক্ষং শান্তি, পৃথিবীং শান্তি, আপোঃ শান্তি, ওষধয়ো শান্তি, বনস্পতয়ঃ শান্তিঃ, ব্রহ্মং শান্তি, সর্বং শান্তি, শান্তিরেব শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ॥''

যজুর্বেদীয় শান্তি—''ওঁ ঋচং বাচং প্রপদ্যে, মনোযজুঃ প্রপদ্যে, সামপ্রাণং প্রপদ্যে, চক্ষু শোত্রং প্রপদ্যে, বাগৌ যঃ সহজো ময়ি। প্রাণাপানয়োর্যন্মেচ্ছিদ্রং চক্ষুষো-র্হৃদয়স্য ব্যতিতীর্ণং বৃহস্পতির্মেদধাতু শন্নোভবতু ভুবনস্য যস্পতি॥ ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ। স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো হরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু॥ ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি॥ ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ॥'' তিনবার এই মন্ত্র পাঠ পূর্বক তিনবার শান্তিবারি দিবেন।

ঋগ্বেদীয় শান্তি— ''ওঁ সদ্দলী পাবয়ন্তে তন্মুঞ্চয়তি বচো যথা। আভ্যাবন্তং যথাবন্তং যত্র বেদম্ ইতি ব্রুবন্। যায়াকেতুং পুরস্পৃহং ভারতী ব্রহ্মবর্দ্ধিনী॥ সন্ জনানাম্ অভিহিতো যত্রবেদম্ ইতি ব্রুবন্॥ ওঁ ইন্দ্রস্তং কিং বিভুং প্রভুর্ভানুনাম সরস্বতীম্। যেন সূর্য্যম অরোচয়ৎ যেনোমোরোদসী উভে॥ ওঁ জুযস্বাগ্নে অঙ্গীরস কান্বং মেধাতিথিম্ আত্মসোমস্যববৃহৎ শোতস্যুর্মধ্যমোত্তমঃ। যুযস্বাগ্নে আঙ্গীরসঃ শোতস্যুদ্যৈবরীতমঃ। অশান্ত মাশান্তমাভিঃ শান্তে স্বস্তিম্ অকুর্বত॥ ওঁ শন্ন কণিকৃদন্ দেব পর্যন্যা হভিবর্ষতু॥ ওঁ ওষধয়ঃ প্রদীপয়ন্তাং শন্নোদ্যাবা পৃথিবীশং প্রজাভ্যঃ শন্নো হস্ত দ্বিপদেশং চতুস্পদে॥ ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রোবৃদ্ধশ্রবাঃ

স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ। স্বস্তিনস্তার্ক্ষ্যো হরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু॥ ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি। ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ॥'' তিনবার মন্ত্র পাঠ পূর্বক শান্তি দিবেন।

তান্ত্রিক শান্তিমন্ত্র—''ওঁ সুরাস্তাম্ অভিষিঞ্চন্তু ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবাদয়। বাসুদেব জগন্নাথস্তথা সঙ্কর্ষণঃ বিভুঃ॥ প্রদ্যুম্নশ্চানিরুদ্ধশ্চ ভবন্তু বিজয়ায় তে॥ ১॥ ওঁ আখণ্ডলো হুগ্নির্ভগবান্ যমোবৈ নৈর্ঋতিস্তথা। বরুণঃ পবনশ্চৈব ধনাধ্যক্ষস্তথা শিবঃ॥ ব্রহ্মণাসহিতঃ শেষো দিকপালাঃ পান্তু তে সদা॥২॥ ওঁ কীর্ত্তির্লক্ষ্মী-ধৃতির্মেধা পুষ্টিঃ শ্রদ্ধাক্ষমামতিঃ। বুদ্ধির্লজ্জা বপুঃ শান্তি স্তুষ্টিঃ কান্তিশ্চ মাতরঃ। এতাস্ত্বাম্ অভিষিঞ্চন্তু ধর্মপত্ন্যাঃ সমাগতাঃ॥৩॥ ওঁ আদিত্যশ্চন্দ্রমা ভৌমো বুধজীবসিতার্কজাঃ। গ্রহস্ত্বাম্ অভিষিঞ্চন্তু রাহু কেতুশ্চ তর্পিতাঃ॥৪॥ ওঁ ঋষয়ো মুনয়ো গাবো দেবমাতর এব চ। দেবপত্ন্যো ধ্রুবানাগা দৈত্যাশ্চাপ্ সরসাংগণাঃ॥ অস্ত্রাণি সর্বশস্ত্রাণি রাজানো বাহনানি চ। ঔষধানি চ রত্নানি কালস্যাবয়বাশ্চ যে॥ সরিতঃ সাগরাঃ শৈলাস্তীর্থানি জলদা নদাঃ। দেব-দানব-গন্ধর্বা-যক্ষ-রাক্ষস-পন্নগাঃ॥ এতেত্বাম্ অভিষিঞ্চন্তু ধর্মকামার্থ সিদ্ধয়ে॥৫॥ উক্ত পাঁচটি মন্ত্রের প্রত্যেক মন্ত্র পাঠ শেষে—''ওঁ শান্তি'' বলিয়া শান্তিবারি দিবেন।

পঞ্চামৃত শোধন মন্ত্র

পঞ্চামৃত দ্রব্য—দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু ও শর্করা (চিনি)। এই দ্রব্যগুলির মধ্যে দধি, দুগ্ধ, ঘৃত স্বশাখোক্ত পঞ্চগব্য শোধন মন্ত্রে শোধন করিবেন। মধু এবং শর্করা শোধন মন্ত্র পৃথক, তাহা দেওয়া হইল।

মধুশোধন—''ওঁ মধুবাতা ঋতায়তে মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। মাধ্বীর্নঃ সন্তোষধীঃ। মধুনক্তম্ উতোষযো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ। মধুদ্যৌর হুস্তু নঃ পিতা। ওঁ মধুমান্নোবনস্পতি র্মধুমাঁ হুস্তু সূর্য্যো। মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ॥ ওঁ মধু, ওঁ মধু, ওঁ মধু॥''

শর্করা শোধন— পঞ্চগব্যে কুশোদক দান মন্ত্রে শর্করা শোধন করিবেন।

বিজয়া দশমী কৃত্য

দশমী দিবসে কৃত নিত্যক্রিয় পূজক আচমন, বিষ্ণুস্মরণ, সামান্যার্ঘ্যাদি এবং বিশেষার্ঘ্য স্থাপনাদি পর্যন্ত কর্ম সমাপন পূর্বক ''ওঁ জটাজুট সমাযুক্তা'' (পৃঃ ২৭) দেবীর ধ্যানান্তে ষোড়শোপচার, দশোপচার বা পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া প্রতিমাস্থ দেব-দেবীগণের পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া চিপিটকাদি অর্থাৎ দধিকরম্ব নিবেদন করিবেন। যথা—''ওঁ এতস্মৈ দধিকরম্ব নৈবেদ্যায় নমঃ'' মন্ত্রে তিনবার কুশোদকে অভ্যুক্ষণ করিয়া, ''এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ দধিকরম্ব নৈবেদ্যায় নমঃ'' মন্ত্রে অর্চনা পূর্বক, এতৎ সম্প্রদানায় হ্রীং ওঁ শ্রীভগবদ্দুর্গাদেব্যৈ নমঃ।'' মন্ত্রে নিবেদনাদি করিয়া, আরত্রিকাদি করিবেন। অতঃপর ''ওঁ দুর্গাং শিবাং'' ইত্যাদি (পৃঃ ৬৭) স্তোত্র পাঠ পূর্বক প্রার্থনা মন্ত্র পাঠ করিবেন।

প্রার্থনা মন্ত্র—''ওঁ বিধিহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং যদর্চিতম্। পূর্ণং ভবতু তৎসর্বং ত্বৎ প্রসাদাৎ মহেশ্বরি॥'' অতঃপর ঘটে হস্ত দিয়া—''ওঁ হ্রীং দুর্গে দেবি ক্ষমস্ব'' মন্ত্র পাঠান্তে ঘট কিঞ্চিৎ চালনা করিবেন। অতঃপর যোনিমুদ্রা প্রদর্শন পূর্বক সম্মুখে ঈশান কোণে জলদ্বারা নিম্নমুখ ত্রিকোণ মণ্ডল অঙ্কন করিয়া সংহার মুদ্রাদ্বারা নির্মাল্য পুষ্প লইয়া আঘ্রাণ করতঃ মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—''ওঁ উত্তরে শিখরে দেবি ভূম্যাং

যোনিমুদ্রা

সংহারমুদ্রা

পর্বতবাসিনী। ব্রহ্মযোনি সমুৎপন্নে গচ্ছ দেবী মমান্তরম্॥'' মন্ত্রে ঈশান কোণে পূর্বোক্ত মণ্ডলোপরি স্থাপন পূর্বক—''ওঁ নির্মাল্যবাসিন্যৈ নমঃ।'' মন্ত্রে পূজা করিয়া, চণ্ডেশ্বরীর পূজা করিবেন। যথা—''ওঁ চণ্ডেশ্বর্য্যৈ নমঃ'' অতঃপর করযোড়ে পাঠ করিবেন। যথা—''ওঁ আবাহনং ন জানামি নৈব জানামি পূজনম্। বিসর্জনং ন জানামি ত্বং গতি পরমেশ্বরি॥'' ওঁ কায়েন মনসা বাচা তত্তো নান্যো গতির্মম। অন্তশ্চারেণ ভূতানাং ত্বং গতি পরমেশ্বরি॥ ওঁ যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনঞ্চ যদ্‌ভবেৎ। তৎ সর্বং ক্ষম্যতাং দেবি কস্য ন স্খলিতং মনঃ॥''

অতঃপর দেবীর আসন ধারণ পূর্বক মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—''ওঁ উত্তিষ্ঠ দেবি চামুণ্ডে শুভাং পূজাং প্রগৃহ্য চ। কুরুষ্ব মম কল্যাণমষ্টাভি শক্তিভিঃ সহ॥ ওঁ গচ্ছ গচ্ছ পরং স্থানং স্বস্থানং দেবি চণ্ডিকে। ব্রজস্রোতো জলে বৃদ্ধ্যৈ তিষ্ঠ গেহে চ ভূতলে॥ ওঁ দুর্গে দেবি জগন্মাতঃ স্বস্থানং গচ্ছ পূজিতে। সম্বৎসর ব্যতীতে তু পুনরাগমনায় চ॥ ইমাং পূজাং মহাদেবি ময়া ভক্ত্যা নিবেদিতং। রক্ষার্থন্ত সমাদায় ব্রজ স্বস্থান মুত্তমম্॥ ওঁ যথাশক্তি কৃতা পূজা সমস্তাঃ শঙ্করপ্রিয়ে। গচ্ছন্তু দেবতাঃ সর্বা দত্বা তু বাঞ্ছিতং বরম্॥ কৈলাসশিখরে রম্যে সংস্থিতা ভবসন্নিধৌ। পূজিতাসি ময়া ভক্ত্যা নবদুর্গে সুরার্চিতে॥ তাং প্রগৃহ্য বরং দত্বা কুরু ক্রীড়াং যথাসুখম্। ওঁ যন্ময়োপহৃতং কিঞ্চিৎ বস্ত্রগন্ধানুলেপনম্॥ তৎসর্বমুপভুজ্য ত্বং গচ্ছ দেবি যথাসুখম্। ওঁ রাজ্যং শূণ্যং গৃহং শূণ্যং সর্বশূণ্যা দরিদ্রতা। ত্বামৃতে ভগবত্যম্ব কিং করোমি বদস্ব তৎ॥'' অতঃপর পূজিত দেবতাঃ ক্ষমধ্বং॥'' মন্ত্র পাঠান্তে বিসর্জন করিবেন।

অতঃপর ''ওঁ নিমজ্যাম্ভসি সম্পূজ্য পত্রিকা বর্জিতা জলে। পুত্রায়ুর্ধন বৃদ্ধ্যর্থং স্থাপিতাসি জলে ময়া॥'' মন্ত্র পাঠ পূর্বক জলে বিসর্জন করিবেন। প্রচলিত প্রথানুযায়ী মৃন্ময় পাত্রস্থ জলে দর্পণ বিসর্জনও করিতে পারেন। অতঃপর কুলাচার অনুসারে অপরাজিতা পূজা করিবেন। শেষে শান্তি আশীর্বাদ করিয়া প্রশস্তি বন্দন অর্থাৎ বরণাদি পূর্বক সূত্র কাটিয়া দিয়া, অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বৈগুণ্য সমাধান পূর্বক কর্ম সমাপ্ত করিবেন।—ইতি বিজয়া দশমী কৃত্য।

অপরাজিতা পূজা

বিজয়া দশমী দিবসে কুলাচার অনুসারে দেবীর বিসর্জনের পর বিজয় কামনায় এই পূজা করিতে হয়।

প্রথমে রক্তচন্দন লিপ্ত তাম্রপাত্রে অষ্টদল পদ্ম অঙ্কন করিয়া তদুপরি মূলসহ শ্বেত অপরাজিতা লতা স্থাপন পূর্বক—আচমন, বিষ্ণুস্মরণাদি করিয়া স্বস্তিবাচন করিবেন। যথা—''ওঁ কর্তব্যে ঽস্মিন্ গণপত্যাদি নানাদেবতা পূজা পূর্বক অপরাজিতা পূজা কর্মণি, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু। ওঁ পুণ্যাহং, ওঁ পণ্যাহং, ওঁ পুণ্যাহম্॥ ওঁ কর্তব্যে ঽস্মিন্ গণপত্যাদি নানাদেবতা পূজা পূর্বক অপরাজিতা পূজা কর্মণি, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু। ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি॥ ওঁ কর্তব্যে ঽস্মিন্ গণপত্যাদি নানাদেবতা পূজা পূর্বক অপরাজিতা পূজা কর্মণি, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু। ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্, ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্, ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্॥'' অতঃপর স্ব বেদোক্ত স্বস্তিসূক্ত (পৃঃ ১৪) পাঠপূর্বক সঙ্কল্প করিবেন।

সঙ্কল্প—তাম্রপাত্রে কুশ, তিল, জল, হরীতকী, আতপ তণ্ডুল ও পুষ্প লইয়া বামহস্তে রাখিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা আচ্ছাদন পূর্বক—উত্তরাস্যে বসিয়া সঙ্কল্প বাক্য পাঠ করিবেন। যথা—''বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ অদ্য আশ্বিনে মাসি শুক্লেপক্ষে দশম্যাং তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা (পরার্থে—অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকস্য) বিজয়লাভ কামো ঽপরাজিতা পূজনমহং করিষ্যে (পরার্থে—করিষ্যামি)। অতঃপর স্ব বেদোক্ত সঙ্কল্পসূক্ত (পৃঃ ১৬) পাঠপূর্বক গণেশাদি পঞ্চদেবতার পূজা পূর্বক ''ঐং'' মন্ত্রে প্রাণায়াম করিয়া, করন্যাস করিবেন। যথা— ''ওঁ আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ঈং তর্জনীভ্যাং স্বাহা, ঊং মধ্যমাভ্যাং বষট্, ঐং অনামিকাভ্যাং হুং, ঔং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, অঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যামস্ত্রায় ফট্॥''

অঙ্গন্যাস—''ওঁ আং হৃদয়ায় নম, ঈং শিরসে স্বাহা, ঊং শিখায়ৈ বষট্, ঐং কবচায় হুং, ঔং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, অঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্॥'' অতঃপর ঋষ্যাদিন্যাস করিবেন।

ঋষ্যাদিন্যাস—(শিরসি)— ওঁ বেদব্যাস ঋষয়ে নমঃ। (মুখে)—অনুষ্টুভছন্দসে নমঃ। (হৃদি)—ওঁ অপরাজিতায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ। (গুহ্যে)—ওঁ ঐং বীজায় নমঃ। (পাদয়োঃ)—ওঁ হ্রীং শক্তয়ে নমঃ। (সর্বাঙ্গে)—ওঁ ঐং কীলকায় নমঃ।" অতঃপর দেবীর ধ্যান করিবেন।

ধ্যান—"ওঁ নীলোৎপলদলশ্যামাং ভূজগাভরণোজ্জ্বলাম্। বালেন্দুমৌলিনীং দেবীং নয়নত্রিয়ান্বিতাম্॥ শঙ্খচক্রধরাং দেবীং বরদাং ভয়নাশিনীম্। পীনোত্তুঙ্গ স্তনাং শ্যামাং বরপদ্মসুমালিনীম্॥"

এইরূপে ধ্যান পূর্বক, মানসপূজা করিয়া—"ওঁ ঐং অপরাজিতে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃহাণ॥" এইক্রমে আবাহন পূর্বক পুনর্ধ্যান করতঃ—"ওঁ হ্রীং অপরাজিতায়ৈ নমঃ।" মন্ত্রে ষোড়শোপচারে বা যথাশক্তি উপচারে দেবীর পূজা করিবেন। অতঃপর "ওঁ হ্রীং হৃদয়ায় নমঃ।" ইত্যাদি মন্ত্রে দেবীর ষড়ঙ্গের পূজা করিবেন। অতঃপর করযোড়ে প্রার্থনা মন্ত্র পাঠ করিবেন।

প্রার্থনা মন্ত্র—"ওঁ চারুণা মুখপদ্মেন বিচিত্র কনকোজ্জ্বলা। জয়া দেবি শিবে ভক্ত্যা সর্বান্ কামান্ দদাতু মে॥ ওঁ কাঞ্চনেন বিচিত্রেণ কেয়ূরেণ বিভূষিতা। বিজয়া চ মহাভাগা করোতু বিজয়ং মম॥ ওঁ হারেণ সুবিচিত্রেণ ভাস্বৎ কণকমেখলা। অপরাজিতা রুদ্রলতা করোতু বিজয়ং মম॥ সর্বকামার্থ সিদ্ধ্যর্থং তস্মাত্বং ধারয়াম্যহং। পূজিতত্বয়ি শ্রেয়োদেবি মমাস্তু দূরিতং হতঃ। প্রসন্নার্হা ভবেযুর্মে ধনধান্য সমৃদ্ধয়ঃ॥" অতঃপর ক্ষমস্ব মন্ত্রে এক গণ্ডুষ জলদ্বারা বিসর্জন করিয়া, অপরাজিতা লতাকে দেবীরূপে চিন্তা পূর্বক অভিলষিত ফল লাভ কামনায় দক্ষিণ করে ধারণ করিবেন।

ধারণ মন্ত্র—"ওঁ জয়দে জয় দেবি ত্বং দয়াধারে হ্পরাজিতে। ধারয়ামি ভুজে দক্ষে জয়লাভাদিবৃদ্ধয়ে॥ বলমাধেহি বলয় ময়া শত্রোঃ পরাজয়ং। উদ্ধারণাদ্ ভবেযুর্মে ধনধান্যাদি সম্পদ॥"

অনন্তর দক্ষিণান্ত, অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বৈগুণ্য সমাধান করিবেন।—ইতি অপরাজিতা পূজা।

কুমারী পূজা

সুলক্ষণা কুমারীকে নব বস্ত্রাদি পরাইয়া, পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা সজ্জিত করিয়া আসনে বসাইয়া, তাহার পাদদ্বয়ে দুগ্ধ ও অলক্তক দিবেন। অতঃপর পূজক আচমন, বিষ্ণুস্মরণাদি ও সামানার্ঘ্য স্থাপনাদি করতঃ স্বস্তিবাচন করিবেন।

স্বস্তিবাচন—"ওঁ কর্তব্যেঽস্মিন কুমারী পূজা কর্মণি, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু। ওঁ পুণ্যাহং, ওঁ পুণ্যাহং, ওঁ পুণ্যাহম॥ ওঁ কর্তব্যেঽস্মিন্ কুমারী পূজা কর্মণি ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু। ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি॥ ওঁ কর্তব্যেঽস্মিন্ কুমারী পূজাকর্মণি, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু। ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্, ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্, ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্॥" অতঃপর স্ব স্ববেদোক্ত স্বস্তিসূক্ত (পৃঃ ১৪) পাঠ করিয়া সঙ্কল্প করিবেন।

সঙ্কল্প—"বিষ্ণুরোঁ তৎসৎ অদ্য আশ্বিনে মাসি শুক্লেপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা (পরার্থে—অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকস্য) শ্রীশ্রীভগবদ্দুর্গা মহাপূজা কর্মণঃ পরিপূর্ণ ফলপ্রাপ্তি কামঃ কুমারী পূজনমহং করিষ্যে। (পরার্থে—করিষ্যামি)।" অনন্তর স্ব স্ববেদোক্ত সঙ্কল্পসূক্ত পাঠ করিয়া কুমারীর ধ্যান করিবেন।

ধ্যান—"ওঁ বালরূপাঞ্চ ত্রৈলোক্যসুন্দরীং বরবর্ণিনীম্। নানালঙ্কার ভূষাঙ্গীং ভদ্রবিদ্যা প্রকাশিনীং। চারুহাস্যাং মহানন্দ হৃদয়াং শুভদাং শুভাম্॥" ধ্যায়েৎ কুমারীং জননীং পরমানন্দরূপিনীম্॥ এইরূপে ধ্যানান্তে যথাশক্তি উপচার দ্বারা বয়ঃক্রম অনুসারে নাম করতঃ পূজা করিবেন।★

★ কুমারীর নাম—একবর্ষা ভবেৎ সন্ধ্যা দ্বিবর্ষা সা সরস্বতী। ত্রিবর্ষা চ ত্রিধামূর্ত্তিশ্চতুবর্ষা চ কালিকা॥ সুভগা পঞ্চবর্ষা তু ষড়বর্ষা উমা ভবেৎ। সপ্তভির্মালিনী সাক্ষাদষ্টবর্ষা তু কুব্জিকা॥ নবভিঃ কালসন্দর্ভা চ দশভিশ্চাপরাজিতা। একাদশে চ রুদ্রাণী দ্বাদশাব্দে তু ভৈরবী॥ ত্রয়োদশে মহালক্ষ্মী-দ্বিসপ্তা পীঠনায়িকা। ক্ষেত্রজ্ঞাপঞ্চদশভিঃ ষোড়শে চাম্বিকা স্মৃতা। এবং ক্রমেণ সম্পূজ্যা যাবৎ পুষ্পং ন বিদ্যতে॥

অর্থাৎ একবর্ষা সন্ধ্যা, দ্বিতীয়বর্ষা সরস্বতী, তৃতীয়বর্ষা ত্রিধামূর্তি, চতুঃবর্ষা কালিকা, পঞ্চবর্ষা সুভগা, ষড়বর্ষা উমা, সপ্তমবর্ষা মালিনী, অষ্টমবর্ষীয়া কুব্জিকা, নবম বর্ষীয়া কালসন্দর্ভা, দশমবর্ষা অপরাজিতা, একাদশ বর্ষা রুদ্রাণী, দ্বাদশবর্ষা ভৈরবী, ত্রয়োদশবর্ষা মহালক্ষ্মী, চতুর্দশবর্ষা পীঠনায়িকা, পঞ্চদশবর্ষা ক্ষেত্রজ্ঞা, ষোড়শবর্ষীয়া অম্বিকা নামে পূজা হইবে। কন্যা যতদিন পর্যন্ত ঋতুমতী না হয়, ততদিন তাহাকে উপরোক্তভাবে নামকরণ করিয়া পূজা করিবেন।

যথা—''এতৎ পাদ্যং ওঁ (অমুক—বয়স অনুসারে নাম) কৌমার্য্যৈ নমঃ। এইরূপে পূজান্তে কুমারীর ষড়ঙ্গপূজা করিবেন।

ষড়ঙ্গপূজা—''ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং হূং হেসৌঃ কুলকুমারিকে হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ হৈং বৈং হ্রীং শ্রীং ঐং শিরসে স্বাহা নমঃ। ওঁ ঐং হ্রীং শিখায়ৈ বষট্ নমঃ। ওঁ ঐং কুলবাগীশ্বরী কবচায় হুং নমঃ। ওঁ ঐং কুলেশ্বরী নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ নমঃ।'' ওঁ হ্রীং অস্ত্রায় ফট্ নমঃ। অতঃপর গন্ধপুষ্প দ্বারা আবরণ পূজা করিবেন।

আবরণ দেবতার পূজা—''এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সপরিবারায় বালভৈরবায় নমঃ।'' এইক্রমে—''ঐং সিদ্ধজয়ায় পূর্ববক্ত্রায় নমঃ। ঐং জয়ায় উত্তরবক্ত্রায় নমঃ। ঐং হ্রীং শ্রীং কুব্জিকে পশ্চিমবক্ত্রায় নমঃ। ঐং কালিকে দক্ষিণবক্ত্রায় নমঃ।'' অতঃপর ''ঐং'' মন্ত্রে প্রাণায়াম পূর্বক যথাশক্তি মূলমন্ত্র (ঐং) জপ পূর্বক, ''গুহ্যাতিগুহ্য'' মন্ত্রে জপ সমর্পণ পূর্বক প্রণাম করিবেন।

প্রণাম—''ওঁ নমামি কুলকামিনীং পরমভাগ্যসন্দায়িনীং, কুমারীবর চাতুরীং সকল সিদ্ধিদানন্দিনীম্। প্রবাল গুটিকাস্রজং রজতরাগ বস্ত্রান্বিতাং, হিরণ্যকুলভূষণাং ভুবনবাককুমারীং ভজে॥'' অতঃপর দক্ষিণান্ত করিবেন।

দক্ষিণান্ত—''বং এতস্মৈ কাঞ্চনায় (রজতায় বা) নমঃ।'' মন্ত্র তিনবার পাঠান্তে তিনবার কুশোদকে অভ্যুক্ষণ করিয়া, ''এতে গন্ধপুষ্পে কাঞ্চনায় (রজতায় বা) নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ। এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ অমুককুমার্য্যৈ নমঃ। এইরূপে অর্চনা পূর্বক উৎসর্গ করিবেন। উৎসর্গ বাক্য—''বিষ্ণুরোঁ তৎসৎ অদ্য আশ্বিনে মাসি শুক্লেপক্ষে অমুক তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা (পরার্থে—অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকস্য বার্ষিক শরৎকালীন

দুর্গাপূজাদিকর্ম—পরিপূর্ণফলপ্রাপ্তি কামনায় কৃতৈতৎ কুমারীপূজনকর্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনং (রজতং বা) শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথা সম্ভবগোত্রনাম্নে অমুককুমার্য্যৈ তুভ্যমহং সম্প্রদদে। (পরার্থে—দদানি)। এইরূপে উৎসর্গ করিয়া কুমারীকে দিবেন। পরে ব্রাহ্মণের দক্ষিণান্ত করিবেন। অতঃপর অচ্ছিদ্রাবধারণ বৈগুণ্য সমাধান পূর্বক পুত্রবতী সধবা রমনীগণকে ভোজন করাইয়া সামর্থানুসারে দক্ষিণা দিবেন।—ইতি কুমারী পূজা।

শ্রীশ্রীদুর্গার স্তুতি ঃ

নারদ উবাচ ॥ ওঁ ভগবতি ভয়োচ্ছেদে কাত্যায়নি চ কামদে। কৌশিকি ত্বং মহেশানি কালিকে ত্বাং নমাম্যহম্॥ প্রচণ্ডে পুত্রদে দেবি সুপ্রীতে সুরনায়িকে। কুলোদ্যতকরে চোগ্রে পার্বতী ত্বং প্রসীদ মে॥ দুর্গোত্তারিণি দুর্গে ত্বং সর্বাশুভ নিবারিণি। সর্বে সর্বার্থদে দেবি ভব ত্বং বরদা মম॥ চণ্ডোগ্রে বরদে দেবি প্রচণ্ডে বিজয়প্রদে। ধর্মার্থকামদে দেবি কাত্যায়নি নমো হস্তুতে। জন্মান্তরসহস্রেষু তির্য্যগ্‌যোনিগতস্য চ। অঘং সংহর মে দেবি জ্ঞানতো হ্জ্ঞানতঃ কৃতম্॥ শান্তিপুষ্টিপ্রদে দেবি মাতস্ত্রৈলোক্যতারিণি। নমস্যামি জগদ্ধাত্রি ত্বামহং বিশ্বভাবিনি॥ নমস্তে হস্তু শিবে দেবি সর্বব্যাপিনি শঙ্করি। নিজধর্মাদিকং কাম্যং কল্যাণঞ্চ প্রদেহি মে॥ সর্বেষাং নাথভূতাসি ত্বমেবৈকাকিনী যতঃ। তস্মান্নমামি দেবেশি প্রসন্না বরদা ভব॥ ইয়ং সর্বেশ্বরীপূজা যন্ময়া দেবি তে কৃতা। পূর্ণা ভবতু সা সর্বা ত্বৎপ্রসাদান্মহেশ্বরি॥ জাতস্য জায়মানস্য গর্ভস্থস্য চ দেহিনঃ। মা ভূত্তত্র কুলেজন্ম যত্র দেবীনে চণ্ডিকা॥ ওঁ॥—ইতি দুর্গাস্তোত্রং সমাপ্তম্।

এই স্তোত্রটি মহাষ্টমী পূজার পর পাঠ করিবেন।

শ্রীশ্রীদুর্গাষ্টকম্

নমস্তে শরণ্যে শিবে সানুকম্পে, নমস্তে জগদ্বন্দ্য পদারবিন্দে। নমস্তে জগদ্ব্যাপিকে বিশ্বরূপে, নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥১॥ নমস্তে জগচ্চিন্ত্যমান

স্বরূপে, নমস্তে মহাযোগিনি জ্ঞানরূপে। নমস্তে সদানন্দনন্দ স্বরূপে, নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥২॥ অনাথস্য দীনস্য তৃষ্ণাতুরস্য, ক্ষুধার্তস্য ভীতস্য বদ্ধস্য জন্তোঃ। ত্বমেকা গতির্দেবি নিস্তারদাত্রি, নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥৩॥ অরণ্যে রণে দারুণে শত্রুমধ্যেঽনলে সাগরে প্রান্তরে রাজগেহে। ত্বমেকা গতির্দেবী নিস্তারহেতু, নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥৪॥ অপারে মহাদুস্তরে ঽত্যন্তঘোরে, বিপৎসাগরে মজ্জতাং দেহভাজাম্। ত্বমেকা গতির্দেবি নিস্তারনৌকা, নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥ ৫॥ নমশ্চণ্ডিকে চণ্ডদোর্দণ্ডলীলা, সমুৎখণ্ডিতাখণ্ডলা শেষভীতে। ত্বমেকা গতির্বিঘ্নসন্দোহহন্ত্রী, নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥৬॥ নমো দেবি দুর্গে শিবে ভীমনাদে, সরস্বত্যরুন্ধত্যমোঘস্বরূপে। বিভূতি শচী কালরাত্রিঃ সতী ত্বং, নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥৭॥ ত্বমেকাজিতা-রাধিতাসত্যবাদিন্যমেয়াজিতা ক্রোধনা ক্রোধনিষ্ঠা। ইড়া পিঙ্গলা ত্বং সুষুম্না চ নাড়ী, নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥ ৮॥ শরণমপি সুরাণাং সিদ্ধবিদ্যাধরাণাং, মুনিদনুজনরাণাং, ব্যাধিভিঃ পীড়িতানম্, নৃপতিগৃহগতানাং দস্যুভিস্ত্রাসিতানাং। ত্বমসি শরণমেকা দেবি দুর্গে প্রসীদ॥ ইদং স্তোত্রং ময়া প্রোক্তমাপদুদ্ধারহেতুকং। ত্রিসন্ধ্যমেকসন্ধ্যং বা পঠনাদেব সঙ্কটাৎ॥ মুচ্যতে নাত্র সন্দেহো ভুবি স্বর্গে রসাতলে। সমস্ত শ্লোকমেকং বা যঃ পঠেৎ ভক্তিতঃ সদা। স সর্ব দুষ্কৃতিং তীর্ত্বা প্রাপ্নোতি পরমাং গতিং॥ পঠনাদস্য দেবেশি কিং ন সিদ্ধ্যতি ভূতলে। স্তব রাজমিদং দেবি সংক্ষেপাৎ কথিতং ত্বয়ি॥—ইতি বিশ্বসারে আপদুদ্ধার কল্পে দুর্গাস্তবরাজঃ সমাপ্তম্।

দুর্গাপরাধক্ষমাপণ স্তোত্রম্

শিশৌনাসীদ্ বাক্য জননি তব মন্ত্রং প্রজপিতুং, কিশোরে বিদ্যায়াং বিষম বিষয়ে তিষ্ঠতি মনঃ। ইদানীং ভীতো ঽথঃ মহিষগলঘণ্টাঘনরবাদ্, নিরালম্বো লম্বোদর জননি কং যামি শরণং॥১॥ হরি শেষেণু কমলজো নাভিকমলে সমাধৌসংলীনঃ, পুরমথনদেবঃ প্রতিদিনম্। ভবাম্ভীতোমাতঃ পদকমলযুগ্মং তব বিনা

নিরালম্বো লম্বোদর জননি কং যামি শরণং॥২॥ পরিত্যক্তাদেবা বিবিধসেবাকুলতয়া ময়া পঞ্চাশীতেরধিকমপভীতে ভুবয়সী। ইদানীং মে মাতস্তব যদি কৃপা নাপি ভবিতা। নিরালম্বো লম্বোদর জননি কং যামি শরণং॥৩॥ নামে বাক্যং যুক্তং নহি যদনুরক্তং জপবিধৌ ন পূজায়াং ধ্যানে ধরণিধর কন্যে মম মনঃ। প্রসীদ ত্বং মাতর্গুণরহিত পুত্রে ঽধিকদয়া, নিরালম্বো লম্বোদর জননি কং যামি শরণং॥৪॥ স্বয়ম্ভূস্ত্বৎ পদাম্বুজ ভজন কর্তৈব জগতাম্, অভূৎকর্তা ভর্তা হরিরপি তথৈবাস্য জগতঃ। সদা সঙ্গী শম্ভুঃ পদকমলম্ এতাদৃশম্, ঋতে নিরালম্বো লম্বোদর জননি কং যামি শরণং॥৫॥ মহাদেবদীনো নিজভরণচেষ্টাং প্রকুরুতে বিধিঃ, সন্ধ্যাসক্তো হরিরপি চ পেপীহতমনাঃ। জগন্মাতর্দুর্গে যদি শিশুদয়ায়াং নহিমনো, নিরালম্বো লম্বোদর জননি কং যামি শরণং॥৬॥ ন মন্ত্রং ন যন্ত্রং তদপি চ ন জানে স্তুতিমহো। নাচাহ্বানং ধ্যানং তদপি চ ন জানে স্তুতিকথাম্। ন জানে মুদ্রাং তে তদপি চ ন জানে বিলপনং, পরং জানে মাতস্ত্বদনুশরণং ক্লেশহরণং॥ ৭॥ পৃথিব্যাং পুত্রাস্তে জননি বহবঃ সন্তি কৃতিনঃ পরং, তেষাং মধ্যে বিরলতরলো ঽহং তবসুতঃ। মদীয়ো ঽহং ত্যাগঃ সমুচিত কৃতির্ণো তব শিবে, কুপুত্রোজায়তে ক্বচিদপি কুমাতা ন ভবতি॥৮॥ জগন্মাতর্মাতস্তব চরণ সেবা ন রচিতা নবাদত্তং, দেবি দ্রবিণমপি ভুয়স্তবময়া। তথাপি ত্বং স্নেহং ময়ি নিরূপমং, যৎপ্রকুরুষে কুপুত্রোজায়তে ক্বচিদপি কুমাতা ন ভবতি॥৯॥ বিধেরজ্ঞানেন দ্রবিণ বিরহেণা লসতয়া, বিধেয়াশক্যত্বাং তব চরণয়োবিচ্যুতিরভু। তদেতৎ ক্ষন্তব্যং জননি সকলোদ্ধারিণি শিবে, কুপুত্রো জায়তে ক্বচিদপি কুমাতা ন ভবতি॥১০॥ চিতাভস্মলেপো গরলমশনং দিক্পটোধরো জটাধারী, কণ্ঠে ভুজগপতিহারি পশুপতিঃ॥ কপালী ভূতেশোভজাত জগদীশৈক পদবীং, ভবানি তৎ পাণি গ্রহণ পরিপাটী ফলমিদম্॥১১॥ ন মোক্ষস্যাকাঙ্ক্ষা ন চ বিভববাঞ্ছাপি হৃদি মে, ন বিজ্ঞানপেক্ষা শশিমুখি সুখেচ্ছাপি ন পুনঃ। অতস্ত্বাং সংযাচে জননি জননং যাতু মম বৈ মৃড়ানী, রুদ্রাণি শিব শিব ভবানিতি জপতঃ॥১২॥ স্বপাকে জল্পাকো ভবতি মধুপাকোম গিরা নিরাতঙ্কেরঙ্কোবিহরতি চিরং কোটি কনকৈঃ। তবাপর্ণে কর্ণবিশতি মধুবর্ণে ফলমিদং জনাঃ, কে জানতে জননি জপবিধৌ॥১৩॥ নারাধিতাসিগ্নিধিনা বিবিধপচারৈঃ, কিরুক্ষচিন্তনপরৈর্ন কৃতং বচোভিঃ। শ্যামে ত্বমেব যদি কিং চ ন ময্যনাথে ধৎসে, কপাম্ উচিতম্ অম্বপরং তবৈব॥১৪॥

আপৎসুমগ্নং স্মরণং ত্বদীয় করোমি দুর্গে করুণার্ণবিবেশি। নৈতচ্ছঠত্বং মম ভাবয়েথাঃ ক্ষুধাতৃষ্ণার্তাজননীং স্মরন্তি॥১৫॥ জগদম্ব বিচিত্রম্ অত্র কিং পরিপূর্ণা করুণাস্তি চেন্ময়ি। অপরাধ পরম্পরাবৃতং নহি মাতা সমুপেক্ষতে সুতম্॥১৬॥ মৎসমঃ পাতকী নাস্তি পাপঘ্নী ত্বং সমা ন হি। এবং জ্ঞাত্বা মহাদেবি যথাযোগ্যং তথা কুরু॥১৭॥—ইতি দুর্গাপরাধক্ষমাপণ স্তোত্রম্।

দুর্গা কবচম্

ঈশ্বর উবাচ। শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি কবচং সর্বসিদ্ধিদম্। পঠিত্বা ধারয়িত্বা চ নরো মুচ্যেত সঙ্কটাৎ॥ অজ্ঞাত্বা কবচং দেবি দুর্গামন্ত্রঞ্চ যো জপেৎ। স নাপ্নোতি ফলং তস্য পরে চ নরকং ব্রজেৎ॥ ইদং গুহ্যতমং দেবি কবচং তব কথ্যতে। গোপনীয়ং প্রযত্নেন সাবধানা বধারয়॥ উমা দেবী শিরঃ পাতু ললাটং শূলধারিণী। চক্ষুষী খেচরী পাতু কর্ণৌ চ দ্বারবাসিনী॥ সুগন্ধা নাসিকাং পাতু বদনং সর্বসাধিনী। জিহ্বাঞ্চ চণ্ডিকা পাতু গ্রীবাং সৌভদ্রিকা তথা॥ অশোকবাসিনী চেতো দ্বৌ বাহু বজ্রধারিনী। কটিং পাতু মহাবাণী জগন্মাতা স্তনদ্বয়ম্॥ হৃদয়ং ললিতা দেবি উদরং সিংহবাহিনী। কটিং ভগবতী দেবী দ্বাবরূ বিন্ধ্যবাসিনী॥ মহাবলা চ জঙ্ঘে দ্বে পাদৌ ভূতলবাসিনী। এবং স্থিতাসি দেবি ত্বং ত্রৈলোক্যরক্ষণাত্মিকে॥ রক্ষ মাং সর্বগাত্রেষু দুর্গে দেবী নমো হস্তুতে। ইত্যেতৎ কবচং দেবি মহাবিদ্যাফলপ্রদম্॥ যঃ পঠেৎ প্রাতরুত্থায় সর্বতীর্থ ফলং লভেৎ। যো ন্যসেৎ কবচং দেহে তস্য বিঘ্নং ন কুত্রচিৎ। ভূতপ্রেত পিশাচেভ্যো ভয়ন্তস্য ন বিদ্যতে॥ রণে রাজকুলে বাপি সর্বত্র বিজয়ী ভবেৎ। সর্বত্র পূজা মাপ্নোতি দেবীপুত্র ইব ক্ষিতৌ॥—ইতি কুব্জিকাতন্ত্রে শ্রীদুর্গা কবচং সমাপ্তম্।

পুষ্পাঞ্জলি মন্ত্র

ওঁ আয়ুর্দেহি যশো দেহি ভাগ্যং ভগবতি দেহি মে। পুত্রান্ দেহি ধনং দেহি সর্বান্ কামাংশ্চ দেহি মে॥ এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ হ্রীং ওঁ (নমো বা) দুর্গায়ৈ নমঃ॥১॥
(ওঁ) হর পাপং হর ক্লেশং হর শোকং হরাসুখম্। হর রোগং হর ক্ষোভং হর মারীং হরপ্রিয়ে॥ এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ হ্রীং ওঁ (নমো বা) দুর্গায়ৈ নমঃ॥ ২॥
(ওঁ) কায়েন মনসা বাচা কর্মণা যৎ কৃতং ময়া। জ্ঞানাজ্ঞানকৃতং পাপং দুর্গে ত্বং হর দুর্গতিম্॥ এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ হ্রীং ওঁ (নমো বা) দুর্গায়ৈ নমঃ॥ ৩॥
পুষ্পাঞ্জলি দানান্তে প্রণাম করিবেন। যথা—(ওঁ) সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থ সাধিকে। শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমো হস্তুতে॥"

নিষ্কাম পুষ্পাঞ্জলি মন্ত্র

(ওঁ) নমো দেব্যৈ মহাদেব্যৈ শিবায়ৈ সততং নমঃ। নমঃ প্রকৃত্যৈ ভদ্রায়ৈ নিয়তাঃ প্রণতাঃ স্ম তাম্॥ এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ হ্রীং ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ॥ ১॥
(ওঁ) রৌদ্রায়ৈ নমো নিত্যায়ৈ গৌর্য্যৈ ধাত্র্যৈ নমো নমঃ। জোৎস্নায়ৈ চেন্দুরূপিণ্যৈ সুখায়ৈ সততং নমঃ॥ এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ হ্রীং ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ॥ ২॥
(ওঁ) কল্যাণ্যৈ প্রণতা বৃদ্ধ্যৈ সিদ্ধ্যৈ কূর্মৌ নমো নমঃ। নৈর্ঋত্যৈ ভূভৃত্বাং লক্ষ্মৈ শর্বাণ্যৈ তে নমো নমঃ॥ এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ হ্রীং ওঁ দুর্গায়ৈঃ নমঃ॥ ৩॥
উক্তরূপে বারত্রয় পুষ্পাঞ্জলি দিয়া—"সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে" ইত্যাদি মন্ত্রে প্রণাম করিবেন।

—ইতি দেবীপুরাণোক্ত দুর্গাপূজা পদ্ধতি সমাপ্তম্।

সংক্ষিপ্ত দুর্গা পূজা সম্পর্কে কয়েকটি আলোচ্য বিষয়

অনেক সময় তিথির স্বল্পতা হেতু এমন অবস্থা হয় যে, শ্রদ্ধেয় পূজক ব্রাহ্মণগণ তজ্জন্য বিব্রত হইয়া পড়েন। সেজন্য এখানে প্রমাণ সহ সংক্ষিপ্ত ভাবে দেবীর পূজা সমাপন করা তাহা উল্লেখ করা হইল—

কদাচিৎ তিথিরল্পত্বে সামান্যার্ঘ্যস্থাপনং বিঘ্নাপসারণং মাষভক্তবলিম্ আসনশুদ্ধিং সংক্ষেপভূতশুদ্ধিং প্রাণায়ামং করাঙ্গন্যাসৌ ঋষ্যাদিন্যাসঞ্চ বিধায়, পীঠদেবতাভ্যো নমঃ ইত্যেবাত্র পূজয়িত্বা, পঞ্চোপচারৈঃ পঞ্চদেবতাঃ সংপূজ্য, দেবীং ধ্যাত্বা, মানসোপচারৈঃ সংপূজ্য, বিশেষার্ঘ্যং স্থাপয়িত্বা পুনর্ধ্যাত্বা উপচারদানমন্ত্রাণ্ বিনা ষোড়শোপচারৈঃ দেবীং পূজয়েৎ। আবরণপূজায়াং নবপত্রিকাপূজায়াঞ্চ স্তুতিমন্ত্রা ন পাঠ্যাঃ। হ্রীং শ্রীং ওঁ চতুঃষষ্টিযোগিনীভ্যো নমঃ ইত্যেকত্রৈব পূজয়েৎ এবং কোটিযেগিনীভ্যঃ, নবদুর্গাভ্যঃ, জয়ন্ত্যাদিভ্যঃ। ওঁ অস্ত্রেভ্যঃ, ওঁ ভূষণেভ্যঃ, শ্রীং ওঁ বটুকেভ্যঃ ক্লীং ওঁ ক্ষেত্রপালেভ্যঃ, ওঁ ভৈরবেভ্যঃ। কার্ত্তিকেয়াদীংশ্চ দশোপচারৈঃ, পঞ্চোপচারৈর্বা পূজয়েৎ মহাস্নানমপি সংক্ষেপেণ কার্য্যম্।

অর্থাৎ কখনও তিথির অল্পতা হইলে—সামান্যার্ঘ্য স্থাপন, বিঘ্নাপসারণ মাষভক্তবলি, আসনশুদ্ধি, সংক্ষেপ ভূতশুদ্ধি, প্রাণায়ম, করাঙ্গন্যাস (মূলমন্ত্রে), ঋষ্যাদিন্যাস করিয়া—পীঠদেবতাগণের একত্রে পূজা পূর্বক, গণেশাদি পঞ্চদেবতার পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া, দেবীর ধ্যানান্তে মানসোপচারে পূজা পূর্বক বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করতঃ, পুনধ্যান করিয়া উপচার দানমন্ত্র বাদ দিয়া ষোড়শোপচারে দেবীর পূজা করিবেন, আবরণ পূজা, নবপত্রিকা পূজাতেও স্তুতিমন্ত্র পাঠ বাদ দিবেন। হ্রীং শ্রীং ওঁ চতুঃষষ্টি যোগিনীভ্যো নমঃ মন্ত্রে একত্রে পূজা করিবেন এবং কোটিযোগিনীভ্যোঃ, নবদুর্গাভ্যোঃ জয়ন্ত্যাদিভ্যঃ। ওঁ অস্ত্রেভ্যঃ ওঁ ভূষণেভ্যঃ শ্রীং ওঁঃ বটুকেভ্যঃ, ইন্দ্রাদিলোকপালেভ্যঃ, ক্লীং ওঁ ক্ষেত্রপালেভ্যঃ ওঁ ভৈরবেভ্যঃ। মন্ত্রে একত্রে পূজা করিবেন। কার্ত্তিকেয়াদির ও দশোপচার বা পঞ্চোপচারে পূজা করিবেন। মহাস্নানও সংক্ষেপে করিবেন। এক্ষেত্রে মহাস্নান সঙ্কল্প না করিয়া—শুধুমাত্র "আত্রেয়ী ভারতী গঙ্গা" ইত্যাদি মন্ত্রটি মাত্র পাঠ করিবেন।

~ ০ ~

বেণীমাধব শীলের
ফুল পঞ্জিকা
TRADE MARK ® & COPY RIGHT © REGISTERED

দেবীপুরাণোক্ত
শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা পদ্ধতি
পণ্ডিত শ্রীশ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য